শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

জন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা বার্তা, নাম/পদবী পরিবর্তন, হারানো বিজ্ঞপ্তি, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, স্মরণে বা স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন দিতে সরাসরি যোগাযোগ করুন—

৯৯৫৭২৬৪০২৭, ৬০০১৭৮৫২৯৬

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক

সাময়িক প্রসঙ্গ

শিলচর ও গুয়াহাটি থেকে একযোগে প্রকাশিত

সমগ্র বরাক উপত্যকার সর্ববৃহৎ একমাত্র বিশ্বস্ত "গ্রহরত্ন" প্রতিষ্ঠান

রত্নলোক

GEMS & DIAMOND
JEWELLERY

Contact Us : +91 91015 76757

প্রতিটি গ্রহরত্ন কেনাকাটায় থাকছে SPECIAL DISCOUNT

শোভনা সুপার মার্কেট, রাঙ্গিরখাড়ি, শিলচর-৫, কাছাড়, আসাম

বর্ষ ৪৯ □ সংখ্যা ২৮ শিলচর □ বৃহস্পতিবার □ ১৪ মে ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ □ ৩০ বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ □ ২৬ জিলকদ ১৪৪৭ হিজরি □ ১২ পাতা □ আট টাকা www.samayikprasanga.in

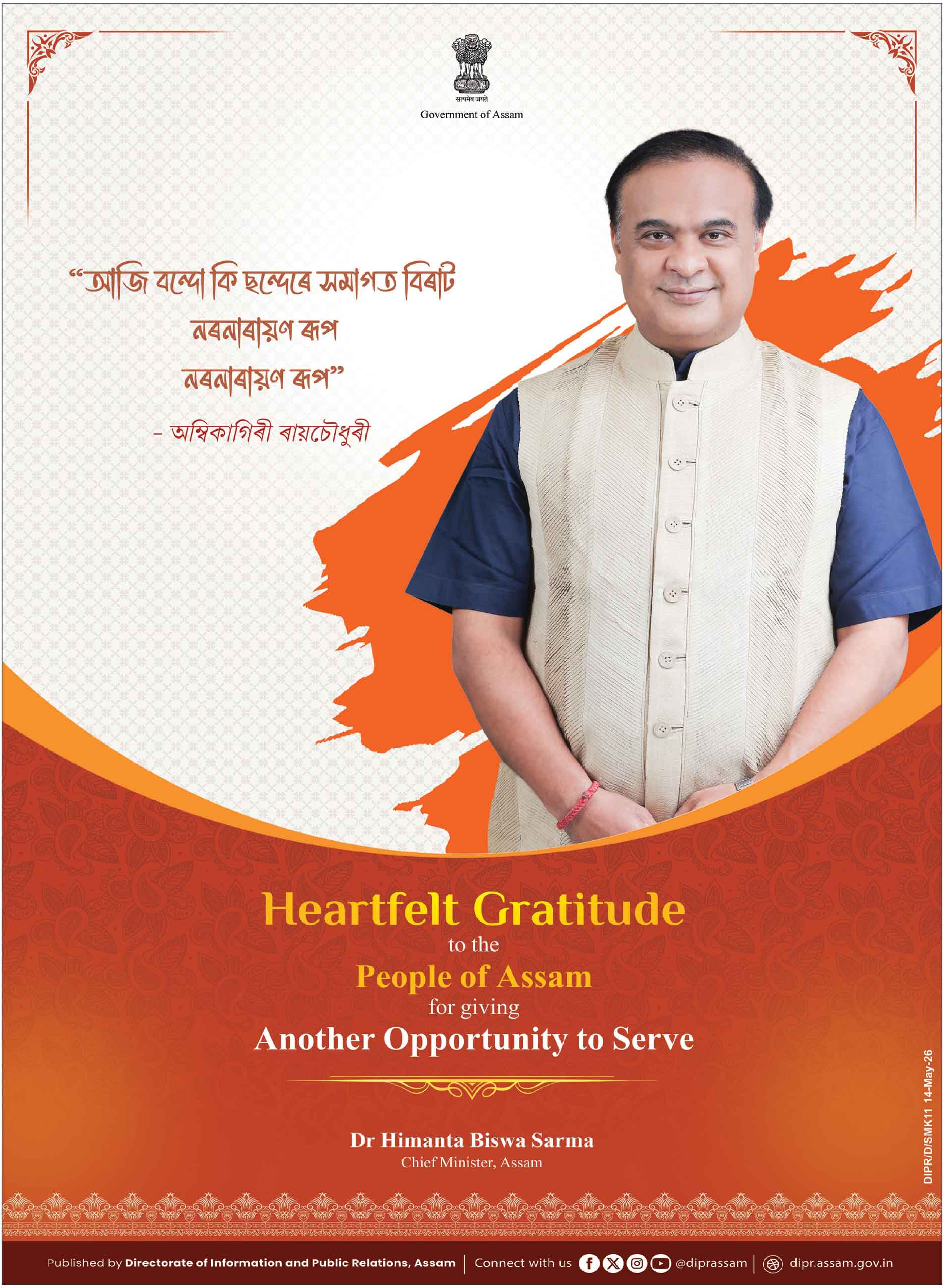

সাময়িক প্রসঙ্গ
শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপনের সেরা মাধ্যম
যোগাযোগ করুন: ২৪৬৪২২, ২৩০০০৬

ARYAN
SR. SECONDARY SCHOOL
REGISTERED UNDER ASSEB (AHSEC)
Recognition no: AHSEC/RPR/CAC/C/220/746
N.S. AVENUE, RANGIRKHARI, NEAR PETROL PUMP, SILCHAR-5
Call: 60020 38141, 70864 32724, 94351 73715
ADMISSION OPEN FOR
HIGHER SECONDARY 1ST YEAR (XI)
SCIENCE I ARTS I COMMERCE
The attributes of our MISSION
- Individual care to every single student.
- CUET and other competitive exams guidance for Arts & Commerce students.
- Periodical evaluation with solution of problems.
- NEET & JEE(main) coaching for Science stream students.

PROSPECTUS & ADMISSION FORMS CAN BE COLLECTED DURING THE OFFICE HOURS (10:00am To 4:00pm)

Affidavit

I, **Kishor Kumar Das**, S/o- Late Krishna Kanta Das, resident of Vill. & P.O.- Jaiforpur, P.S.- Silchar, Dist.- Cachar, Assam, Pin- 788005, do hereby solemnly declare that my actual and correct name is "KISHOR KUMAR DAS" which has been recorded in all of my academic certificates but in advertently in my Birth Certificate, PAN Card and Aadhaar Card my name (spelling of my name) has been written as "KISHAR KUMAR DAS" instead of "KISHOR KUMAR DAS" and for future correction of my name in my Birth Certificate, PAN Card and Aadhaar Card, I made an affidavit before the Magistrate, Silchar on this the 12th day of May, 2026 vide Certificate No. IN-AS34112579520236Y for declaration that "KISHOR KUMAR DAS" and "KISHAR KUMAR DAS" is the name of one and same person i.e. myself with legal identity.

Kishor Kumar Das, Deponent

Affidavit

I, SAMSUL HOQUE LASKAR, S/O- LT. TAHIR ALI LASKAR, resident of Vill.- Dakshin Mohanpur Pt.- VI, P.O.- Dakshin Mohanpur, P.S.-Sonai, Dist. Cachar, Assam, Pin-788119, do hereby solemnly declare that my correct name is "Samsul Hoque Laskar" which has been recorded in my Aadhaar Card vide No. 6879 5697 0394, my wife's correct name is "Samurun Nessa Laskar" which has been recorded in her Aadhaar Card vide No. 836 7895 6744 and my son's actual and correct name is "Dil Muhammad Laskar" which has been recorded in his Aadhaar Card vide No. 2449 5514 9616 but inadvertently in the Birth Certificate of my son (namely Dil Muhammad Laskar) vide Regn. No.168 dtd. 01-09-2003 issued by the Registrar, Births & Death, Nutan Ramnagar SD, Sonai, Cachar, in the column of father's name my name has been wrongly written as " Samsul Haque" instead of "Samsul Hoque Laskar", mother's name has been wrongly wtitten as "Samurun Nessa" instead of "Samurun Nessa Laskar" and in the said Birth Certificate my son's name has been wrongly written as "Dil Muhammed" instead of "Dil Muhammad Laskar" and for future correction of my name, my wife's name and my son's name in the Birth Certificate of my son, I made an affidavit before the Magistrate, at Silchar on this the 8th day of May, 2026 vide Certificate No.IN-AS33756401329438Y to declared that " SAMSUL HOQUE LASKAR" and " SAMSUL HAQUE" is the name of one and same person i.e. myself, "SAMURUN NESSA LASKAR" and "SAMURUN NESSA" is the name of one and same person i.e. my wife and "DIL MUHAMMAD LASKAR and "DIL MUHAMMED" is the name of one and same person i.e. my son.

SAMSUL HOQUE LASKAR, Deponent

Affidavit

I, SAMSUL HOQUE LASKAR, S/O- LT. TAHIR ALI LASKAR, resident of Vill.- Dakshin Mohanpur Pt.- VI, P.O.- Dakshin Mohanpur, P.S.- Sonai, Dist.- Cachar, Assam, Pin-788119, do hereby solemnly declare that my correct name is "Samsul Hoque Laskar" which has been recorded in my Aadhaar Card vide No. 6879 5697 0394, my wife's correct name is "Samurun Nessa Laskar" which has been recorded in her Aadhaar Card vide No. 8361 7895 6744 and my daughter's actual and correct name is " Ranu Begum Laskar" which has been correctly recorded in her Aadhaar Card vide No. 8176 7081 1708 but inadvertently in the Birth Certificate of my daughter (namely Ranu Begum Laskar) vide Regn. No. 391 dtd.15-05-2000 issued by the Registrar, Births & Death, Sonai PHC, Cachar, in the column of father's name my name has been wrongly written as "Somsul Haque" instead of "Samsul Hoque Laskar", in the mother's column mother's name was not mentioned and in the said Birth Certificate my daughter's name has been wrongly written as "Runu Begum" instead of "Ranu Begum Laskar" and for future correction of my name, my wife's name and my daughter's name in the Birth Certificate of my daughter I made an affidavit before the Magistrate, at Silchar on this the 8th day of May, 2026 vide Certificate No. IN-AS33756190296134Y and also to declared that "SAMSUL HOQUE LASKAR" and "SOMSUL HAQUE" is the name of one and same person i.e. myself, "SAMURUN NESSA LASKAR" is the name of my wife and "RANU BEGUM LASKAR" and "RUNU BEGUM" is the name of one and same person i.e. my daughter.

SAMSUL HOQUE LASKAR, Deponent

পথ প্রশস্ত করার সাথে উন্নতকরণ কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এলএমজি/ইএনজিজি/৩০ অফ ২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেণ্ডার আহ্বান করছেঃ **কাজের নামঃ** জেষ্ঠ ডিইএন/IV/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনে লামডিঙের মিস্ত্রী পট্টি, ডিটিএস হিল, লোয়ার বাবু পট্টি, একাউন্টস কলোনি, মেডিক্যাল কলোনী, চতুর্দিকের এলাকার সাথে নর্দমার পথ উন্নতকরণ এবং পথ প্রশস্ত করার কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,৯৪,৩২,০৫২.৮৫/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,৮৮,৭০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৪-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ** ০৫-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র আগামী ০৪-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেণ্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এলএমজি/ইএনজিজি/২৮ অব ২০২৬; তারিখঃ ০৭-০৫-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক্র. নং. ১। **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এসএসই/ডব্লিউ/সাউথ/লামডিং-এর অধীক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন কলোনিতে গার্লস উইংস লোকো কলোনি থেকে আরইউবি রিলিফ ইয়ার্ড কলোনি পর্যন্ত সংযোগকারী সড়কসমূহের মেরামত কাজ এবং বিভিন্ন কলোনিতে সড়কের পাশের শক্তিশালীকরণ **টেণ্ডার মূল্যঃ** ১,৬২,৯৭,১১২.৮৪ টাকা; **বায়নার ধনঃ** ৩,২৬,০০০.০০ টাকা। ই-টেণ্ডার ০৪-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে ও খুলবে** ০৫-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৪-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/ওয়ার্কস, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

সাময়িক প্রসঙ্গে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সূত্র ধরে বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করার আগে পাঠকদের যথাযথ খোঁজখবর নিতে বলা হচ্ছে। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোনও দাবি বা বক্তব্য সম্পর্কে সামযিক প্রসঙ্গ কোনও ধরনের দায়িত্ব বা নিশ্চয়তা বহন করে না।

কর্মাধ্যক্ষ— সাময়িক প্রসঙ্গ

করিমগঞ্জ সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা লাটে

শীঘ্র অবস্থার পরিবর্তন না হলে পরিণতি হবে ভয়ঙ্কর : হুমকি বিধায়ক জাকারিয়ার

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ১৩ মে : রোগীর প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র থেকে বিকল হয়ে থাকা লিফ্ট, পানীয় জলের সংকট থেকে বিভিন্ন ওয়ার্ডের চরম দুরবস্থা সরেজমিনে দেখে করিমগঞ্জ সরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ (পাপ্পা)। বুধবার সরকারি হাসপাতালে পরিদর্শনে গিয়ে রোগীর কাছ থেকে বিস্তর অভিযোগ লাভ করেন বিধায়ক। পরবর্তীতে যুগ্ম স্বাস্থ্য সঞ্চালক ও হাসপাতাল সুপারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্পষ্ট জানান, অবস্থার পরিবর্তন না হলে পরিণতি হবে ভয়ঙ্কর।

বিধায়ক হিসেবে শপথ গ্রহণের আগেই ভোটারের সমস্যা সমাধানে একের পর এক পদক্ষেপ করছেন উত্তর করিমগঞ্জের কংগ্রেস বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ। ইতোমধ্যে জেলা সদরের পূর্ত ও জাতীয় সড়ক সংস্কারের দাবি নিয়ে

ভারপ্রাপ্ত যুগ্ম স্বাস্থ্য সঞ্চালক ও হাসপাতাল সুপারের কাছে অভিযোগ তুলে ধরছেন বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ।

এনএইচআইডিসিএল এবং পূর্ত বিভাগের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে যেমন সাক্ষাৎ করেছেন তেমনি জেলার একমাত্র সরকারি হাসপাতালকে সাজিয়ে তুলতে দিসপুরে স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখতে বুধবার করিমগঞ্জ সরকারি হাসপাতাল পরিদর্শনে যান বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ(পাপ্পা)। হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড, আইসিইউ, পানীয়জল থেকে শৌচালয়, খাবারের ব্যবস্থা থেকে রোগীর বিছানা সবকিছু খতিয়ে দেখে রীতিমতো ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিধায়ক। হাসপাতালের চিকিৎসক রোগীদের যে ওষুধ লিখে দিচ্ছেন তা হাসপাতালের ফার্মাসিতে নেই। ওষুধ পার্শ্ববর্তী ফার্মাসি থেকে টাকা দিয়ে ক্রয় করতে হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে বিকল হয়ে থাকা লিফ্ট সংস্কার করা হচ্ছে না। মূলত অতি নিম্নমানের কাজ করে একটি কোম্পানি লিফ্টের সিংহভাগ টাকা আত্মসাত করেছে। তাছাড়া বিশেষভাবে সক্ষম রোগী কিংবা দুর্ঘটনায় আহত রোগীর জন্য হুইল চেয়ার নেই। পানীয় জলের মেশিনটিও বিকল হয়ে পড়ে আছে। অথচ খোঁজ নিয়ে দেখা যায় হুইল চেয়ার ঠিকই রয়েছে তেমনই পানীয় জলের বেশ কটি মেশিনে ক্রয় করে রাখা হয়েছে। যদিও মেশিনগুলো কবে ক্রয় করা হয়েছে এবং সেজন্য কত টাকা ব্যয় হয়েছে তার কোনও নথি কর্তৃপক্ষের কাছে নেই। হাসপাতালের ত্রিতলে একটি অংশ ফাটল ধরা রয়েছে। যে কোনও মুহূর্তে বড় দুর্ঘটনা হতে পারে কিন্তু তাতে কোনও মাথাব্যথা নেই হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তাদের। এমনকী সিলিং ফ্যান নষ্ট থাকায় রোগীকে বাড়ি থেকে টেবিল ফ্যান নিয়ে আসতে হচ্ছে। অথচ প্রতিমাসে লক্ষ লক্ষ টাকার বিল বানানো হচ্ছে। করিমগঞ্জ সরকারি হাসপাতালের পরিষেবাকে উন্নত করার পরিবর্তে দায়িত্বে থাকা কর্তারা এই হাসপাতালকে ভিন্ন অর্থে নিজেদের আয়ের উৎস বানিয়ে সরকারি অর্থ নয়ছয় করছেন, তা স্পষ্ট ফুটে ওঠে বিধায়কের কাছে।

জেলা কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ, শহর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি অনুরাগ দত্ত, তন্ময় মজুমদার, আব্দুল হালিম তাপাদার-সহ অন্যদের নিয়ে ভারপ্রাপ্ত যুগ্ম স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডাঃ বি কে সরকার ও হাসপাতাল সুপার ডাঃ শুভাংশু ভট্টাচার্যের মুখোমুখি হয়ে সবকিছু তুলে ধরেন বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ। বলেন, এসব কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। বিষয়গুলো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হবে এবং সরকারি অর্থের অপচয় কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। অবস্থার শীঘ্রই পরিবর্তন না হলে পরিণতি হবে ভয়ঙ্কর বলে হুমকি দেন উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক জাকারিয়া আহমদ।

ডবকায় সন্দেহভাজন হেরোইন-সহ পাচারকারী আটক

সাময়িক প্রসঙ্গ, ডবকা, ১৩ মে : হোজাই জেলার ডবকায় পুনরায় মাদকবিরোধী অভিযানে সাফল্য পেয়েছে পুলিশ ও সচেতন স্থানীয় জনগণ। ডবকার এসবিআই সংলগ্ন এলাকায় ২৯টি মাদকভর্তি ভায়াল-সহ ফয়জুল হক নামের এক সন্দেহভাজন মাদক পাচারকারীকে আটক করার ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আটক ফয়জুল হক (৩৭) ডবকা টাউন ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এবং প্রয়াত আলি আহমদের পুত্র। তার কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া ২৯টি ভায়ালে প্রায় ৩৬ গ্রাম ওজনের সন্দেহভাজন হেরোইন পাওয়া গেছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ অনুযায়ী, মিকিরআটি বাইপাস এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করার সময় প্রথমে ফয়জুল হককে আটক

করে স্থানীয় জনতা। পরে তাকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ডবকা থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে।

এদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে ডবকা থানায় এনডিপিএস আইনের ২১(বি) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। পরে অভিযুক্তকে শংকরদেব নগর আদালতে হাজির করা হলে আদালতের নির্দেশে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়।

উল্লেখ্য, এক সপ্তাহ আগেও ফয়জুল হককে মাদক-সহ আটক করা হয়েছিল। এরপরও এলাকায় পুনরায় মাদক পাচার অব্যাহত থাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। ডবকা অঞ্চলে দিন দিন বেড়ে চলা মাদক পাচার এবং যুবসমাজের মধ্যে মাদকাসক্তির ঘটনাকে ঘিরে সচেতন মহল গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। স্থানীয়রা মাদকচক্রের বিরুদ্ধে পুলিশ ও সরকারের আরও কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন।

শিলচরে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় শিক্ষকের মৃত্যু

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৩ মে : পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটল শ্রীভূমি মহর্ষি বিদ্যামন্দিরের শিক্ষক বীরেশ্বর ভট্টাচার্য (৫২)-র। বুধবার সকালে শিলচর রামনগর আইএসবিটি-র কাছে ঘটে এই দুর্ঘটনা। হত বীরেশ্বরবাবু ছিলেন শিলচর পাবলিক স্কুল রোডের বাসিন্দা।

জানা গেছে, স্কুলে যাওয়ার জন্য শ্রীভূমির বাস ধরতে সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বীরেশ্বরবাবু অটোতে চড়ে রামনগরে যান। রামনগরে পৌঁছে অটো থেকে নেমে একটু এগোতেই একটি লরি এসে তাঁকে ধাক্কা মারে। এতে তিনি পড়ে গেলে লরির চাকা তাঁর উপর দিয়ে চলে যায়। লরির চাকায় তার মাথা-সহ শরীরের উপরিভাগ থেঁতলে যায়।

ঘটনার পর ঘাতক লরিটি সেখানে না থেমে দ্রুত সরে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে ছুটে যায়। তবে মাথা এবং মুখমণ্ডল থেতলে যাওয়ার দরুন কেউই বীরেশ্বরবাবুকে সনাক্ত করতে পারেননি। আর লরির চাপায় তার মোবাইলও চ্যাপ্টা হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থায় মোবাইল থেকে সিম বের করে অন্য একটি মোবাইলে লাগানো হয়। পরিচিত কেউ ফোন করলে পরিচয় জানা যাবে, এই উদ্দেশ্যে পুলিশ অন্য মোবাইলে লাগিয়েছিল সিম। কিছুক্ষণ পর কোনও কারণবশত মোবাইলে ফোন করেন বীরেশ্বরবাবুর পত্নী। তখন জানা যায় তার পরিচয়।

বীরেশ্বরবাবু সম্পর্কে জানা গেছে, তিনি আগে কাজ করতেন শিলচর মহর্ষি বিদ্যামন্দিরে। কিছুদিন আগে তাঁকে পাঠানো হয় শ্রীভূমির স্কুলে। তাঁর পরিবারে রয়েছেন পত্নী সহ এক কন্যা। এদিনই শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃতদেহের ময়না তদন্তের পর পরিবারের হাতে সামঝে দেওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ঘাতক লরির খোঁজ চলছে।

নগাঁওর ভরাগুড়িতে বন্য হাতির তাণ্ডব, বোরোধানের ব্যাপক ক্ষতি

সাময়িক প্রসঙ্গ, নগাঁও, ১৩ মে : নগাঁও জেলার সামাগুড়ি এলাকার ভরাগুড়ি গ্রামে ফের বন্যহস্তীর উপদ্রবে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে বোরোধান চাষের ব্যস্ত সময়ে বন্যহস্তীর দল এবং বন্য মহিষের উপদ্রবে বিস্তীর্ণ কৃষিজমি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কৃষকদের মধ্যে গভীর উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কৃষকরা যখন বোরোধান কাটার কাজে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় চারটি বন্যহস্তী হঠাৎ কৃষিক্ষেত্রে ঢুকে পড়ে ব্যাপক তাণ্ডব চালায়। এতে বহু বিঘা জমির ধান নষ্ট হয়ে যায়। একইসঙ্গে বন্য মহিষের উপদ্রবও গ্রামবাসীকে আতঙ্কিত করে তুলেছে।

উল্লেখ্য, ভরাগুড়ি গ্রামের মানুষ প্রায় সারা বছরই বন্যহাতির উপদ্রব সহ্য করে আসছেন। আগে গ্রামের কৃষকরা মূলত শাইল ধানের চাষ করতেন। কিন্তু কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে বারবার বন্যহাতির আক্রমণে শাইল ধানের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় অনেকেই সেই চাষ প্রায় বন্ধ করে দেন। পরে বিকল্প হিসেবে বোরোধানের চাষ শুরু করা হয়। গত দুই বছর বোরোধানের ভালো ফলন হলেও চলতি বছরে ফের বন্যহাতির তাণ্ডবে কৃষকরা বিপাকে পড়েছেন।

বিশেষ করে আর্থিকভাবে দুর্বল কৃষকদের ওপর এই ক্ষতির প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে। ফসল নষ্ট হওয়ায় বহু পরিবারের জীবিকা সংকটের মুখে পড়েছে। অন্যদিকে, বন্যহাতির আতঙ্কে গ্রামের বহু মানুষ রাত জেগে পাহারা দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ, বন্যহাতির দলকে নিয়ন্ত্রণ বা এলাকা থেকে সরিয়ে দিতে বন দফতর এখনও পর্যন্ত কার্যকর কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন গ্রামবাসী।

সোনাই নদীর জলে বিষ ঢেলে মাছ শিকার প্রশাসনের কাছে ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি

বিক্রমবিজয় দাশ

আমড়াঘাট, ১৩ মে : পার্শ্ববর্তী রাজ্য মিজোরামে সোনাই নদীর উপর নর্থ-ইস্ট ইলেক্ট্রিক্যাল পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড, নিপকো কোম্পানি কর্তৃক তুরিয়াল জল বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের পর থেকে রাজ্যের কাছাড় জেলার সোনাই নদীর জলস্তর অনেকটা নিচে নেমে গেছে। আর এর ফলে বর্তমান বৃষ্টির মরসুমে সোনাই নদীর জলস্তর অস্বাভাবিকভাবে কমেছে। এদিকে, সোনাই নদীর জলস্তর কমে যাওয়ার সুযোগে কতিপয় দুষ্কৃতকারী নদীর জলে বিষ ঢেলে মাছ শিকার করেছে বলে অভিযোগ সামনে এসেছে। আর নদীর জলে বিষ ঢেলে এভাবে মাছ শিকারের ঘটনায় ধলাই সমজেলায় থাকা সোনাই নদীর অববাহিকা অঞ্চলের রামমানিকপুর, মণিয়ারখাল, আমড়াঘাট, দর্মিখাল, পালংঘাট প্রভৃতি এলাকার জনসাধারণ উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারা অভিযোগ করে বলেন, সোনাই নদীর জল এলাকাবাসীর পানীয় জলের একমাত্র উৎস। এই নদীর জলকে কেন্দ্র করে এলাকায় শতাধিক পানীয় জল প্রকল্প রয়েছে।

আর এই পানীয় জল প্রকল্পের জল কয়েক হাজার মানুষের জীবনধারণের একমাত্র সম্বল। তাই দুষ্কৃতকারী এভাবে নদীর জলে বিষ ঢেলে অবৈধভাবে মাছ শিকারের ফলে এলাকার জনসাধারণের স্বাস্থ্যে ব্যাপক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা করেন তারা। এছাড়া জলে বিষ ফেলার কারণে মাছের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জলজ প্রাণীর মৃত্যু হচ্ছে। এতে পরিবেশে ব্যাপক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। তাদের আরও অভিযোগ, দু'তিন মাস থেকে সোনাই নদীর জলস্তর অস্বাভাবিকভাবে কমে গেছে। নদীতে জল নেই বললে চলে। আর তার উপর বারবার দুষ্কৃতকারীরা নদীর জলে বিষ ঢেলে অবৈধভাবে মাছ শিকারে লিপ্ত রয়েছে। এভাবে বুধবার দেখা যায় নদীতে সকাল থেকে জাল নিয়ে মাছ ধরছে জেলেরা। তাই বিষয়টি নিয়ে ধলাই সমজেলা প্রশাসনের কাছে আর্জি জানিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান এলাকাবাসী।

হাইলাকান্দি সিভিল হাসপাতালে অজ্ঞাতপরিচয় লাশ

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৩ মে : অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে রয়েছে হাইলাকান্দি এস কে রায় অসামরিক হাসপাতালের মর্গে। মৃত ব্যক্তির কোনও দাবিদার পাওয়া না গেলে আইন অনুসারে শেষক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। এ খবর জানিয়ে হাইলাকান্দি এসকে রায় অসামরিক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক এএসআই চন্দ্রমণি সিন্হা জানান, গত ১১ মে হাইলাকান্দি শহরের উপকণ্ঠ বাঁশডহর প্রথম খণ্ড গ্রাম থেকে স্থানীয় জনগণ মুমূর্ষু অবস্থায় এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাইলাকান্দি এসকে রায় হাসপাতালে পাঠান। হাসপাতলে ওই ব্যক্তিকে ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু করা হলেও পরদিন অর্থাৎ ১২ মে সকাল সাড়ে পাঁচটায় তার মৃত্যু ঘটে। এরপর অনেক খোঁজখবর নিয়ে মৃত ব্যক্তির কোনও সন্ধান বের করতে না পেরে পুলিশ ময়নাতদন্ত করে মৃতদেহটি হাসপাতালের মর্গে রাখে।

গ্রামবাসীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ

এমএইচ বাহার উদ্দিন

বদরপুরঘাট ১৩ মে : বদরপুর শহর সংলগ্ন খাদিমান গ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ রাস্তার বেহাল অবস্থাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী এবং সচেতন মহল। বুধবার গ্রামের একাংশ স্থানীয় বাসিন্দা ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইট মাটি ফেলে রাস্তা মেরামত করে চলাচলের উপযোগী করে তোলার চেষ্টা করেন। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে রাস্তা সামান্য বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে থাকে। জল নিষ্কাশনের দুরবস্থার কারণে কাঁদা আর জমা জলে বেশির ভাগ সময় গ্রামের জনগণের চলাচলের রাস্তাটি কৃত্রিম বন্যায় প্লাবিত হয়ে থাকে, যা বয়স্ক লোক, ছাত্রছাত্রী ও স্থানীয় জনগণের জন্য মারাত্মক ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয়দের ভাষ্যমতে বর্ষা মৌসুম শুরু হতেই সানরাইজ রাস্তায় সংযুক্ত হওয়া খাদিমান গ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণের চলাচলের পুর্বের বৃন্দাশিল বর্তমান চাপরা জিপির ৩ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত সংযোগী রাস্তার নুমান মাওলানার বাড়ি থেকে সুরমান আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার পাশে থাকা জল নিষ্কাশনের ড্রেনের দুরবস্থার জন্য জল জমে রাস্তার উপর দিয়ে অতিবাহিত হতে থাকে। ফলে পুরো মৌসুম ড্রেনের ও বৃষ্টির জমা জলে কৃত্রিম বন্যায় প্লাবিত হয়ে থাকে জনগণের একমাত্র চলাচল রাস্তাটি। এলাকার জনগণের চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ। ফলে প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে চলাচলকারী শতশত মানুষ বিশেষ করে বয়স্ক মানুষ, ছাত্রছাত্রী, মহিলা ও শিশু চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন।

স্থানীয় জনগণ বুধবার ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন অতিষ্ঠ হয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে চাঁদা তুলে ইট মাটি ইত্যাদি এনে বুধবার নিজেরাই শ্রম দিয়ে রাস্তা মেরামতের কাজ আরম্ভ করেন। যাতে রাস্তা মোটামুটি চলাচলের উপযোগী হয়ে উঠে। বর্ষার মৌসুমে চলাচলের উপযোগী করে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

চার্চরোড মহিলা সমিতির উদ্যোগে ১৬৫তম রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপন

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৩ : শিলচর চার্চ রোড মহিলা সমিতি আয়োজিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মজয়ন্তী পালিত হয় গত রবিবার অম্বিকাপট্টির ঠিকানা অ্যাপার্টমেন্টে। রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রথমে সমিতির সভানেত্রী পুষ্পিতা দেবলস্করের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর সমিতির সদস্যদের সমবেত কণ্ঠে উদ্বোধনী সঙ্গীত 'হে নুতন দেখা দিক আরবার' গানটির মাধ্যমে সঙ্গীত, নৃত্য, কবিতার মাধ্যমে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি শুরু হয়। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিল আবৃত্তিতে শিশুশিল্পী অবন্তিকা দে, নয়নিকা দে ও সঙ্গীতে প্রণয় রায়। নৃত্য পরিবেশন করে শিশুশিল্পী নয়নিকা দে , গুনগুন রুদ্রগুপ্ত ও টিনটিন। তারপর একে একে আবৃত্তি পরিবেশন করেন রবিশঙ্কর ভট্টাচার্য, যশোদাজীবন দাস, দেবলীনা চক্রবর্তী, দেবশ্রী দেবরায়, ঝরণা পাল।

তাছাড়াও সঙ্গীত পরিবেশন করেন, পুষ্পিতা দেবলস্কর, মিত্রা দাস, তাপসী দত্ত, সৃজিতা দাস, শ্রেয়সী ভট্টাচার্য, ঝুমা পুরকায়স্থ এবং সৌম্যদীপ্তা পুরকায়স্থ। শিল্পীদের তবলায় সহযোগিতা করেন বিশ্বজিৎ দেব এবং শব্দ ও আলোয় ছিলেন সৌগত পাল। 'রবিঠাকুরের শিক্ষা' প্রসঙ্গে সুন্দর একটি বক্তব্য রাখেন আলপনা রায়চৌধুরী। সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্পাদিকা মিত্রা দাস, সমস্ত অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন দেবশ্রী দেবরায়। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং সমবেত সঙ্গীতে ছিলেন সুচরিতা দত্তরায়, শ্যামলি চ্যাটার্জি, মল্লিকা চৌধুরী, শম্পা চক্রবর্তী।

গর্গ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেফতারের প্রতিবাদে সরব বাংলা পক্ষ

কলকাতা, ১৩ মে : বাংলা পক্ষের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক গর্গ চট্টোপাধ্যায়-র গ্রেফতারিকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে সংগঠন বাংলা পক্ষ। এক বিবৃতিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভারতের সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার এবং ইভিএম সংক্রান্ত প্রশ্ন তোলা কোনও অপরাধ হতে পারে না। বাংলা পক্ষের দাবি, অতীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ইভিএম-এর অসঙ্গতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনেও বহু রাজনৈতিক দল, সাধারণ মানুষ এবং সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীরা ইভিএম নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সেই প্রেক্ষাপটে গত ১ মে অধ্যাপক গর্গ চট্টোপাধ্যায়ের একটি ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে নির্বাচন কমিশনের এফআইআর দায়ের এবং পরবর্তীতে গ্রেফতারিকে রাজনৈতিক ও বাকস্বাধীনতার উপর আঘাত বলে উল্লেখ করেছে সংগঠনটি। বিবৃতিতে আরও অভিযোগ করা হয়, গ্রেফতারের পর একাংশ সংবাদমাধ্যম গর্গ চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রহননের চেষ্টা করেছে। বাংলা পক্ষ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন চালানোর অভিযোগ তুলে গর্গ চট্টোপাধ্যায়ের শীঘ্র মুক্তির দাবি জানিয়েছে।

দিনপঞ্জিকা

বৃহস্পতিবার, ৩০ বৈশাখ, ইং ১৪ মে, মুং ২৬ জিলকদ (ভাং তাং ২৪ বৈশাখ)। অ ৩০ বহাগ, ফসলী ১৩ জ্যৈষ্ঠ (জেঠ), সংবৎ ১২ জ্যৈষ্ঠ বদি। ৫।০।২৫ গতে সূর্যোদয়, ৬।৫।১৩ গতে সূর্যাস্ত। দ্বাদশী তিথি।

ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা মতে।

রাশিফল

মেষ : আন্তরিক চেষ্টায় কাজে সাফল্য লাভ। উপস্থিত বৃদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি।

বৃষ : স্থলপথে দীর্ঘ পথপরিক্রমা ও তীর্থভ্রমণ। গুরুজনের প্রসন্নতা ও আনুকুল্য লাভ। বহু ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় হ্রাস।

মিথুন : কর্মে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সফল হতে পারে। বাক্যে সংযম পৈতৃক সম্পত্তি অর্জন এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি।

কর্কট : বিদেশযাত্রার যোগ। আইনী সমস্যার সমাধান। ব্যবসায়িক সাফল্য। সম্মান বৃদ্ধি ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ।

সিংহ : উদ্যান রচনায় কৃতিত্ব। সন্তানের কৃতিত্ব। সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা। সস্ত্রীক দূরভ্রমণ সুখকর।

কন্যা : সময়োচিত সাহস ও উপস্থিত বৃদ্ধির দ্বারা কার্যসিদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা, দায়িত্ব ও উপার্জন বৃদ্ধি।

তুলা : স্বজনবিরোধ বিষয়ে সাবধান। অপ্রিয় সত্য না বলা ভালো। কোনও কাজে সম্মান লাভ। অপ্রিয় সত্য না বলা ভালো।

বৃশ্চিক : কোনও বন্ধু বা আত্মীয় বিষয়ে সংশয়। ধর্মাচরণের পরিবেশ শুভপ্রদ। বন্ধুবিচ্ছেদ ও স্বজনবিরোধ বিষয়ে সাবধান।

ধনু : আইনগঠিত সমস্যার সমাধান। সস্ত্রীক দূরভ্রমণ সুখকর। বিদ্বান ও সমাজসেবী ব্যক্তির সম্মান লাভ। উদ্যান রচনায় কৃতিত্ব।

মকর : ধর্মাচরণের পরিবেশ শুভপ্রদ। নতুন যানবাহন ক্রয়। সঞ্চয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা। সন্তানের কৃতিত্ব। স্বাস্থ্য ও কর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ।

কুম্ভ : নতুন যানবাহন ক্রয়। নতুন কর্মচেষ্টা সফল হতে পারে। সম্পত্তির সংস্কার ও নবনির্মাণ।

মীন : শত্রুর বলাবল নির্ণয় করে কর্তব্য স্থির করুন। পরোপকারের চেষ্টা সফল হতে পারে। বহু ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় হ্রাস।

সিবিএসই-র দ্বাদশ শ্রেণিতে ৯৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হৃদিশা, হতে চায় আইএএস

সাময়িকপ্রসঙ্গ, হাইলাকান্দি, ১৩ মে : বুধবার প্রকাশিত হওয়া সিবিএসই-র দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় চমকপ্রদ ফলাফল করেছে হাইলাকান্দির মূল বাসিন্দা তথা লালা রুরাল কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ ড. হিমব্রত চক্রবর্তীর কন্যা হৃদিশা চক্রবর্তী। মোট পাঁচটি বিষয়েই লেটার সহ ৯৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে শিলচর ডনবস্কো স্কুল থেকে উত্তীর্ণ হয় এই ছাত্রী।

হৃদিশা মোট ৫০০ নম্বরের মধ্যে ৪৯০ নম্বর পেতে সক্ষম হয়। যা এক রেকর্ড। তার প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে ইতিহাস বিষয়ে ১০০ নম্বরের মধ্যে ১০০ নম্বর সহ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৯৭, ইংরেজিতে ৯৮, ফিসিক্যাল

এডুকেশনে ৯৬ এবং মাস মিডিয়াতে ৯৯ নম্বর পেতে সক্ষম হওয়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষ সহ পরিবারবর্গও ভীষণ খুশি।

প্রসঙ্গত, হাইলাকান্দি শহরের রায়সাহেব বাড়ির সদস্য প্রয়াত হরিসাধন চক্রবর্তীর নাতনি হৃদিশা ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় ভীষণ মনোযোগী। তাই এই ফলাফলের পেছনে হৃদিশার পরিশ্রম এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের আন্তরিক পাঠদানকে ও যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেন তার পিতা হাইলাকান্দির বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হিমব্রত চক্রবর্তী। তাছাড়া ডনবস্কো স্কুলেরই প্রাক্তন শিক্ষিকা জয়শ্রী চক্রবর্তীও কন্যার সাফল্যে সন্তুষ্ট।

এর আগে শিলচর ডনবস্কো স্কুল থেকেই দশম শ্রেণিতে ও ৯৬ শতাংশ নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিল হৃদিশা।

শুধু পড়াশোনায় নয়, পাশাপাশি সঙ্গীত এবং নৃত্যেও বিশেষ পারদর্শী হৃদিশা চক্রবর্তী। তার পিতা জানান, সে ইতোমধ্যে রবীন্দ্র, নজরুল এবং শাস্ত্রীয়সঙ্গীতে ও বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ থেকে বিশারদ পাস করেছে। পাশাপাশি রবীন্দ্রনৃত্যেও বিশারদ করেছে এবং বর্তমানে প্রখ্যাত ওডিশি নৃত্যশিল্পী কলকাতার ডোনা গাঙ্গুলির সান্নিধ্যে ওডিশি নৃত্যের তালিম নিচ্ছে। এদিকে, ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষা এবং ইউপিএসসি পাস করে ভারতীয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের মাধ্যমে দেশ সেবা করতে চায়। এই সাফল্যে পরিচিত মহল থেকে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন
জন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা বার্তা, নাম/পদবী পরিবর্তন, হারানো বিজ্ঞপ্তি, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, স্মরণে বা স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন দিতে সরাসরি যোগাযোগ করুন—
৯৯৫৭২৬৪০২৭, ৬০০১৭৮৫২৯৬

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক
সাময়িক প্রসঙ্গ
শিলচর ও গুয়াহাটি থেকে একযোগে প্রকাশিত

সমগ্র বরাক উপত্যকার সর্ববৃহৎ একমাত্র বিশ্বস্ত "গ্রহরত্ন" প্রতিষ্ঠান
রত্নলোক
GEMS & DIAMOND
JEWELLERY
Contact Us : +91 91015 76757
প্রতিটি গ্রহরত্ন কেনাকাটায় থাকছে SPECIAL DISCOUNT
শোভনা সুপার মার্কেট, রাঙ্গিরখাড়ি, শিলচর-৫, কাছাড়, আসাম

বর্ষ ৪৯ ▫ সংখ্যা ২৮ | শিলচর ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪ মে ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ ▫ ৩০ বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ▫ ২৬ জিলকদ ১৪৪৭ হিজরি ▫ ১২ পাতা ▫ আট টাকা | www.samayikprasanga.in

প্রথম বৈঠকেই চমক হিমন্তের, বিধানসভায় আসছে বিল

মন্ত্রিসভায় পাস অভিন্ন দেওয়ানি বিধি

অরিন্দম রায়

নতুন মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকের পর সতীর্থদের নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বুধবার গুয়াহাটিতে।

গুয়াহাটি, ১৩ মে : মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতে প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধির খসড়ায় অনুমোদন জানিয়ে ছক্কা হাঁকালেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। একইসঙ্গে আগামী পাঁচ বছরে ২ লক্ষ যুবক-যুবতীকে চাকরি দিতে মুখ্য সচিবের অধীনে টাস্ক ফোর্স গঠন করেও মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, প্রতিশ্রুতি পালনে তাঁর সরকার কতটা বদ্ধপরিকর।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের ২৬ ঘণ্টার মাথায় বুধবার প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কইনাধরায়। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও চার মন্ত্রী অতুল বরা, রামেশ্বর তেলি, অজন্তা নেওগ, চরণ বড়ো সহ মুখ্যসচিব এবং অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকরা অংশগ্রহণ করেন। কয়েক ঘণ্টা ধরে চলা বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠক শেষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অধিবেশনের শেষের দিন ২৬ মে বিধানসভায় পেশ করা হবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল।

সাংবাদিকদের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এদিন মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধির খসড়ায় অনুমোদন জানানো হয়েছে। তবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির আওতায় থাকবে না উপজাতিরা। পার্বত্য ও সমতল এলাকায় বসবাসকারী উপজাতিদের অভিন্ন দেওয়ানি বিধির আওতা থেকে বাইরে রাখা হবে। শুধু তাই নয় অভিন্ন দেওয়ানি বিধির আওতায় থাকবে না ধর্মীয় রীতি-নীতি ও পরম্পরা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি অনুযায়ী পুজো প্রসঙ্গ করতে হবে নাকি? তাই ধর্মীয় রীতি-নীতি, পরম্পরাকে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির আওতা থেকে বাইরে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নামাজ কেমন করে পড়তে হবে বা পুজো কেমন করে করতে হবে, বা চকলং বিয়ে, শিখ সম্প্রদায়ের বিয়ে কেমন করে হবে, তা নিয়ে সরকারের বলার কিছুই নেই। এসব অভিন্ন দেওয়ানি বিধির আওতায় পড়বে না। মূলত

এরপর ছয়ের পাতায়

আগামী পাঁচ বছরে দু'লক্ষ যুবক-যুবতীকে চাকরি দিতে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে টাস্ক ফোর্স গঠন

কমল মোদির কনভয়ের বহর

জ্বালানি সাশ্রয়ে শাহ-রাজনাথও

প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে দেশজুড়ে সাড়া

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : পশ্চিম এশিয়ায় চলমান সংঘাতের জেরে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সরবরাহ ও মূল্য নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশবাসীর প্রতি জ্বালানি সাশ্রয়ের আহ্বান জানানোর পর কেন্দ্র ও রাজ্যের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং প্রশাসনিক মহলে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, বিধায়ক এবং সরকারি আধিকারিকরা নিজেদের আচরণে পরিবর্তন এনে জ্বালানি সংরক্ষণের লক্ষ্যে একাধিক বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানের পর অনেকেই সরকারি কনভয়ে ব্যবহৃত গাড়ির সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছেন। কেউ গণপরিবহন ব্যবহার করছেন, কেউ আবার বৈদ্যুতিক গাড়িতে যাতায়াত শুরু করেছেন। এর পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় বিদেশ সফর, সরকারি বিমানের ব্যবহার এবং জ্বালানি-নির্ভর আনুষ্ঠানিকতা কমানোর ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে।

বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং তাঁদের সরকারি বাসভবন থেকে স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক ছোট কনভয় নিয়ে

এরপর ছয়ের পাতায়

ছয় মাস মন্ত্রী, সরকারি কর্তাদের বিদেশ যেতে মানা, বার্তা হিমন্তের

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ১৩ মে : ইরানের সঙ্গে আমেরিকা-ইজরায়েলের যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত সংকটের মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পরামর্শ মেনে পথচলা শুরু মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকারের। বিদেশি মুদ্রা সংরক্ষণ এবং সরকারি ব্যয় হ্রাস করতেও বুধবার মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই নেওয়া হল কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ব্যয় হ্রাস করতেই আগামী ছয় মাস কোনও ধরনের নতুন গাড়ি কিনবে না সরকার। মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে মন্ত্রীরা আগামী ছয় মাস নতুন গাড়ি পাবেন না। বর্তমানের গাড়ি ব্যবহার করতে হবে তাঁদের। শুধু তাই নয়, আগামী ছয় মাস চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজন ছাড়া মন্ত্রীদের পাশাপাশি সরকারি আধিকারিক, কর্মচারীরাও ব্যক্তিগত খরচে বিদেশ ভ্রমণ করতে পারবেন না। সরকারি বা ব্যক্তিগত কাজেও বিদেশে যেতে পারবেন না তাঁরা। খুব প্রয়োজন হলে আগে থেকে মুখ্যমন্ত্রীর অনুমতি নিতে হবে। অন্যথায় নয়। এমনকী বিদেশে অনুষ্ঠিত কোনও ধরনের সেমিনারে যতদূর সম্ভব গুয়াহাটি থেকে ভিডিও কনফারেন্সে অংশগ্রহণের জন্যও আধিকারিকদের অনুরোধ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

পেট্রোল-ডিজেলের ব্যয় হ্রাস করতেও এদিনের বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, আগামী ছয় মাসের জন্য রাজ্যপাল থেকে শুরু করে মন্ত্রী-আধিকারিকদের কনভয় হ্রাস

এরপর ছয়ের পাতায়

বাতিল হবে ১৫ থেকে ২০ বছরের পুরনো গাড়ি

প্রোটেম স্পিকার চন্দ্রমোহন, ২১ মে থেকে শপথ

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ১৩ মে : বিজেপির প্রবীণ বিধায়ক চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি প্রোটেম স্পিকারের দায়িত্ব পাচ্ছেন। চলতি মাসের ২১-২২ এবং ২৫-২৬ রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন বসবে। এই অধিবেশনে নবনির্বাচিত বিধায়করা শপথ গ্রহণ করবেন, পাঠ করাবেন প্রোটেম স্পিকার পাটোয়ারি। ভাষণ দেবেন রাজ্যপাল লক্ষ্মণপ্রসাদ আচার্যও।

দলের প্রবীণ বিধায়ক চন্দ্রমোহন পাটোয়ারিকে প্রোটেম স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য রাজ্যপালকে অনুরোধ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে রাজ্যপালের কার্যালয়ের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। পোটেম স্পিকারই নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথ বাক্য পাঠ করাবেন। তারপর হবে অধ্যক্ষের নির্বাচন। ইতোমধ্যেই বিধানসভার অধ্যক্ষ হিসেবে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক রণজিৎকুমার দাসকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

জুনের প্রথম সপ্তাহে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ : মুখ্যমন্ত্রী

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ১৩ মে : মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ নিয়ে যাবতীয় জল্পনা-কল্পনায় ইতি টানলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বুধবার মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী ২৬ মে শেষ হবে বিধানসভার অধিবেশন। তার আগে দিল্লি যাওয়া সম্ভব নয়। ফলে জুনের প্রথম সপ্তাহে হবে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনের সঙ্গে আলোচনা করেই মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণে নবনির্বাচিত বিধায়কদের মধ্যে কার কার ভাগ্য উদয় হবে বা মন্ত্রিপদে কতজনকে দায়িত্ব দেবেন, তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এদিন কিছুই বলেননি।

মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ নিয়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিজেপিতে ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কখনই গুরুত্ব দেওয়া হয় না। মন্ত্রী হওয়ার আশায় কোনও বিধায়ক দৌড়-ঝাঁপ করছেন না। মন্ত্রিত্বের দাবিতে আজ পর্যন্ত কোনও বিধায়ক আমার সঙ্গে দেখা করেননি। বিজেপিতে এ ধরনের সংস্কৃতি নেই। আমজনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ, সুরক্ষা এবং উন্নয়নই সরকারের লক্ষ্য। জনগণকে দেওয়া একেকটি প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে বদ্ধপরিকর সরকার। তাই দলীয় ইস্তাহারকে সরকার গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং কাজও করবে। লোকসভার নির্বাচনের পরিবেশ আসা না পর্যন্ত জনগণের উন্নয়নে আগামী কয়েক বছর কাজ করবে সরকার। দলীয় ইস্তাহার রূপায়ণেও সরকার গুরুত্ব দেবে।' একইসঙ্গে আগামী ৬ জুলাই থেকে বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়ার কথাও জানান তিনি।

'তদন্তে সহযোগিতা করলে দ্রুত চার্জশিট', বললেন হিমন্ত

মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রীর মামলায় গুয়াহাটিতে ক্রাইম ব্রাঞ্চে হাজির পবন খেড়া

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ১৩ মে : মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার স্ত্রী রিনিকি ভূঞা শর্মার দায়ের করা জালিয়াতি এবং মানহানির মামলায় বুধবার গুয়াহাটি ক্রাইম ব্রাঞ্চে হাজিরা দিলেন কংগ্রেস নেতা পবন খেড়া। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী তদন্তে সহযোগিতা করতে এদিন আইনজীবীদের একটি দল নিয়ে তিনি ক্রাইম ব্রাঞ্চ কার্যালয়ে পৌঁছন। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পবন তদন্তে সহযোগিতা করলে দ্রুত চার্জশিট দেবে পুলিশ এবং আমরা আশা করছি তিনি কাজটি করবেন।'

গত ৫ এপ্রিল পবন খেড়া এক সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করেছিলেন, রিনিকি ভূঞা শর্মার একাধিক পাসপোর্ট রয়েছে এবং বিদেশে তাঁর অঘোষিত সম্পত্তিও আছে। সেইসঙ্গে তিনি কিছু বিদেশ-সংক্রান্ত নথিও প্রকাশ করেন। পরে রিনিকি দাবি করেন, ওই নথিগুলি জাল এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হয়েছে। একইদিন গুয়াহাটি পুলিশের কাছে এফআইআর দায়ের করেন তিনি।

এর ভিত্তিতে গুয়াহাটি ক্রাইম ব্রাঞ্চ

এরপর ছয়ের পাতায়

রাজ্য মন্ত্রিসভার পাঁচজনই কোটিপতি এডিআর রিপোর্ট

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ১৩ মে : সদ্য গঠিত অসম মন্ত্রিসভার পাঁচজন সদস্যই কোটিপতি। তাঁদের মধ্যে একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারি মামলা রয়েছে। বুধবার প্রকাশিত অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফরমস (এডিআর)-র এক বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে। মঙ্গলবার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দ্বিতীয়বারের মতো মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন। তাঁর সঙ্গে মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ নেন বিজেপি নেতা রামেশ্বর তেলি ও অজন্তা নেওগ, অসম গণ পরিষদ (এজিপি)-র সভাপতি অতুল বরা এবং বড়োল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট

এরপর ছয়ের পাতায়

দ্বিগুণেরও বেশি বাড়ল আমদানি শুল্ক, সোনার দামে আগুন, চড়বে রুপোও

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : আরও একবার বাড়ল সোনার দাম। এর আগে পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটের আবহে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের লক্ষ্যে নাগরিকদের অপ্রয়োজনীয় সোনা কেনা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ঠিক তার দু'দিন পরেই কেন্দ্রীয় সরকার সোনা, রুপো এবং অন্যান্য মূল্যবান ধাতুর ওপর আমদানি শুল্ক ৬ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করেছে।

এরপর ছয়ের পাতায়

পশ্চিমবঙ্গে উন্মুক্ত সীমান্ত, অসমে কাঁটাতার ছিল নিরর্থক : হিমন্ত

সাময়িক প্রসঙ্গ, গুয়াহাটি, ১৩ মে : অসমে ২০০৮ সালে বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া বসানো হয়েছে এবং উত্তর-পূর্বের বাকি রাজ্যগুলোতেও প্রায় একই সময়ে কাজটি হয়েছে। তবে বাংলাদেশের সঙ্গে সব থেকে বড় সীমানা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে এবং সেই দিক দিয়ে এতদিন অবাধে অনুপ্রবেশ ঘটেছে। পশ্চিমবঙ্গের সীমানা উন্মুক্ত থাকায় আমাদের কাঁটাতারের বেড়া ছিল নিরর্থক, বুধবার এমনটাই বললেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সরকার আসার সঙ্গে সঙ্গেই সীমান্তে কাঁটাতার বসানোর জন্য পর্যাপ্ত জমি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার নতুন সরকারের প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের প্রশংসা করেন হিমন্ত। তিনি বলেন, 'অনুপ্রবেশ একটি এমন সমস্যা যার প্রভাব শুধুমাত্র বাংলাদেশের সঙ্গে থাকা রাজ্যগুলো নয় বরং গোটা দেশের উপরে পড়ে। দেশের সুরক্ষার খাতিরে আমাদের প্রথমেই সীমান্ত সুরক্ষিত রাখা প্রয়োজন। তবে এতদিন পশ্চিমবঙ্গের জন্য আমাদের ভুগতে হয়েছে। অসম এবং পশ্চিমবঙ্গ সহ পাঁচটি রাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমানা রয়েছে। পরিধির নিরিখে সব

এরপর ছয়ের পাতায়

ফের মণিপুরে হিংসা, জাতীয় সড়কে একাধিক গাড়িতে গুলি, হত ৩ যাজক

'জঘন্য সন্ত্রাসী হামলা', নিন্দায় মুখ্যমন্ত্রী খেমচান্দ

গুলিকাণ্ডের পর ঘটনাস্থলে নিরাপত্তা বাহিনী। বুধবার।

ইম্ফল, ১৩ মে : মণিপুরে অশান্তি থামার নেই। বুধবার কাংপোকপি জেলায় অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি একাধিক যানবাহনের উপর এলোপাতাড়ি গুলিবৃষ্টি করে। এর জেরে গুলিবিদ্ধ হয়ে অন্তত ৩ যাজকের মৃত্যু হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে স্থানীয় জনতা। জাতীয় সড়ক ২ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তিরা থাদৌ ব্যাপটিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের (টিবিএ) সঙ্গে যুক্ত। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন মণিপুর ব্যাপটিস্ট কনভেনশন জেনারেল সম্পাদক রেভারেন্ড ভি সিথলহো। অন্য দু'জন হলেন রেভারেন্ড ভি কাইগলুন এবং যাজক পাওগোলেন। গুলি চালানোর ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও পাঁচজন। তাঁরা হলেন রেভারেন্ড এসএম হাওপু, রেভারেন্ড হেকাই সিমতে, রেভারেন্ড পাওথাং। এছাড়াও মৃত্যু হয়েছে দুই গাড়িচালাক লালেন এবং গৌমাংয়ের।

সূত্রের খবর, দু'টি গাড়িতে করে লামকায় একটি টিবিএ সম্মেলনে যোগ দিয়ে গিয়েছিলেন বিভিন্ন চার্চের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা। সেই অনুষ্ঠান শেষে চূড়াচাঁদপুর থেকে কাংপোকপি ফিরছিলেন। পথে তাঁদের উপর হামলা হয়। ঘটনা জানাজানি হতেই হইচই পড়ে যায়। জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বহু মানুষ। ব্যাপক যানজট তৈরি হয় মণিপুর-নাগাল্যান্ড সংযোগকারী রাস্তাটিতে। কাংপোকপি এবং সংলগ্ন কুকি-জো জনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলোতেও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

থাদৌ নেতা এবং মণিপুর বিজেপির মুখপাত্র মাইকেল লামজাথাং থাদৌ গির্জার নেতাদের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, থাদৌ একটি পৃথক সম্প্রদায়, কুকি গোষ্ঠীর অংশ নয়। মণিপুরে চলমান সংঘর্ষের ঘটনায় ভুলভাবে চিহ্নিত হওয়ার কারণে সম্প্রদায়টি ব্যাপক দুর্ভোগের শিকার হয়েছে। এদিকে, টিবিএ চার্চের নেতাদের উপর হামলার ঘটনাকে হিংস্র হত্যাকাণ্ড বলে নিন্দা করেছে কুকি সম্প্রদায়। বুধবার দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে তাঁরা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ডেকেছে। এর থেকে চিকিৎসাক্ষেত্র, সংবাদমাধ্যম, বিদ্যুৎ পরিষেবা, ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে বাদ রাখা হয়েছে। কুকি উপজাতিদের সর্বোচ্চ সংস্থা কুকি ইনপি মণিপুর (কেআইএম) এই হামলার নিন্দা জানিয়েছে।

এদিনের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী অয়াই খেমচান্দ সিং। তিনি এই

এরপর ছয়ের পাতায়

সিবিএসই দ্বাদশেও মেয়েরাই এগিয়ে, ৮৫ শতাংশ উত্তীর্ণ

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই) বুধবার দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে। চলতি বছরে মোট ৮৫.২০ শতাংশ পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। যা গত বছরের তুলনায় ৩.১৯ শতাংশ কম। এবারও ফলাফলে ছেলেদের তুলনায় ভালো ফল করেছে মেয়েরা। বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, এ বছর মোট ১৭ লক্ষ ৮০ হাজার ৩৬৫ জন পরীক্ষার্থী নাম নথিভুক্ত করেছিল। এর মধ্যে ১৭ লক্ষ ৬৮ হাজার ৮১৮ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়। উত্তীর্ণ হয়েছে ১৫ হাজার ৭ হাজার ১০৯ জন। ২০২৫ সালে পাসের হার ছিল ৮৮.৩৯ শতাংশ, যা এ বছর কমে দাঁড়িয়েছে ৮৫.২০ শতাংশে।

সিবিএসই-র প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মেয়েদের পাসের হার ৮৮.৮৬ শতাংশ। অন্যদিকে ছেলেদের পাসের হার ৮২.১৩ শতাংশ। অর্থাৎ মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় ৬.৭৩ শতাংশ ভালো ফল করেছে। অঞ্চলভিত্তিক ফলাফলে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে তিরুবনন্তপুরম অঞ্চল, যেখানে পাসের হার ৯৫.৬২ শতাংশ। এরপর রয়েছে চেন্নাই, বেঙ্গালুরু ও বিজয়ওয়াড়া অঞ্চল। দিল্লি পশ্চিম অঞ্চলে পাসের হার ৯২.৩৪ শতাংশ এবং দিল্লি পূর্ব অঞ্চলে ৯১.৭৩ শতাংশ। সামগ্রিকভাবে দিল্লি অঞ্চলের পাসের হার ৯১.৯৭

এরপর ছয়ের পাতায়

কলকাতায় সিবিআই-র জালে কসমিক-র সিএমডি সঞ্জিত

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৩ মে : দীর্ঘদিন ধরে আত্মগোপন করে থাকা চিটফান্ড সংস্থা কসমিক নিগসিয়েটরস প্রাইভেট লিমিটেড-র চিফ ম্যানেজিং ডিরেক্টর (সিএমডি) সঞ্জিত চক্রবর্তীকে অবশেষে জালে পুরতে সক্ষম হল সিবিআই। মঙ্গলবার কলকাতায় তাকে পাকড়াও করে সিবিআই-র একটি দল।

সঞ্জিত মূলত শিলচরের বাসিন্দা। কসমিক নিগসিয়েটরস প্রাইভেট লিমিটেডের প্রধান কার্যালয়ে ছিল কলকাতায়। বরাক উপত্যকা এবং প্রতিবেশী রাজ্য ত্রিপুরায়ও ছিল সংস্থার বিভিন্ন শাখা। সেসব শাখায় লগ্নি করা কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে পালিয়ে যাবার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। সিবিআই এবার তাকে গ্রেফতার করেছে ত্রিপুরায় অর্থকরী প্রতারণা মামলায়। ২০১৩ সালে লগ্নিকারীদের কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে কাজকর্ম গুটিয়ে সঞ্জিত সহ কসমিক-র অন্যান্য কর্মকর্তারা গা ঢাকা দেন। জানা গেছে, ত্রিপুরায় সঞ্জিত সহ তার সঙ্গী কসমিক-র অন্যান্য কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মোট ৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা আত্মসাতের

এরপর ছয়ের পাতায়

১০ লক্ষে নিট-র প্রশ্নপত্র কিনে ১৫ লক্ষে বিক্রি!

প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে গ্রেফতার ১৭

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : নিট ইউজি প্রশ্নপত্র ফাঁসের জেরে হেনস্তার শিকার দেশজুড়ে ২২ লক্ষ পরীক্ষার্থী। এবার তদন্ত সূত্রে উঠে এল, মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে ১০ লক্ষ টাকায় নিট-র প্রশ্নপত্র কিনে ১৫ লক্ষ টাকায় তা হরিয়ানায় বিক্রি করা হয়। জানা গিয়েছে, কেলেঙ্কারির সূত্রপাত হয় নাসিক শহরে। সেখানেই প্রশ্নপত্রের প্রথম ডিজিটাল কপি হস্তান্তর হয়।

ইতোমধ্যে সিবিআই আটক করেছে শুভম খৈরনা নামের ব্যাচেলর অফ আয়ুর্বেদিক মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি (বিএএমএস)-র এক ছাত্রকে। নাসিকের নন্দগাঁওয়ের

এরপর ছয়ের পাতায়

প্রশ্নপত্র ফাঁস কাণ্ডের প্রতিবাদে দিল্লিতে এবিভিপি-র বিক্ষোভ। বুধবার।

পরীক্ষা সংস্থা 'এনটিএ' বাতিলের আবেদন সুপ্রিমে

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : বারবার সর্বভারতীয় পরীক্ষা নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। কেন্দ্রের তৈরি 'ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি বা এনটিএ' দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বারবার প্রশ্নফাঁস হচ্ছে। এবার সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ চেয়ে জমা পড়ল আবেদন। দ্য ফেডারেশন অব অল ইন্ডিয়া মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (এফএআইএমএ) সুপ্রিম কোর্টে

এরপর ছয়ের পাতায়

স্বতন্ত্র ধারার দৈনিক
সাময়িক প্রসঙ্গ
বর্ষ ৪৯, সংখ্যা ২৮, বৃহস্পতিবার, ১৪ মে, বৈশাখ ৩০, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩

নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস বিশ্বাসযোগ্যতায় চিড়

এনটিএ-র দায়বদ্ধতা নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে, কোনওভাবেই তাকে আড়াল করা সম্ভব হচ্ছে না।

দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মান কতটুকু, বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তার মাত্রা নির্ভর করে। এক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হচ্ছে পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফলাফল প্রকাশে বিশ্বাসযোগ্যতা। এ দেশে বিভিন্ন সময়ে এ ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতার অভাব সংশয়ের আবহ তৈরি করেছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হলেও অনেক সময়ই নানা কৌশলে তা ধামাচাপা দেওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠলে সাময়িক কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হলেও চূড়ান্তভাবে আসল অপরাধীদের গায়ে আঁচড়ই পড়ে না। এই অভিযোগের তালিকাটি ক্রমশই দীর্ঘ হচ্ছে। সর্বশেষ অভিযোগটি উত্থাপিত হয়েছে দেশের ভাবী চিকিৎসক তৈরির জন্য পাঠ্যক্রমে ভর্তির প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। বিষয়টি নিয়ে এখন গোটা দেশে সমালোচনার ঝড় বইছে। কলঙ্কিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় ভাবমূর্তি।

এক সময়ে এ দেশে বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা রাজ্যস্তরে নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যবস্থার যথার্থতা নিয়ে মাঝে মাঝেই প্রশ্ন উত্থাপিত হতে দেখা গেছে। এসবকে সামনে রেখে কেন্দ্র সরকার ভর্তির প্রবেশিকা পরীক্ষা অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো জাতীয় স্তরে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। দায়িত্ব অর্পিত হয় ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির (এনটিএ) ওপর। উদ্যোগটি সাধারণভাবে প্রশংসিত হলেও অচিরেই দেখা গেল সর্ষের মধ্যে ভূত। দেশের বিশাল সংখ্যক মেধাবী ছাত্রের মধ্যে থেকে চিকিৎসক হওয়ার প্রাথমিক যোগ্যতা যাচাইর প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থায় নানা গলদ প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে। ২০২৪ সালে এই প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হবার পর অভয় দেওয়া হয়েছিল এধরনের ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি হবে না। কিন্তু দু'বছর পর এ মাসে আবারও তা-ই ঘটল। পরীক্ষার আগেই টাকার বিনিময়ে প্রশ্নপত্র কেনার ধুম পড়ে যায়। এ নিয়ে এক রমরমা বাণিজ্য দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এখন তার নানা কেচ্ছা আলোয় আসতে শুরু করেছে।

প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে পরীক্ষা গ্রহণের এক মাস আগেই দেশের কোনও কোনও প্রান্তে ছাত্রছাত্রীদের হাতে এসেছিল সম্ভাব্য প্রশ্নপত্র। ১৪০টি প্রশ্নের মালায় দেখা গেল ১২০টি প্রশ্ন হুবহু মিলে গেছে। আবার এ-ও শোনা গেল, কিছু প্রশ্নপত্রে ২৮১টি প্রশ্নের মধ্যে ১৩৫টি প্রশ্ন মিলে গেছে। পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থায় চূড়ান্ত গলদ না থাকলে এটা কোনওভাবেই হতে পারে না। সারা দেশে প্রায় ২৩ লক্ষ পড়ুয়া এই পরীক্ষায় বসেছিল। প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ নিয়ে নাড়াচাড়া হতেই দেখা গেল এই কেলেঙ্কারিতে প্রায় দশ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। বিভিন্ন স্তরে সুসংগঠিত চক্র এই কেলেঙ্কারিতে যুক্ত, এমন খবর আলোয় আসতে শুরু করেছে। এনটিএ-র সঙ্গে যুক্ত একটি মহল এই প্রশ্নপত্র দালালদের হাতে তুলে দিত। এই দালালরাই স্থানীয় সহযোগীদের নিয়ে প্রশ্নপত্র বিলিয়ে দিত। অন্যান্য পণ্যের মতো প্রশ্নপত্র বিক্রির পাইকারি ও খুচরা ব্যবসার কথা এতে স্পষ্ট হয়ে যায়। দেশের ধনাঢ্য পরিবারের দিকে চোখ রেখে নিলামে প্রশ্নপত্র বিক্রির পসরা সাজিয়ে বসা হলেও সমাজের অন্যান্য স্তরেও তার ছায়া দেখা গেছে।

মুখরক্ষায় এনটিএ সদ্য অনুষ্ঠিত পরীক্ষা বাতিল করে ফের পরীক্ষা গ্রহণ এবং গোটা ঘটনার সিবিআই তদন্তের কথা ঘোষণা করেছে। এরই মধ্যে প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের কেলেঙ্কারিটির শিকড় ছড়িয়েছিল পশ্চিমে রাজস্থান, হরিয়ানা থেকে দক্ষিণে কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, উত্তরে দিল্লি, উত্তরাখণ্ড, বিহার থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত। ক্ষমতাশালী চক্র ছাড়া কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে এধরনের কাজ সম্ভব ছিল না। ২০২৪ সালে যখন অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল তখন এনটিএ-র প্রধান সুবোধকুমার সিংহকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ক্ষমতাসীন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে ওই ব্যক্তি নিজের পদ হারালেও এখন তিনি ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব এবং রাজ্যের বিদ্যুৎ পর্ষদের চেয়ারম্যান পদে আসীন। ফলে এবার তদন্ত এবং ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেওয়ার পরও সবশেষে কী হবে, সে নিয়ে প্রশ্ন থেকে গেছে। যে পড়ুয়ারা রাত জেগে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলার ঘটনা বাস্তবিকই দেশের সুনামকে ক্ষুণ্ণ করেছে। এনটিএ-র দায়বদ্ধতা নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে, কোনওভাবেই তাকে আড়াল করা সম্ভব হচ্ছে না। অবশ্য জমানা বদল হলেও কেলেঙ্কারি ধামাচাপা দিতে চরিত্রগত কোনও ফারাক দেখা যায় না। যে ভাবী চিকিৎসকদের ওপর দেশের আমজনতার সুচিকিৎসা নির্ভর করছে, সেখানেই বেনোজল ঢুকিয়ে দেওয়ার এই চেষ্টার বিরুদ্ধে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে দেশব্যাপী জনমত গড়ে তোলা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন

ভারতে রাজনীতির ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে সুদীর্ঘ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গত কয়েক দশকে নারীরা ধীরে ধীরে রাজনৈতিক অঙ্গনে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করেছেন। স্বাধীনতার পর থেকে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সীমিত হলেও আজ তারা সংসদ, বিধানসভা এবং স্থানীয় প্রশাসনে ক্রমশ দৃশ্যমান হয়ে উঠছেন। সংসদ ও রাজ্য বিধানসভায় নারী নেতৃত্ব থাকলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশুকল্যাণ ও নারী নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলোতে বাস্তবসম্মত নীতি গ্রহণ সহজ হতে পারে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০২৫ সালে লোকসভায় নারীর প্রতিনিধিত্ব প্রায় ১৫ শতাংশ এবং রাজ্যসভায় গড়ে ১২ শতাংশ। এই সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় অনেক কম হলেও এটি নিঃসন্দেহে অগ্রগতি।

পরিতোষচন্দ্র দত্ত

'যে সমাজে নারীর সম্মান নেই, সে সমাজ কখনও উন্নতি করতে পারে না। নারীকে ক্ষমতায়িত করা মানে সমাজকে ক্ষমতায়িত করা।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই উক্তিটি নারীর অবস্থান ও তার শক্তিকে বোঝাতে সবচেয়ে যথার্থ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যখনই নারীরা শিক্ষা, অর্থনীতি কিংবা রাজনীতিতে এগিয়ে এসেছেন, তখনই সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে। ভারতে নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে মহিলা সংরক্ষণ আইন একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে উঠে আসে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন আজকের সময়ে শুধু একটি সামাজিক দাবি নয়, বরং গণতন্ত্রের পূর্ণতার অপরিহার্য শর্ত।

ভারতে রাজনীতির ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে সুদীর্ঘ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গত কয়েক দশকে নারীরা ধীরে ধীরে রাজনৈতিক অঙ্গনে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করেছেন। স্বাধীনতার পর থেকে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সীমিত হলেও আজ তারা সংসদ, বিধানসভা এবং স্থানীয় প্রশাসনে ক্রমশ দৃশ্যমান হয়ে উঠছেন। সংসদ ও রাজ্য বিধানসভায় নারী নেতৃত্ব থাকলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশুকল্যাণ ও নারী নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলোতে বাস্তবসম্মত নীতি গ্রহণ সহজ হতে পারে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০২৫ সালে লোকসভায় নারীর প্রতিনিধিত্ব প্রায় ১৫ শতাংশ এবং রাজ্যসভায় গড়ে ১২ শতাংশ। এই সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় অনেক কম হলেও এটি নিঃসন্দেহে অগ্রগতি। ভারতের গণতন্ত্রে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন দীর্ঘদিনের দাবি। সেই দাবিকে বাস্তব রূপ দিতে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাঁচ দিনের বিশেষ অধিবেশন ডেকে মহিলা সংরক্ষণ সংক্রান্ত (১০৬তম সংবিধান সংশোধনী) বিল পাস করিয়েছিল কেন্দ্র। সংসদের উভয় কক্ষে পাস হয়েছিল মহিলা সংরক্ষণ সংক্রান্ত পুরনো বিলটি। ওই মাসেই রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেয়ে তা আইনও হয়ে গিয়েছিল। এই আইনে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভায় নারীদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের বিধান করা হয়েছে। এই বিল অনুযায়ী সংসদে এক-তৃতীয়াংশ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণের কথা বলা হলেও, সরকারের সদিচ্ছার অভাবে তা কার্যকর হয়নি। পরিতাপের বিষয়, এই বিল বাস্তবায়ন না করে ২০২৬ সালে রাজনৈতিক ফায়দা আদায়ের উদ্দেশ্যে নতুন করে আবার উত্থাপন করা হয়েছে। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে যে ঐতিহাসিক মাইলফলক স্থাপিত হতে পারত, তা বাস্তবে সম্ভব হলো না। ফলে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে এই আইন আজও একটি প্রতিশ্রুতি মাত্র, বাস্তব সত্য নয়।

ভারতে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, গত কয়েক দশকে নারীরা সংসদ ও রাজনীতির মূলধারায় ধীরে ধীরে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করেছেন। তবে পরিসংখ্যান বলছে, এই অগ্রগতি এখনও সীমিত এবং পুরুষদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে মোট ৬১ জন মহিলা সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন, যা মোট আসনের প্রায় ১১.২ শতাংশ। এটি স্বাধীনতার পর থেকে নারীর প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা হলেও আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় কম। এরপর ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে নারীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৭৮ জন, অর্থাৎ প্রায় ১৪.৩ শতাংশ। এই বৃদ্ধি প্রমাণ করে যে, রাজনৈতিক দলগুলো ধীরে ধীরে নারীদের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিতে শুরু করেছে। তবে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে নারীর সংখ্যা কিছুটা কমে দাঁড়ায় ৭৪ জন, যা মোট আসনের প্রায় ১৩.৬ শতাংশ। অর্থাৎ, ২০১৯ সালের তুলনায় সামান্য পতন হলেও ২০১৪ সালের তুলনায় এটি বেশি।

রাজ্যসভায় নারীর উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে আরও সীমিত। ২০১৪ সালে নারীর প্রতিনিধিত্ব ছিল প্রায় ১১-১২ শতাংশ, ২০১৯ সালে তা সামান্য বেড়ে ১২-১৩ শতাংশে পৌঁছয়, আর ২০২৪ সালেও গড়ে এই হার একই সীমার মধ্যে থেকে যায়। অর্থাৎ, রাজ্যসভায় নারীর প্রতিনিধিত্বে উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন ঘটেনি।

এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট, লোকসভায় নারীর প্রতিনিধিত্ব ধীরে ধীরে বাড়লেও তা এখনও যুক্তিগ্রাহ্য পর্যায়ে পৌঁছেনি। আইনসভায় নারীর উপস্থিতি স্থবির অবস্থায় রয়েছে। তবে স্থানীয় প্রশাসনে, বিশেষ করে পঞ্চায়েত ও পুরসভায় সংরক্ষণের কারণে নারীর অংশগ্রহণ অনেক বেশি, প্রায় ৪০ শতাংশ। এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি বড় পরিবর্তন এনেছে। নারী সংরক্ষণ আইন ২০২৩ এই প্রক্রিয়াকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। আইন অনুযায়ী লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভায় এক-তৃতীয়াংশ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ২০২৩ সালের এই আইনে এটাও বলা রয়েছে, এই সংরক্ষণ তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে না। জনগণনার পরে আসন পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়া হয়ে গেলে তার পরে এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর হবে। অর্থাৎ, মহিলাদের জন্য এই সংরক্ষণ চালু হতো নতুন জনগণনার ভিত্তিতে হওয়া আসন পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমেই। তবে প্রকৃত অর্থে এর বাস্তবায়ন কবে নাগাদ সম্পন্ন হবে, সেটা একমাত্র সরকারই বলতে পারবে। তবুও বলা যায়, এটি নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ভারতে একটি চলমান প্রক্রিয়া। সরকারি তথ্য অগ্রগতির ছবি তুলে ধরলেও বাস্তব জীবনে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধা এখনও বড় প্রত্যাহ্বান। এই বাধা দূর করতে পারলে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন শুধু তাদের ব্যক্তিগত উন্নতি নয়, বরং ভারতের গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলবে।

ভারতের সংসদে নারীর উপস্থিতি আসলে এক দীর্ঘ সংগ্রামের কাহিনি, যা সংখ্যার ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে প্রকাশ পেয়েছে। স্বাধীনতার পর প্রথম লোকসভায় মাত্র ২২ জন নারী সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন, যা মোট আসনের প্রায় ৫ শতাংশ। সেই সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত নারীর সংখ্যা ও শতাংশ ধাপে ধাপে বেড়েছে, আর প্রতিটি লোকসভা যেন নারীর অগ্রযাত্রার একেকটি অধ্যায়। ১৯৫৭ সালের দ্বিতীয় লোকসভায় নারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭ জন (৫.৫ শতাংশ) আর ১৯৬২ সালের তৃতীয় লোকসভায় তা বেড়ে হয় ৩১ জন (৬ শতাংশ)। তবে ১৯৭১ সালের পঞ্চম লোকসভায় সংখ্যা কমে যায় মাত্র ২১ জনে (৩.৯ শতাংশ), যা নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতাকে স্পষ্ট করে। ১৯৮৪ সালের অষ্টম লোকসভা ছিল এক ব্যতিক্রম— ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার পর নির্বাচনে নারীর সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে দাঁড়ায় ৪৪ জনে (৮.১ শতাংশ)। ১৯৯০-র দশকে ধীরে ধীরে নারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৯৯৯ সালের ত্রয়োদশ লোকসভায় নির্বাচিত হন ৪৯ জন নারী সাংসদ (৯ শতাংশ), আর ২০০৯ সালের পঞ্চদশ লোকসভায় তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৯ জনে (১০.৯ শতাংশ)। ২০১৪ সালের ষোড়শ লোকসভায় নারীর সংখ্যা হয় ৬২ জন (১১.৪ শতাংশ), আর ২০১৯ সালের সপ্তদশ লোকসভায় সর্বাধিক ৭৮ জন নারী সাংসদ নির্বাচিত হন, যা মোট আসনের ১৪.৩ শতাংশ। সর্বশেষ ২০২৪ সালের অষ্টাদশ লোকসভায় নারীর সংখ্যা কিছুটা কমে দাঁড়িয়েছে ৭৪ জনে, যা মোট আসনের প্রায় ১৩.৬ শতাংশ।

এই পরিসংখ্যানগুলো নিছক সংখ্যা নয়, বরং নারীর রাজনৈতিক সংগ্রাম ও অগ্রগতির প্রতিচ্ছবি। প্রতিটি লোকসভা নারীর কণ্ঠস্বরকে আরও শক্তিশালী করেছে, যদিও এখনও তা মোট আসনের ১৫ শতাংশের নীচে। তুলনায় অনেক দেশেই নারীর প্রতিনিধিত্ব অনেক বেশি। তাই ভারতের সংসদে নারীর প্রকৃত শক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নারী সংরক্ষণ বিল বাস্তবায়ন আজও জরুরি। সংসদে নারীর ভূমিকা ধর্ষণ-বিরোধী আন্দোলনে এক গভীর তাৎপর্য বহন করে। তারা কেবল আইন প্রণয়নের আলোচনায় অংশ নেন না, বরং জনমতকে প্রভাবিত করেন, কঠোর শাস্তির দাবি তোলেন এবং ভুক্তভোগীদের অধিকার রক্ষায় সক্রিয় থাকেন। ২০১২ সালের দিল্লি গণধর্ষণ ঘটনার পর সংসদে নারীরা বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তারা কঠোর শাস্তির বিধান নিশ্চিত করতে চাপ সৃষ্টি করেন এবং এর ফলেই Criminal Law Amendment Act ও শিশুদের জন্য POCSO Act আরও শক্তিশালী হয়। সংসদে নারীর উপস্থিতি স্বাধীনতার পর প্রথম লোকসভায় মাত্র ৫ শতাংশ থাকলেও বর্তমানে তা প্রায় ১৫ শতাংশে পৌঁছেছে। এই বৃদ্ধি নারীর কণ্ঠস্বরকে কিছুটা শক্তিশালী করেছে এবং ধর্ষণ-বিরোধী আলোচনায় তাদের প্রভাব বাড়িয়েছে। নারী সাংসদরা সংসদে আলোচনার মাধ্যমে ধর্ষণ-বিরোধী আন্দোলনকে জনমতের কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। তারা ধর্ষণের ঘটনাকে রাজনৈতিক এজেন্ডায় পরিণত করে সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করেন। তৃণমূল কংগ্রেস ও ডিএমকে-র মতো দলগুলোতে নারীর প্রতিনিধিত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় এই আলোচনায় নারীর ভূমিকা আরও দৃঢ় হয়েছে।

তবে প্রত্যাহ্বানও কম নয়। সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রায় ১৫১ জন সাংসদ ও বিধায়ক নারীর বিরুদ্ধে অপরাধে অভিযুক্ত, যার মধ্যে ১৬টি ধর্ষণের মামলা রয়েছে। এই বাস্তবতা সংসদের নৈতিক অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সংগ্রামকে আরও জটিল করে তোলে। সব মিলিয়ে বলা যায়, সংসদে নারীর ভূমিকা ধর্ষণ-বিরোধী আইন ও নীতিনির্ধারণে অপরিহার্য। তারা কঠোর শাস্তির দাবি, জনমত গঠন এবং ভুক্তভোগীদের অধিকার রক্ষায় সক্রিয় থাকলেও, একইসঙ্গে সংসদের ভেতরেই অপরাধে অভিযুক্ত সদস্যদের উপস্থিতি একটি বড় দ্বন্দ্ব তৈরি করে। এই দ্বন্দ্বই নারীর সংগ্রামকে আরও তাৎপর্যময় করে তোলে। কারণ, তারা শুধু আইন প্রণয়ন নয়, বরং সমাজের নৈতিক অবস্থানকেও প্রশ্নের মুখে দাঁড় করান। সংসদ ও বিধানসভায় নারীর সক্রিয় উপস্থিতি নিঃসন্দেহে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। তারা আজ আইন প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ এবং জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। ধর্ষণ-বিরোধী আইন শক্তিশালী করা থেকে শুরু করে নারী অধিকার রক্ষার নানা উদ্যোগে তাদের কণ্ঠস্বর সংসদে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু শুধু উপস্থিতি যথেষ্ট নয়— সংখ্যার বৃদ্ধি অপরিহার্য। লোকসভায় মহিলা সাংসদের সংখ্যার অগ্রগতি প্রশংসনীয় হলেও এখনও তা মোট আসনের এক-চতুর্থাংশেও পৌঁছয়নি। বিধানসভাগুলোতেও একই চিত্র দেখা যায়— কিছু রাজ্যে নারীর প্রতিনিধিত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি হলেও অধিকাংশ রাজ্যে তা সীমিত। সংখ্যার বৃদ্ধি মানে শুধু পরিসংখ্যানের উন্নতি নয়, বরং নারীর কণ্ঠস্বরকে আরও শক্তিশালী করা। সংসদে ও বিধানসভায় নারীর সংখ্যা বাড়লে তারা একসঙ্গে আরও কার্যকরভাবে নীতি প্রণয়নে প্রভাব ফেলতে পারবেন। বিশেষত নারী নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বিষয়ে। অতএব, সংসদ ও বিধানসভায় নারীর সংখ্যাগত বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের সক্রিয় উপস্থিতি আজকের সময়ে এক জরুরি প্রয়োজন। কারণ সংখ্যাই শক্তি, আর সেই শক্তিই সমাজে নারীর অধিকার ও মর্যাদাকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এভাবে সংখ্যার ভেতর দিয়ে নারীর পথচলা আসলে এক দীর্ঘ কাহিনি, যেখানে প্রতিটি শতাংশ হচ্ছে সংগ্রামের প্রতীক, আর প্রতিটি নারী সাংসদ হচ্ছে অগ্রগতির একেকটি অধ্যায়ঃ সংখ্যার বৃদ্ধি মানে শুধু পরিসংখ্যানের উন্নতি নয়, বরং নারীর কণ্ঠস্বরকে আরও শক্তিশালী করা। বিখ্যাত সমাজকর্মী ও নারী অধিকার আন্দোলনের পথিকৃৎ ফরাসি লেখক এবং নারীবাদী সিমোন দ্য বোভোয়ার বলেছিলেন, 'নারী জন্মায় না, নারী হয়ে ওঠে।' এই উক্তি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, নারীর রাজনৈতিক শক্তি কেবল জন্মগত নয়, বরং সংগ্রাম, উপস্থিতি ও সংখ্যার মাধ্যমে গড়ে ওঠে। সংসদ ও বিধানসভায় নারীর সংখ্যা বাড়ানো মানেই সেই সংগ্রামকে আরও দৃঢ় করা, আর সমাজকে আরও ন্যায়সঙ্গত পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ আজ শুধু প্রয়োজন নয়, বরং সময়ের দাবি। সংসদ ও বিধানসভায় তাদের উপস্থিতি সমাজকে আরও ন্যায্য ও সমতাভিত্তিক করে তোলে। সংখ্যাগত বৃদ্ধি এবং কার্যকর ভূমিকা মিলেই নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন সম্ভব। তাই বলা যায়, 'নারীর ক্ষমতায়ন মানে শুধু নারী নয়, পুরো সমাজের অগ্রযাত্রা।'

পাঠকের জানালা

মৃত্যু-ফাঁদ শিলচর মেডিক্যালগামী সড়ক

শিলচরের 'হাইলাকান্দি রোড' সড়কটি যোগাযোগের/যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম যে-সব প্রতিষ্ঠানের, সেগুলোর মধ্যে বেশি পরিচিত হলো : (১) পলিটেকনিক, ছোট-বড় নামকরা বেসরকারি হাসপাতাল— জে জে হাসপাতাল, গ্রিন হিল্‌স হাসপাতাল, ভ্যালি হাসপাতাল, সাউথ সিটি হাসপাতাল সহ অনেকটি, তাছাড়া সুবিস্তৃত শিলচর মেডিক্যাল কলেজ, গভঃ ডেন্টাল কলেজ, গভঃ নার্সিং কলেজ, টাটার সহায়তায় নির্মিত ও পরিচালিত ক্যান্সার সেন্টার (হাসপাতাল), বিশাল বিস্তৃত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (সরকারি ডিমড ইউনিভার্সিটি), আসাম বিশ্ববিদ্যালয় (কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত)। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক প্রধান আসন অলঙ্কৃত করছেন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিত্বরা। হাজার হাজার রোগী ও পড়ুয়া, অধ্যাপক, শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মী ওই সড়ক দিকে রোজ যাতায়াত করেন। কেউ কি সরকারের কাছে সড়কটি সারাইয়ের জন্য একটি চিঠিও লিখেছেন? তাঁদের হাতে কি কলম নেই? না অন্য কোনও দুর্বলতায় ভুগছেন? সব প্রধানরা গুটিয়ে আছেন। সড়ক মেরামতের জন্য চিঠি লিখলে কোনও প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তির চাকরি যায় না।

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লাগোয়া আইরংমারা লোকবসতি, সেখানেই বাড়ি কাছাড় থেকে নির্বাচিত লোকসভার একমাত্র সদস্য পরিমল শুক্লবৈদ্যের। তিনি অসমের প্রাক্তন ক্যাবিনেট মন্ত্রী। তাঁর মতো জনপ্রতিনিধির সক্রিয়তা থাকলে এই সড়কটির এমন দুরবস্থা বছরের পর বছর থাকত না বলে আমাদের ধারণা। তিনি তো এই সড়ক দিয়েই নিজের বাড়িতে যাওয়া-আসা করেন। কাছাড়ের জেলা প্রশাসন এবং সড়ক প্রশাসনিক আধিকারিকরা মনে হয় চোখ বুজে থাকেন, জনগণের প্রতি দায়িত্ববোধের অভাব প্রকট। কিছু লোকের ধারণা বদলির ভয়ে এরা সক্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছেন।

রাজনৈতিক দল, 'কার্যকর্তা', নেতা, বিধায়ক, সাংসদরা ভোটের কাঙাল। কিন্তু জনগণের প্রধান সমস্যার আশু সমাধানের জন্য আগ্রহী বলে মনে হয়?

সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে এই চিঠি।

অধ্যাপক দিলীপকুমার দে
শিলচর-৭৮৮০০৫

পেন্সিলের অন্তর্লোক ও শিক্ষকের অন্তর্জ্ঞান

আয়াজ আহমদ বাঙালি

সাধারণ পেন্সিল। বাইরে কাঠের আবরণ, মাঝখানে লুকানো সরু গ্রাফাইট এবং শীর্ষে বসানো ছোট্ট রাবারের অংশ। সাধারণ পেন্সিল হাতে নিয়েই শিক্ষক প্রশ্ন করেন, 'এ থেকে আমরা কী শিখতে পারি?' প্রশ্ন শুনে অনেকেই অবহেলা করতে পারেন বা সাধারণ প্রশ্ন বলে মনেই করতে পারেন তবে বিশ্লেষণে বোঝা যায়, পেন্সিলের মধ্যেই জীবনের পাঁচ মৌলিক শিক্ষা নিহিত।

প্রথম সত্য, পেন্সিল সুন্দর লেখা তৈরি করার সম্ভাবনা রাখে। তবে ওই সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ দিতে প্রয়োজন পথপ্রদর্শক একখানি হাত। জীবনেও তাই শিক্ষক, অভিভাবক বা পরামর্শদাতার নির্দেশনা ছাড়া প্রতিভা দিয়েই পথ চলা কঠিন। দ্বিতীয় সত্য, পেন্সিল মাঝে মাঝে ছাঁটাই করতে হয়। ছাঁটাই কষ্টদায়ক হলেও পেন্সিল হয় আরও তীক্ষ্ণ। আমাদের জীবনের প্রতিকূল ও কঠিন মুহূর্তগুলোও তেমনই বেদনাদায়ক মনে হলেও এগুলোই ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও মানসিক দৃঢ়তার মূল চালিকাশক্তি বা রূপান্তরকারী। তৃতীয় সত্য পেন্সিলের রাবারে অন্তর্নিহিত। ভুল হলে ভুল মুছে ফেলে আবার নতুন করে লেখা যায়— জীবনেও ভুলের পর ফিরে আসার সুযোগ জিইয়ে থাকে। চতুর্থ সত্য, কাঠের আবরণ বাহ্যিক গঠন বই আর কী! পেন্সিলের কার্যকারিতা নির্ভর করে গ্রাফাইট অংশে— মানুষের ক্ষেত্রেও তাই— পোশাক, চেহারা বা পরিচয়ের চেয়ে চরিত্রই আসল সম্পদ। পঞ্চম সত্য, প্রতিটি পেন্সিল একেকটি দাগ রেখে যায়। প্রত্যেক মানুষও স্ব স্ব কর্মের মধ্য দিয়ে মায়াবী সংসারে একেকটি চিহ্ন রেখে যান! রেখে যান বঞ্চিত জীবনের সঞ্চিত সার্থক মাইলফলক— ভূষিত বিশিষ্ট বুদ্ধিদীপ্ত স্মৃতিময় একেকটি অর্জন। আলোচ্য পেন্সিলের রূপকথা শিক্ষার্থীদের জন্য যেমন প্রাসঙ্গিক, তেমনই শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। কেননা, শিক্ষকতা একদিকে পাঠ্যক্রম সম্পন্ন করার কাজ, অন্যদিকে মানুষ গড়ার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও বটে। এই দায়িত্ব কার্যকরভাবে পালন করতে হলে শিক্ষককে বিষয়জ্ঞানের পাশাপাশি মনোবিজ্ঞানের ওপর-ও দক্ষতা গড়ে তুলতে হয়।

শিক্ষার ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, আমরা দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষাকে একমুখী প্রক্রিয়া হিসেবেই দেখে আসছি; শিক্ষক বলবেন, শিক্ষার্থী শুনবে ও মুখস্থ করবে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শিক্ষার এই একমুখী ধারণা বদলাতে থাকে। মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞান একযোগে স্পষ্ট করতে শুরু করে, প্রচলিত লেকচারভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতি (একমুখী) মানব মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। সুইস মনোবিদ জাঁ পিয়াজের বিখ্যাত জ্ঞানীয় বিকাশ তত্ত্ব মতে, শিশুর মস্তিষ্ক বিভিন্ন বয়সে বিভিন্নভাবে কাজ করে। পাঁচ বছরের শিশু যেভাবে পৃথিবীকে বোঝে, দশ বছরের শিশু সেভাবে বুঝতে পারে না। কিশোর বয়সে মানুষ দৃশ্যমান বাস্তবতার বাইরে গিয়ে ধারণা ও তত্ত্বের জগতে চিন্তা করার ক্ষমতা অর্জন করে। বয়সভেদে মানসিক বিকাশ ভিন্ন হয়। বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীদের ওপর একই পদ্ধতি প্রয়োগ করলে বিভ্রান্তি তৈরি হওয়াই স্বাভাবিক। তাই কার্যকর শিক্ষা দিতে হলে বয়স অনুযায়ী শিক্ষাপদ্ধতি বেছে নেওয়া মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অপরিহার্য। এরূপ প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন আমেরিকান শিক্ষাবিদ বেঞ্জামিন ব্লুম এবং তাঁর বিখ্যাত ব্লুমের শ্রেণিবিন্যাস বা Bloom's Taxonomy। ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত এই তত্ত্ব আজও শিক্ষাবিজ্ঞানের মেরুদণ্ড। ব্লুম বলেছিলেন, শেখার ছয়টি স্তর আছে— স্মরণ করা, বোঝা, প্রয়োগ করা, বিশ্লেষণ করা, মূল্যায়ন করা এবং সৃষ্টি করা। তবে তাঁর ১৯৫৬ সালের মূল শ্রেণিবিন্যাসে সর্বোচ্চ স্তর ছিল 'মূল্যায়ন' (Evaluation)। 'সৃষ্টি' (Creating) স্তরটি ২০০১ সালে ব্লুমের ছাত্র লরিন অ্যান্ডারসন ও ডেভিড ক্র্যাথউহলের নেতৃত্বে পরিমার্জিত সংস্করণে সংযোজিত হয়। আমাদের অধিকাংশ শ্রেণিকক্ষ ব্লুম কথিত প্রথম স্তরেই আটকে থাকে। মুখস্থ করে পরীক্ষায় ভাল ফল করলেও শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনে অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগে অসুবিধায় পড়ে। কেননা— বোঝার প্রক্রিয়া ছাড়া স্মৃতি কখনও জ্ঞানে রূপ নেয় না। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, পড়ার মাধ্যমেই শেখা শিক্ষার্থীরা ৭২ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ তথ্য ভুলে যায়— কিন্তু যারা শোনা, দেখা, প্রশ্ন করা এবং প্রয়োগের মাধ্যমে শিখে, তাদের মনে রাখার ক্ষমতা অনেক বেশি হয়। সক্রিয় শিক্ষণ পদ্ধতিতে শেখা বেশি স্থায়ী ও কার্যকর হয় এবং গভীর বোধ তৈরি করে। এ কারণেই আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান সক্রিয় শিক্ষণ পদ্ধতি বা active learning-র ওপর এত জোর দেয়।

উল্লেখ্য, পুনরাবৃত্তি ও প্রয়োগের অভাবে শেখা তথ্য দ্রুত স্মৃতি থেকে মুছে যায়, হারম্যান এব্বিংহাউসের 'forgetting curve' তত্ত্বে একথা প্রমাণিত। পদ্ধতি বদলালেই সুখপ্রদ সাফল্য হস্তগত হয় না। শিক্ষার মান উন্নত করতে পদ্ধতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের মানসিক অবস্থার দিকেও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। কেননা, শিক্ষার পরিবেশ গঠনে শিক্ষকের মানসিক অবস্থাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মনোবিজ্ঞানে 'mirror neuron' বা দর্পণ-নিউরনের ধারণা এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতালীয় বিজ্ঞানী জিয়াকোমো রিজোলাত্তি ও তাঁর সহকর্মীরা নব্বইয়ের দশকে পার্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাকাক বানরের ওপর গবেষণাকালে মিরর নিউরন আবিষ্কার করেন। ম্যাকাক নিউরন মানুষকে অন্যের আবেগ ও আচরণ অনুকরণ করতে সাহায্য করে। শিশুরা বিশেষভাবে এই প্রভাবের কাছে সংবেদনশীল। ক্লান্ত, বিরক্ত বা উদাসীন অবস্থায় শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করলে শিক্ষকের মানসিক অবস্থা বা অনুভূতি শিক্ষার্থীদের মাঝে বা শিক্ষার পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে। বিপরীতে— প্রাণবন্ত, আত্মবিশ্বাসী ও উৎসাহী শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ বদল করে শিক্ষার্থীদের মনোজগৎ ইতিবাচকরূপে প্রভাবিত করতে পারেন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মনোবৈজ্ঞানিক বাস্তবতা হলো মনোযোগের সীমাবদ্ধতা। গবেষণা বলছে, গড় প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মনোযোগ ধরে রাখার সক্ষমতা মাত্র ১০ থেকে ২০ মিনিট, কিশোরদের ক্ষেত্রে বয়স ও বিষয়ের ওপর নির্ভর করে তা ৭ থেকে ১৫ মিনিট পর্যন্ত হতে পারে। উল্লেখ্য, কিশোরদের মনোযোগ সাধারণত স্বল্প সময়ে পরিবর্তিত হয়— গড়ে ৭-১৫ মিনিটের মধ্যে ওঠানামা করে, তবে আগ্রহ ও পরিবেশের ওপর তা নির্ভরশীল। আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে ৪৫ মিনিটের একটানা বক্তৃতা এখনও প্রচলিত। একঘেয়ে বা আকর্ষণহীন ক্লাসের দায় শিক্ষণ-পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা। তাই প্রতি ১০-১৫ মিনিট পরপর প্রশ্ন, গল্প, ছোট আলোচনা বা দলীয় কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ পুনরুজ্জীবিত করা শিক্ষকের দায়িত্ব। শ্রেণিকক্ষের মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে ভয় ও সম্মানের পার্থক্য বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। অনেক শিক্ষক মনে করেন, নীরব শ্রেণিকক্ষই সফল শিক্ষার মানদণ্ড বা চিহ্ন। এ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানী আব্রাহাম মাসলো তাঁর 'A Theory of Human Motivation' (১৯৪৩) প্রবন্ধে চাহিদার ক্রমতালিকা বা Hierarchy of Needs তত্ত্বে বলেছেন, মানুষের শেখার জন্য নিরাপত্তার অনুভূতি অপরিহার্য। ভয়ের পরিবেশে শিক্ষার্থী প্রশ্ন করতে সাহস পায় না, ভুল করার ঝুঁকি নেয় না। তাই তার বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ থমকে যায়। বিপরীতে, যে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী নিরাপদ মনে করে; প্রশ্ন করা যায়, ভুল হলে হাসাহাসি হয় না, ব্যর্থতাকে শেখার সুযোগ হিসেবে দেখা হয়— সেখানে প্রকৃত শিক্ষার পরিবেশ তৈরি হয়। এই প্রসঙ্গে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী ক্যারল ডুয়েকের গবেষণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর দীর্ঘ গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে, শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করার ভাষা তাদের ভবিষ্যৎ মানসিকতা নির্ধারণ করে। 'তুমি খুব মেধাবী'— এই ধরনের প্রশংসা শিশুর মনে বিশ্বাস তৈরি করে যে মেধা জন্মগত এবং স্থির— ডুয়েক এটিকে বলেছেন 'fixed mindset'। তাই শিশু কঠিন চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে চলে, কারণ ব্যর্থ হলে তার মেধার ভাবমূর্তি নষ্ট হবে। কিন্তু 'তুমি অনেক পরিশ্রম করেছ' বা 'তোমার চেষ্টাটা অসাধারণ ছিল'— এ জাতীয় প্রশংসা শিশুকে বোঝায় যে প্রচেষ্টাই নির্ধারক। এই মানসিকতাকে ডুয়েক বলেছেন 'growth mindset' বা বিকাশমান মানসিকতা। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Mindset : The New Psychology of Success' (২০০৬) এই তত্ত্বের পূর্ণ বিবরণ দেয়। যে শিক্ষার্থীর মধ্যে এই মানসিকতা গড়ে ওঠে, ওই শিক্ষার্থী ব্যর্থতাকে শেখার সুযোগ হিসেবে দেখে। শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক দিকগুলো বোঝার ক্ষমতাই শিক্ষকতার মান বা সাধারণ শিক্ষক ও অসাধারণ শিক্ষকের পার্থক্য নির্ধারণ করে। শিক্ষকের জন্য বিষয়জ্ঞান অপরিহার্য হলেও পাশাপাশি আরও দক্ষতার প্রয়োজন থাকে।

হার্ভার্ড গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব এডুকেশনের অধ্যাপক হাওয়ার্ড গার্ডনার তাঁর 'Frames of Mind' গ্রন্থ (১৯৮৩)-র বহুবিধ বুদ্ধিমত্তার তত্ত্বে (Theory of Multiple Intelligences) বলেছেন, প্রতিটি শিশুর বুদ্ধিমত্তার ধরন আলাদা। কেউ ভাষায় দক্ষ, কেউ গণিতে, কেউ সঙ্গীতে আর কেউ বা সম্পর্ক স্থাপনে। একটিমাত্র পদ্ধতিতে সব শিশুকে শেখানো মানে বেশিরভাগ শিশুকে তাদের শক্তির জায়গা থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া। শিক্ষকতা আসলে এক ধরনের শিল্প। এই শিল্পে দক্ষ হতে হলে শিক্ষককে হতে হয় মনোযোগী পর্যবেক্ষক, সহানুভূতিশীল শ্রোতা এবং সৃজনশীল পথপ্রদর্শক। তাঁকে বুঝতে হবে কোন্ শিক্ষার্থী কী কারণে পিছিয়ে পড়ছে— পারিবারিক সঙ্কট, মানসিক চাপ, নাকি পদ্ধতির সঙ্গেই মেলাতে না পারা। প্রত্যেক শিশুর মধ্যে একেকটি অদেখা অচেনা অভ্যন্তরীণ কল্পনা ও ভাবনার জগৎ আছে— ওই জগতের দরজায় কড়া নাড়তে পারাটাই শিক্ষকতার আসল মুনশিয়ানা। প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতি উন্নয়ন ও গঠনে শিক্ষকের মনোবৈজ্ঞানিক অনুধাবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকদের মনোবৈজ্ঞানিক দক্ষতাকে স্বীকৃতি ও গুরুত্ব দেওয়ার মাধ্যমে অধ্যক্ষ বা শিক্ষা সমন্বয়কারী সমগ্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাসংস্কৃতিকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে পারেন। তখন শ্রেণিকক্ষ হয়ে ওঠে আনন্দময় অনুসন্ধানের স্থান, পরীক্ষা শেখার পরিমাপক এবং ব্যর্থতা নতুন শুরুর সুযোগে পরিণত। পেন্সিলের প্রাগুক্ত পঞ্চ দর্শনে ফিরে আসি। গ্রাফাইট চোখে দেখা না গেলেও পেন্সিলের মাধ্যমে লেখা তৈরির মূল ভিত্তি। একজন শিক্ষকেরও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ তাঁর অন্তরের মনুষ্যত্ব ও মানবিকতা— শিশুর প্রতি ভালবাসা, শিক্ষাদানের আনন্দ এবং সম্ভাবনা দেখার ক্ষমতা। আর পেন্সিল যেমন দাগ রেখে যায়, তেমনই শিক্ষকও শিক্ষার্থীর জীবনে স্থায়ী ছাপ রেখে যান— সময়ের সঙ্গে যা তাদের চিন্তা, আচরণ ও মূল্যবোধের অংশ হয়ে ওঠে। শিক্ষা যদি শুধু পাঠদান না হয়ে মানব গঠনের প্রয়াসে পরিণত হয়, তখনই শিক্ষকতা এক মহৎ মিশন হয়ে ওঠে। ওই মিশনে সফল হতে জ্ঞান ও দক্ষতার পাশাপাশি সবার আগে দরকার বোঝার ইচ্ছা। বোঝার ইচ্ছা হলো প্রত্যেক শিশুর অন্তর্জগৎ এবং তার শেখার পথকে গভীরভাবে অনুধাবন করার আগ্রহ। তাই শিক্ষকতা মানে উত্তর দেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীর মনে প্রশ্নের জন্ম দেওয়া, কল্পনার জগৎকে প্রসারিত করা, স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা গড়ে তোলা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কোমল হাতে বিকশিত করার দরজা খুলে দেওয়ার গভীর, তাৎপর্যপূর্ণ ও মানসিক প্রক্রিয়া।

ট্রেনে-বাসে যাতায়াত মন্ত্রী-সাংসদদের! প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সাড়া যোগীর

কনভয়ে কমছে গাড়ি

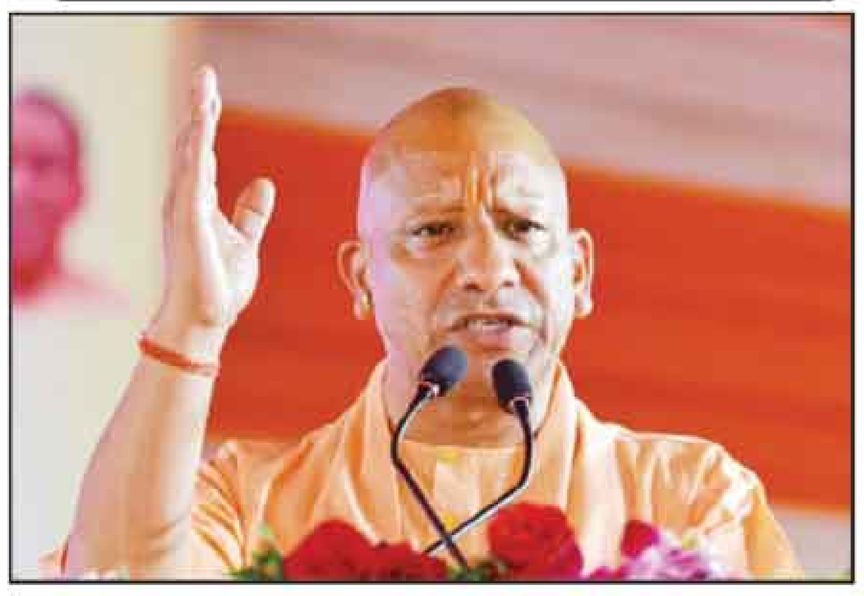

লখনউ, ১৩ মে : পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের জেরে জ্বালানি সংকটে সিঁদুরে মেঘ ভারতের আকাশে। ভোটপর্ব মেটার পর জ্বালানি তেলের দামবৃদ্ধির জল্পনাও মাথাচাড়া দিতে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় দেশবাসীর কাছে জ্বালানি বাঁচানোর আর্জি জানাচ্ছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবার বড় ঘোষণা করলেন। এবার থেকে উত্তরপ্রদেশের সাংসদ-বিধায়কদের একদিন করে গণপরিবহনে যাতায়াত করতে হবে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক কর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন, এবার থেকে মন্ত্রী এবং ভিভিআইপিদের কনভয়ে গাড়ির সংখ্যা অন্তত ৫০ শতাংশ কমাতে হবে। মঙ্গলবার থেকেই ওই নির্দেশিকা কার্যকর হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঘোষণা মতো, পেট্রল-ডিজেলের ব্যবহার কমাতে ও অন্যান্য স্তরে সাশ্রয় করার লক্ষ্যে যতটা সম্ভব ওয়ার্ক ফ্রম হোম করার নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, সপ্তাহে অন্তত একদিন মন্ত্রী, বিধায়ক এবং সাংসদদের 'নো ভেহিকল ডে' পালন করতে হবে। ওইদিন কোনও ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার না করে বাসে-ট্রেনে যাতায়াত করতে হবে। যোগী সরকারের মূল উদ্দেশ্য সচেতনতা বৃদ্ধি হলেও একই সঙ্গে জ্বালানি সঞ্চয় করা যাবে বলেও দাবি করছেন প্রশাসনের কর্তারা।

উল্লেখ্য, গত রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি হায়দরাবাদের এক অনুষ্ঠানে বলেন, এই মুহূর্তে পেট্রোল-ডিজেল, রান্নার গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের মিতব্যয়ী হওয়া প্রয়োজন। একান্ত প্রয়োজন হলে তবেই আমদানিকৃত পেট্রোলিয়াম পণ্য ব্যবহার করা উচিত দেশবাসীর। এর ফলে আমাদের শুধুমাত্র বৈদেশিক মুদ্রাই সাশ্রয় হবে না, যুদ্ধের জেরে দেশে তৈরি হওয়া নেতিবাচক প্রভাব কমাতেও সাহায্য করবে। প্রধানমন্ত্রীর এই বার্তা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। সরকার এখনও পর্যন্ত পেট্রোল, ডিজেল ও মধ্যবিত্তের রান্নার গ্যাসের দাম না বাড়ালেও রিপোর্ট বলছে, আগামী ১৫ মে-র আগে জ্বালানি তেলের দাম বাড়াতে পারে কেন্দ্র। তার আগে নরেন্দ্র মোদির এই মিতব্যয়ী হওয়ার বার্তা কার্যকর করতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মাঠে নেমে পড়েছে বিজেপি। একাধিক বিজেপি নেতা মন্ত্রী কনভয় থেকে গাড়ি কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে যোগী সরকারের নো ভেহিকল ডে পালন করাটা বেশ অভিনব ও চমকপ্রদ।

বহু আন্তর্জাতিক উড়ান বন্ধ করল এয়ার ইন্ডিয়া

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : দেশবাসীকে বিদেশযাত্রা কমাতে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই ডাকে সাড়া দিচ্ছে এয়ার ইন্ডিয়া! আপাতত তিনমাসের জন্য একগুচ্ছ আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবা বাতিল করে দিয়েছে বিমান পরিবহন সংস্থাটি। যদিও এয়ার ইন্ডিয়ার তরফে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা নিয়ে কিছু বলা হয়নি। কেন আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবা বন্ধ করা হল, সেই নিয়ে বিবৃতি জারি করেছে এয়ার ইন্ডিয়া। একাধিক রুটের বিমান বন্ধ হলেও আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ করছে না উড়ান সংস্থাটি।

শিকাগো, নিউ ইয়র্কের মতো একাধিক মার্কিন শহরে উড়ান পরিষেবা একেবারে বন্ধ করেছে এয়ার ইন্ডিয়া। উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো হয়েছে ইউরোপ এবং অস্ট্রেলিয়াগামী উড়ানের সংখ্যা। সিঙ্গাপুর, ব্যাঙ্কক, ঢাকা, কাঠমাণ্ডু, কলম্বোর মতো শহরগুলির উড়ান পরিষেবাতেও অনেকখানি কাটছাঁট করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গরমের ছুটির আবহে সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কার মতো দেশগুলিতে বেড়াতে যান অনেক ভারতীয়ই। কিন্তু সেখানে যাওয়ার উড়ান পরিষেবা অনেকখানি কমিয়ে দিল এয়ার ইন্ডিয়া। সব মিলিয়ে অন্তত ৭টি উড়ান পরিষেবা আগস্ট মাস পর্যন্ত একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ২২টি আন্তর্জাতিক উড়ানের সংখ্যা কমেছে। উল্লেখ্য, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের জেরে সারা বিশ্বেই বাড়ছে অপরিশোধিত তেলের দাম যার প্রত্যক্ষ প্রভাবে বিমানের জ্বালানির দাম বাড়ছে হুহু করে। এহেন পরিস্থিতিতে দিনকয়েক আগেই এয়ার ইন্ডিয়ার তরফে জানানো হয়, প্রতিদিন প্রায় ১০০টি ফ্লাইট কমানো হবে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক-দুই ধরনের রুটেই। সেই একই যুক্তি দেখিয়ে বুধবার আন্তর্জাতিক বিমানে কাটছাঁটের ঘোষণা করেছে এয়ার ইন্ডিয়া। বিবৃতি দিয়ে বলা হয়, 'বেশ কিছু এলাকায় আকাশসীমা এখনও বন্ধ। সেই সঙ্গে জেট ফুয়েলের দাম চড়চড়িয়ে বাড়ছে। সেকারণেই কাটছাঁট করতে বাধ্য হচ্ছে সংস্থা।'

প্রসঙ্গত, রবিবার দেশবাসীর উদ্দেশে বার্তা দিয়ে মোদি বলেন, 'দেশপ্রেম মানে শুধু সীমান্তে জীবন উৎসর্গ করা নয়। দেশপ্রেম মানে দায়িত্বশীলভাবে জীবনযাপন করা এবং দৈনন্দিন জীবনে দেশের প্রতি আমাদের কর্তব্য পালন করা। এখন সংকটের সময়ে, অন্তত এক বছরের জন্য আমাদের বিদেশে যাওয়ার ভাবনাকে সরিয়ে রাখতে হবে। ভারতে অনেক জায়গা আছে। ওখানে আপনারা যেতে পারেন। বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচানোর যত উপায় আছে, সব আমাদের করতে হবে। এই ঘোষণার পরেই ভারতীয়দের পছন্দের একাধিক জায়গার উড়ান পরিষেবায় কোপ পড়েছে।

জয়ললিতার দলের ২৫ বিধায়কের সমর্থনে তামিলনাড়ুতে আস্থা ভোটে জয়ী নয়া মুখ্যমন্ত্রী বিজয়

চেন্নাই, ১৩ মে : বিরাট স্বস্তি টিভিকে শিবিরে। তামিলনাড়ুতে আস্থা ভোটে জয়ী নয়া মুখ্যমন্ত্রী বিজয়। সবমিলিয়ে তাঁর পক্ষে ভোট পড়েছে মোট ১৪৪টি। বিজয়কে সমর্থন করেছেন জয়ললিতার দল এডিএমকে-র 'বিদ্রোহী' ২৫ জন বিধায়ক। তবে ভোটদান থেকে বিরত থেকেছেন চার পিএমকে বিধায়ক এবং একজন বিজেপির বিধায়ক। কিন্তু আস্থা ভোটে অংশ নেয়নি এম কে স্ট্যালিনের দল ডিএমকে। ২৩৪ আসন বিশিষ্ট তামিলনাড়ু বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ১১৮টি আসন। কিন্তু কোনও দল বা জোটই তা ছুঁতে পারেনি। বিধানসভা ভোটে একক বৃহত্তম দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেও জাদু সংখ্যা থেকে বেশ কিছুটা দূরে ছিল বিজয়ের দল টিভিকে। বিধানসভা নির্বাচনে বিজয়ের দলের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা ১০৮। এদিকে, বিজয় দু'টি আসনে জয়ী হওয়ায় তাদের বিধায়ক সংখ্যা ১০৭। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের পাঁচ বিধায়ক সমর্থন করে টিভিকে-কে। শুধু তা-ই নয়, দুই বাম দলের চার বিধায়কও বিজয়ের পাশে দাঁড়ান। পরে ভিসিকে, মুসলিগ লিগের সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেন বিজয়। তাঁর পক্ষে ছিলেন মোট ১২০ জন বিধায়ক, যা মোটেই স্বস্তিদায়ক নয়। যে কোনও মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে সরকার। এই পরিস্থিতিতে বুধবার বিধানসভায় আস্থাভোটে শক্তিপরীক্ষায় নামেন বিজয়। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল এডিএমকে প্রধান ই পালানিস্বামীর একাধিকবার বারণ সত্ত্বেও বুধবার আস্থা ভোটে বিজয়কে সমর্থন করেছেন তাঁর দলের ২৫ জন বিধায়ক। এর ফলে আড়াআড়ি ভাবে ভেঙে গেল এডিএমকে। মঙ্গলবারই সূত্র মারফত জানা গিয়েছিল, এডিএমকের অন্তত ৩০ জন বিধায়ক বিজয়কে সমর্থন করতে ইচ্ছুক। এমনকী দলের প্রধান যদি বিজয়কে সমর্থনে রাজি না হন, তাহলে তাঁরা সদলবলে পালানিস্বামীকে ছেড়ে নিজেরাই জয়ললিতার দলের মালিকানা দাবি করতে পারেন। এই 'বিদ্রোহী' বিধায়কদের নেতা হলেন ৩ বারের রাজ্যসভার সাংসদ সি ভি সন্মুগামগ এবং এস পি ভেলুমানি। তাঁদের দাবি, দুই তৃতীয়াংশ বিধায়ক তাঁদের সঙ্গে। তবে তাঁরা দল ভাঙাতে চান না। দলের প্রধান পালানিস্বামীর উচিত বিধায়কদের দাবি মেনে বিজয়কে সমর্থন করা। কিন্তু তাতে কর্ণপাত করেননি এডিএমকে প্রধান। শেষমেশ বুধবার ৩০ জনের মধ্যে ২৫ জন 'বিদ্রোহী' এডিএমকে বিধায়ক বিজয়কে সমর্থন করলেন।

৩৮ বছর বয়সে মারা গেলেন মুলায়মের কনিষ্ঠ পুত্র প্রতীক

লখনউ, ১৩ মে : মাত্র ৩৮ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন মুলায়ম সিংহ যাদবের কনিষ্ঠ পুত্র প্রতীক যাদব। বুধবার ভোরে তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় লখনউয়ের সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে তাঁর অকালমৃত্যুর কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। তাই বিষয়টি নিয়ে রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। একটি সূত্রের দাবি, গত কয়েক দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন প্রতীক। কয়েক সপ্তাহ আগে তাঁকে লখনউয়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। সেই সময় তাঁকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন সমাজবাদী পার্টি (এসপি)-র নেতা তথা মুলায়মের জ্যেষ্ঠপুত্র অখিলেশ যাদব। প্রতীকের শারীরিক অবস্থার সামান্য উন্নতি হলে তাঁকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল।

মঙ্গলবার রাতে প্রতীকের শারীরিক অবস্থার ফের অবনতি হয়। লখনউয়ের সিভিল হাসপাতালের অধিকর্তা জিপি গুপ্ত জানিয়েছেন, ভোর ৫টা নাগাদ তাঁরা প্রতীকের অসুস্থতার খবর পান। তার পরেই চিকিৎসকদের একটা দল মুলায়ম-পুত্রের বাড়িতে যায়। তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি সঙ্কটজনক থাকায় তড়িঘড়ি প্রতীককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকদের চেষ্টা ব্যর্থ করে ৫টা ৫৫ মিনিটে মারা যান প্রতীক। ইতোমধ্যেই হাসপাতাল চত্বরে পৌঁছেছেন যাদব পরিবারের সদস্যেরা। পুলিশি নিরাপত্তা আরও আঁটোসাঁটো করা হয়েছে সেখানে। বুধবারই প্রতীকের দেহের ময়নাতদন্ত করা হবে বলে জানা গিয়েছে। প্রতীক সমাজবাদী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা তথা উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুলায়মের দ্বিতীয় পত্নী সাধনা গুপ্তের পুত্র। সেই হিসাবে প্রতীক হলেন অখিলেশের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বা সৎভাই। পুরোদস্তুর রাজনৈতিক পরিবারে বড় হলেও রাজনীতিতে কোনও দিনই খুব বেশি সক্রিয় হননি। বরং ব্যবসায় মনোনিবেশ করেছিলেন। ব্রিটেনে উচ্চশিক্ষা শেষ করার পর জমি-বাড়ির ব্যবসায় নামেন প্রতীক। লখনউয়ে একটি জিম চালু করেন। ২০১১ সালে অপর্ণা বিস্ত (অধুনা যাদব)-কে বিবাহ করেন প্রতীক।

প্রতীকের স্ত্রী অপর্ণা অবশ্য বরাবরই রাজনীতিতে বেশ সক্রিয়। ২০১৭ সালে উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনে লখনউ ক্যান্টনমেন্ট আসন থেকে সমাজবাদী পার্টির টিকিটে লড়েছিলেন তিনি। কিন্তু বিজেপির রীতা বহুগুণা জোশীর কাছে হেরে যান। ২০২২ সালে সমাজবাদী পার্টি ছেড়ে অপর্ণা বিজেপিতে যোগ দেন। বর্তমানে তিনি উত্তরপ্রদেশের রাজ্য মহিলা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান। সম্প্রতি স্ত্রী অপর্ণার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করতে চেয়ে সংবাদ শিরোনামে এসেছিলেন প্রতীক। জানুয়ারি মাসে সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে অখিলেশের ভাই লিখেছিলেন, 'আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই স্বার্থপর মহিলাকে বিচ্ছেদ দিতে যাচ্ছি। সে আমার পারিবারিক বন্ধন নষ্ট করে দিয়েছে। সে খুব বিখ্যাত এবং প্রভাবশালী হতে চায়। আমার মানসিক স্বাস্থ্য খুবই খারাপ। কিন্তু সেই সব নিয়ে মাথা ঘামায় না সে। ও কেবল নিজের ছাড়া কিছুই বোঝে না। ওকে বিয়ে করা আমার কাছে দুর্ভাগ্যজনক। তবে এই পোস্ট নিয়ে সন্দেহপ্রকাশ করেন অপর্ণার ভাই। তিনি দাবি করেছিলেন, প্রতীকের অ্যাকাউন্ট 'হ্যাক' করে ওই পোস্ট করা হয়েছে।

লড়াইয়ের ময়দান ছাড়ব না, হুঙ্কার হেজবুল্লা প্রধান নাইম কাসেমের

বেইরুট, ১৩ মে : লড়াইয়ের ময়দান ছাড়ব না। হাতের অস্ত্রও নামবে না। দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের জন্য আমরা প্রস্তুত। ইজরায়েলকে নরক বানানোর শপথ নিয়ে এমনটাই বললেন হেজবুল্লা প্রধান নাইম কাসেম। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছে, আমাদের সশস্ত্র বাহিনী এবং অস্ত্রশস্ত্র সম্পূর্ণ লেবাননের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এগুলি নিয়ে কোনও সমঝোতা হবে না। সূত্রের খবর, লেবানন সরকারের সঙ্গে ভবিষ্যৎ সহযোগিতার জন্য পাঁচ দফার একটি রূপরেখাও উপস্থাপন করেছেন কাসেম। তার মধ্যে রয়েছে ইজরায়েলি আগ্রাসন বন্ধ করে লেবাননের সার্বভৌমত্ব সুরক্ষিত করা, ইজরায়েল দ্বারা লেবাননের অধিকৃত ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার করে ইহুদি সেনাকে সেখান থেকে সরানো, বন্দিদের মুক্তি, দক্ষিণ লেবাননে বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের ঘরে ফিরিয়ে এনে তাঁদের পুনর্বাসন নিশ্চিত করা। অন্যান্য দেশগুলিকে সতর্ক করে হেজবুল্লা প্রধান বলেন, 'লেবাননের অস্ত্রশস্ত্র এবং সামরিক বিষয়বস্তুগুলি নিয়ে বাইরের কারও কোনও কথা বলার অধিকার নেই। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, হেজবুল্লাহ প্রধান স্পষ্ট করেছেন, লেবাননের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলি নিয়ে বাইরের কারও কোনও ধারণা নেই। তিনি বলেন, 'আমাদের দেওয়া পাঁচ দফা শর্ত যদি লেবানন সরকার মেনে নেয়, তাহলে আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলি নিয়েও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ভাবব। একইসঙ্গে ইজরায়েলের সঙ্গে যে তিনি আলোচনার টেবিলে বসবেন না, সেকথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

ভারতীয় পর্যটকদের উপর একগুচ্ছ বিধিনিষেধ! চাপে পড়ে বিবৃতি দিল নেপাল

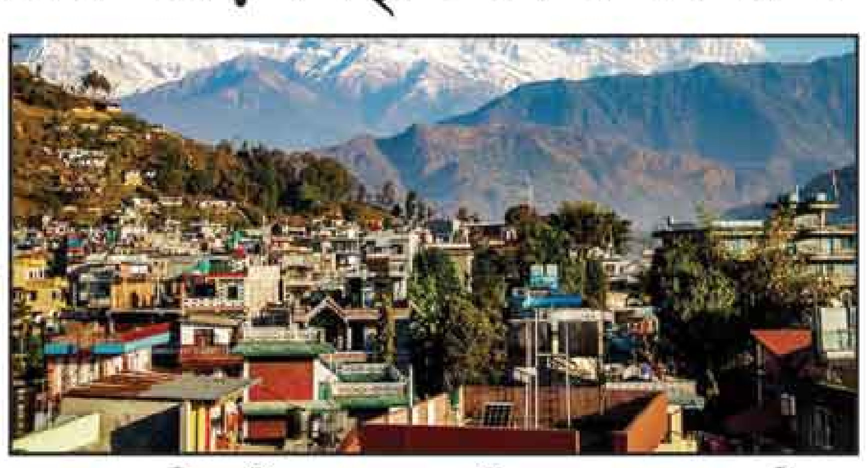

কাঠমান্ডু, ১৩ মে : নেপালে ভ্রমণকারী ভারতীয় পর্যটকদের উপর নয়া বিধিনিষেধের জল্পনা ওড়াল নেপাল সরকার। মাঝে খবর ছড়ায় ভারতীয় পর্যটকের সংখ্যা কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতিবেশী দেশটি। সেই কারণেই তাঁদের উপর কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। যদিও বুধবার এই সংবাদকে 'ভিত্তিহীন' বলল প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক এবং নেপাল ট্যুরিজম বোর্ড।

নেপাল ট্যুরিজম বোর্ড এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নেপালে ভারতীয় দর্শনার্থীদের ভ্রমণ বিধিমালা বিষয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যম ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে প্রচারিত বিভ্রান্তিকর এবং ভ্রান্ত তথ্যের বিষয়ে বোর্ড গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। নেপাল-ভারত সীমান্ত ডিঙোতে ভারতীয়দের জন্য বাধ্যতামূলক পরিচয়পত্র, ভারতীয় পর্যটকরা সেদেশে সর্বোচ্চ ৩০ দিন থাকতে পারবেন। অতিরিক্ত সময় থাকলে যানবাহন বাজেয়াপ্ত করা হবে, নেপাল সরকার এমন নতুন বিধিনিষেধ আরোপ করেছে বলে দাবি করা প্রতিবেদনগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং বিভ্রান্তিকর। নেপাল ট্যুরিজম বোর্ডের বিবৃতিতে স্পষ্ট করা হয়েছে, ভারতীয় পর্যটকদের সেদেশে থাকার সময়সীমা নিয়ে কোনও নির্দেশিকা জারি করেনি নেপাল সরকার। কোনও নতুন নীতি চালু করেনি। নেপাল-ভারতের মধ্যে উন্মুক্ত সীমান্ত ব্যবস্থা ও দ্বিপাক্ষিক বোঝাপড়ায় কোনও পরিবর্তনও আনা হয়নি। দুই দেশের মানুষের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক বন্ধন এবং পর্যটন সহযোগিতা অপরিবর্তিত রয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে, নতুন অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত যানবাহনে স্থলপথে নেপালে প্রবেশকারী ভারতীয় পর্যটক এবং আন্তর্জাতিক দর্শনার্থীদের ভ্রমণকে আরও সুবিধাজনক করে তোলা হয়েছে। এখন থেকে অনলাইনে যানবাহনের শুল্ক পরিশোধ করা যাবে এবং সেই মতো প্রবেশপত্রও মিলবে। প্রসঙ্গত, গত এপ্রিল মাসে নেপালে ভারতীয়দের প্রবেশে একাধিক নতুন নিয়ম সামনে আসে। সীমানায় পা রাখলেই সবার আগে গাড়ি নথিভুক্ত করতে হবে। সঙ্গে রাখতে হবে বৈধ পারমিট। বছরে ৩০ দিনের বেশি ভারতীয় গাড়ি নেপালের রাস্তায় রাখা যাবে না। প্রতিদিনের জন্য গুনতে হবে মাশুল। একটুও ভুলচুক হলে গাড়ি বাজেয়াপ্ত করবে প্রশাসন। এমনকী নিয়ম ভাঙার অপরাধে আপনার প্রিয় গাড়িটি চিরতরে খোয়া যেতে পারে। খবর ছড়ায় যে নেপাল সরকার জানিয়ে দিয়েছে, ১০০ নেপালি মুদ্রার (ভারতীয় মূল্যে যা প্রায় ৬২ টাকা) বেশি কেনাকাটা করলেই দিতে হবে কাস্টমস ডিউটি। পণ্যের ধরন অনুযায়ী ৫ থেকে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক চাপানো হতে পারে।

পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের আঁচ ভারতে, দেশে কতদিনের জ্বালানি মজুত রয়েছে? মুখ খুলল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের জেরে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে গত রবিবার দেশবাসীর উদ্দেশে বিশেষ বার্তা দিয়ে একগুচ্ছ আর্জি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু এই সংকটের পরিস্থিতিতে দেশে কতদিনের জ্বালানি মজুত রয়েছে, তা নিয়ে মুখ খুলল কেন্দ্র। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী আশ্বাস দিয়ে জানান, দেশে জ্বালানি ও রান্নার গ্যাসের সরবরাহ স্থিতিশীল রয়েছে। তিনি বলেন, 'জ্বালানি নিয়ে উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। দেশে ৬৯ দিনের অপরিশোধিত তেল এবং ৪৫ দিনের তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি)-এর মজুত রয়েছে। তিনি আরও বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে রান্নার গ্যাসের সরবরাহে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তা নিশ্চিত করতে সরকার এলপিজি উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে। দৈনিক উৎপাদন ৩৫ হাজার-৩৬ হাজার টন থেকে বাড়িয়ে ৫৪ হাজার টন করা হয়েছে।

হরদীপের কথায়, সরকার এখনও পর্যন্ত দায়িত্বের সঙ্গে বর্তমান সংকটের মোকাবিলা করে যাচ্ছে এবং দেশজুড়ে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করেছে। প্রসঙ্গত, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের জেরে যে সংকট তৈরি হয়েছে, তা চলে এসেছে ভারতের দুয়ারেও। এই পরিস্থিতিতে রবিবার দেশবাসীকে সংযমী হওয়ার বার্তা দিয়ে একগুচ্ছ আর্জি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একদিকে যেমন করোনাকালের কথা স্মরণ করিয়ে আমজনতাকে বাড়ি থেকে কাজ (ওয়ার্ক ফ্রম হোম) করার পরামর্শ দিয়েছেন। অন্যদিকে, আগামী একবছর বিদেশযাত্রা কিংবা বিদেশে গিয়ে বিয়ের পরিকল্পনাও আপাতত কাটছাঁট করার আর্জি জানিয়েছেন মোদি। একইসঙ্গে পেট্রোল-ডিজেলের ব্যবহার হ্রাস, ভোজ্য তেলের ব্যবহার হ্রাস এবং সোনা কেনাও কমিয়ে আনারও আহবান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

বিপন্ন শৈশব। দাবদাহের দিল্লিতে মঙ্গলবার।

ভারত-পাক কূটনীতি প্রসঙ্গে কেন্দ্রকে সংঘের পরামর্শ, 'খোলা থাক আলোচনার রাস্তা'

মুম্বই, ১৩ মে : সীমান্ত সন্ত্রাস, পর পর জঙ্গি হামলা, ভারত বিরোধী ষড়যন্ত্রের জেরে 'কুকুরের লেজ' পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক কার্যত ছিন্ন করেছে দিল্লি। এই অবস্থায় মোদি সরকারের উদ্দেশে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের বার্তা, পাকিস্তানের সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব ভারতের আস্থা হারিয়েছে। তবে পাকিস্তানের মতো দেশের বিরুদ্ধে ভারত কঠোর হলেও, আলোচনার রাস্তা খোলা রাখা উচিত। সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আরএসএস-এর সাধারণ সম্পাদক দত্তাত্রেয় হোসাবলে বলেন, 'যে কোনও দেশের নিরাপত্তা ও আত্মসম্মান রক্ষা করার অধিকার রয়েছে। বর্তমান সরকারের এই বিষয়টি খেয়াল রাখা উচিত। কিন্তু একইসঙ্গে কূটনৈতিক দরজা পুরোপুরি বন্ধ রাখা উচিত নয় আমাদের। ওদের (পাকিস্তান) সঙ্গে আলোচনার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে আমাদের। পাশাপাশি আরএসএসের সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'দুই দেশের মধ্যে চলমান অচলাবস্থা ভাঙতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল দুই দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ। এই মুহূর্তে সেই পথই অনুসরণ করা উচিত।' প্রচলিত কূটনৈতিক চ্যানেলের বাইরে 'ট্র্যাক টু' কূটনীতি নিয়ে সরকার নীরব থাকলেও, বিরোধী দলের নেতা-সহ বহু বিশিষ্টজন দুই দেশের সুশীল সমাজের মধ্যে কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে মত দিয়ে এসেছেন। এই প্রসঙ্গে আরএসএস নেতা বলেন, 'আমি মনে করি এটাই একমাত্র আশা, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি শেষ পর্যন্ত সুশীল সমাজই দুই দেশের সম্পর্কের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেবে। কারণ আমাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন রয়েছে। একটা সময় আমরা একই জাতির ছিলাম। এই বিষয়ের উপরই জোর দেওয়া উচিত দুই পক্ষের।

উল্লেখ্য, ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর বারবার ভারতের বিরুদ্ধে মারণ আঘাত হেনেছে প্রতিবেশী পাকিস্তান। প্রতিবার মিলেছে যোগ্য জবাবও। অতীতে প্রতিটি সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নতির চেষ্টা করে গিয়েছেন। আর প্রতিবারই পিছন থেকে ছুরি চালিয়েছে জিন্নাহ-র দেশ।

মোদি জমানাতেও পাক সন্ত্রাস রক্তাক্ত করেছে ভারতকে। সবশেষে গত বছর পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার পর পাকিস্তানের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক কার্যত ছিন্ন করেছে ভারত। বাণিজ্য থেকে ভিসা আদানপ্রদান, এমনকী বাতিল করে দেওয়া হয়েছে নেহরু জমানার সিন্ধু জলচুক্তি। যার জেরে রীতিমতো বিপাকে ইসলামাবাদ। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হলেও আলোচনার রাস্তা খোলা রাখার পক্ষেই মত দিল আরএসএস।

তিনের পাতার পর

মন্ত্রিসভায় পাস অভিন্ন দেওয়ানি

কয়েকটি বিষয় অভিন্ন দেওয়ানি বিধির আওতায় থাকবে, যেমন বিয়ের জন্য ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ, বহুবিবাহ বন্ধ, সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার, লিভ ইন রিলেশন ইত্যাদি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ধর্মীয় পরম্পরায় হস্তক্ষেপ না করে অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করা হবে। বিয়ের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক, বিবাহ বিচ্ছেদের নিয়ম কেমন হবে, এসব বিষয়ও অভিন্ন দেওয়ানি বিধির আওতায় পড়বে। তবে উপজাতিদের বাইরে রাখা হবে। ধর্মীয় রীতি-নীতি, পরম্পরা, সেটা হিন্দু-মুসলমান, খ্রিস্টান হোক না কেন, এসব বিষয় অভিন্ন দেওয়ানি বিধির আওতায় থাকবে না। তিনি বলেন, ইতোমধ্যেই উত্তরাখণ্ড, গোয়া এবং গুজরাটে কার্যকর রয়েছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। অসম হবে চতুর্থ রাজ্য, যেখানে এই বিধি কার্যকর করা হবে। ইতোমধ্যেই এ ব্যাপারে কাজ শুরু করেও দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি পালনে তাঁর সরকার যে বদ্ধপরিকর, প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকের সিদ্ধান্তেই তা প্রমাণিত হয়েছে।

এদিকে, আগামী পাঁচ বছরে দু'লক্ষ যুবক-যুবতীকে চাকরি দিতেও মুখ্যসচিবের অধীনে একটি টাস্ক ফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এদিনের বৈঠকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী পাঁচ বছরে দু'লক্ষ যুবক-যুবতীকে কেমন করে চাকরি দেওয়া যায়, তা নিয়ে তিন মাসের মধ্যেই প্রতিবেদন দেবে টাস্ক ফোর্স। আর সেই প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই নেওয়া হবে পদক্ষেপ। নিয়োগের ব্যাপারে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, নিগম, বিশ্ববিদ্যালয়, ষষ্ঠ তফসিলি ভুক্ত পরিষদগুলোর সঙ্গে আলোচনাও করবেন মুখ্যসচিব।

এদিনের বৈঠকে সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজরিকার বছরজোড়া জন্মজয়ন্তীর সমাপ্তি অনুষ্ঠান আগামী ৮ সেপ্টেম্বর দিল্লির ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শংকরদেব কলাক্ষেত্রে ভূপেন হাজরিকার নামে ৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি সংগ্রহালয় নির্মাণ করা হবে। এতে ভূপেন হাজরিকার জীবনের সঙ্গে জড়িত অমূল্য সম্পদ সংরক্ষিত থাকবে। সংগ্রহালয় নির্মাণের জন্য নর্থ-ইস্ট কাউন্সিল দেবে ১৩ কোটি টাকা। বাদবাকি ১৯-২০ কোটি টাকা ব্যয় করবে রাজ্য সরকার। অন্যদিকে বৈঠকে দেবজিত শইকিয়াকে আগামী পাঁচ বছরের জন্য ফের অ্যাডভোকেট জেনারেল পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া বিজেপির ইস্তাহারকে আগামী পাঁচ বছরের জন্য সরকার পরিচালনায় নীতি-নির্ধারণের আধার হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে এদিন।

কমল মোদির কনভয়ের বহর

বের হন। জ্বালানি সাশ্রয়ের বার্তা শুধু বক্তব্যে নয়, বাস্তব আচরণে প্রতিফলিত করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ রাজ্যের সরকারি কনভয়ে ব্যবহৃত গাড়ির সংখ্যা ৫০ শতাংশ কমানোর নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি সরকারি কর্মকর্তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ভার্চুয়াল বৈঠক ও বাড়ি থেকে কাজ করার ব্যবস্থার ওপর জোর দিতে বলা হয়েছে। তিনি সাধারণ মানুষকে গণপরিবহন, সাইকেল এবং বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবহার বাড়ানোর আহ্বান জানিয়ে সপ্তাহে একদিন 'নো ভেহিকেল ডে' পালনের পরামর্শও দিয়েছেন। জ্বালানি সাশ্রয়ের পাশাপাশি বিদ্যুৎ খরচ কমানো, ভোজ্যতেলের সংযত ব্যবহার, দেশীয় পণ্যের ব্যবহার, প্রাকৃতিক কৃষি এবং ছাদে সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনের কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব তাঁর সরকারি কনভয়ের গাড়ির সংখ্যা ১৩ থেকে কমিয়ে ৮-এ নামিয়ে এনেছেন। রাজ্য সরকার রাজনৈতিক শোভাযাত্রা ও যানবাহন-নির্ভর বড় আয়োজন সীমিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা ঘোষণা করেছেন, সরকারি কাজে সর্বনিম্ন সংখ্যক গাড়ি ব্যবহার করা হবে। তিনি জানান, মন্ত্রিসভার সদস্য, বিজেপি বিধায়ক, জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি আধিকারিকরা কারপুলিং ও গণপরিবহন ব্যবহারে অগ্রাধিকার দেবেন। দিল্লি সরকারের মন্ত্রী আশিস সুদ এবং কপিল শর্মা ইতোমধ্যেই দিল্লি মেট্রোয় চড়ে দফতরে পৌঁছে এই বার্তাকে আরও জোরালো করেছেন। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা প্রশাসনের সর্বস্তরে অপ্রয়োজনীয় যানবাহন ব্যবহার কমানোর নির্দেশ দিয়েছেন। বিশেষ করে নিরাপত্তা ব্যবস্থার নামে অতিরিক্ত গাড়ি মোতায়েন না করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। মহারাষ্ট্রে মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফরনবিসের কার্যালয়ের পূর্বানুমতি ছাড়া সরকারি বিমান ব্যবহার করা যাবে না বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিজেপি বিধায়ক সঞ্জয় উপাধ্যায় মুম্বই থেকে চিপলুন পর্যন্ত ট্রেনে যাত্রা করে জানান, জাতীয় স্বার্থে তিনি ভবিষ্যতেও স্থানীয় ট্রেন ব্যবহার করবেন।

এদিকে, গুজরাটের রাজ্যপাল রাজ্যের অভ্যন্তরে সফরের জন্য হেলিকপ্টার ও বিমানের বদলে ট্রেন, বাস এবং অন্যান্য গণপরিবহন ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হর্ষ সিংভি জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে তাঁর নির্ধারিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর বাতিল করেছেন। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী বৈদ্যুতিক গাড়ি ব্যবহার শুরু করেছেন। উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয়কুমার চৌধুরী জানান, তিনি নিজের ব্যবহৃত গাড়ির সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে এনেছেন এবং শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই সরকারি সফর করবেন। রাজ্যের মন্ত্রী লেসি সিংও প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগকে সমর্থন করেছেন। এর আগে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী রামদাস আঠাওয়ালে মুম্বই মেট্রোয় যাতায়াত করে জ্বালানি সাশ্রয়ের উদ্যোগকে সমর্থন জানান। রাজনৈতিক মহলের মতে, প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানের পর দেশের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বের এই পদক্ষেপ কেবল প্রতীকী নয়, বরং প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাস, জ্বালানি সাশ্রয় এবং পরিবেশবান্ধব অভ্যাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। একইসঙ্গে সাধারণ মানুষও যদি গণপরিবহন ব্যবহার, কারপুলিং, বৈদ্যুতিক যানবাহন গ্রহণ এবং অপ্রয়োজনীয় জ্বালানি ব্যবহার কমানোর দিকে এগিয়ে আসেন, তবে তা দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা ও অর্থনীতির জন্য দীর্ঘমেয়াদে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

ছয় মাস মন্ত্রী, সরকারি কর্তাদের

করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে কারও ক্ষেত্রে নিরাপত্তার ব্যাপারে আপস করা হবে না। একইসঙ্গে গত বছরের তুলনায় চলতি বছরে পেট্রোল-ডিজেলের ব্যয়ে কুড়ি শতাংশ হ্রাস করার ব্যাপারেও নেওয়া হয়েছে সিদ্ধান্ত। এখানেই শেষ নয়, বিদেশি মুদ্রা সংরক্ষণের কথা মাথায় রেখে আগামী ছয় মাস কোনও ধরনের বিদেশি সামগ্রী কিনবে না সরকার। এমনকী কোনও ধরনের সেমিনার, কর্মশালা আয়োজন করা হবে না। ভিডিও কনফারেন্সে সেমিনার, কর্মশালা হবে আগামী ছয় মাস। পেট্রোল-ডিজেলের পরিবর্তে বিদ্যুৎচালিত গাড়ি ভাড়ায় নেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেবে সরকার। দূষণ রুখতে ছেঁটে ফেলা হবে পনেরো থেকে কুড়ি বছরের পুরনো গাড়ি।

মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রীর মামলায়

ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা গ্রহণ করে। এর মধ্যে নির্বাচনের সঙ্গে সম্পর্কিত মিথ্যা তথ্য প্রদান, প্রতারণা, জালিয়াতি, সরকারি নথি জাল করা, জাল নথি ব্যবহার এবং মানহানির মতো ধারাও রয়েছে। মামলার তদন্তে এর আগেও দিল্লিতে পবন খেড়ার বাড়িতে গিয়েছিল অসম পুলিশ। পরে তিনি প্রথমে তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট থেকে সাত দিনের ট্রানজিট অগ্রিম জামিন পান। কিন্তু অসম পুলিশ সেই নির্দেশকে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করে এবং শীর্ষ আদালত ১৫ এপ্রিল ওই নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয়। পরে পবন খেড়া গৌহাটি হাইকোর্টে অগ্রিম জামিনের আবেদন করেন।

গত ২৪ এপ্রিল বিচারপতি পার্থিবজ্যোতি শইকিয়া তাঁর আবেদন খারিজ করে দেন। আদালত পর্যবেক্ষণে জানায়, মামলাটি শুধুমাত্র মানহানির নয়, বরং জালিয়াতির মতো গুরুতর অভিযোগও রয়েছে। আদালত আরও জানায়, নথিগুলির উৎস এবং এর সঙ্গে আর কারা যুক্ত, তা জানতে জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন। এরপর পবন খেড়া সুপ্রিম কোর্টে যান। গত ১ মে বিচারপতি জেকে মাহেশ্বরী এবং অরবিন্দ চন্দ্রকরের বেঞ্চ তাঁকে অগ্রিম জামিন দেয়। আদালত প্রাথমিকভাবে মন্তব্য করেছিল, মামলায় ওঠা অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগ রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল বলেই মনে হচ্ছে। যদিও আদালত স্পষ্ট জানায়, এই পর্যবেক্ষণ শুধুমাত্র জামিন আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং তদন্ত বা বিচারের উপর এর কোনও প্রভাব পড়বে না।

বুধবার সকালে পবন খেড়া আইনজীবীদের নিয়ে গুয়াহাটি ক্রাইম ব্রাঞ্চে পৌঁছন। সেখানে তাঁকে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাঁর আইনজীবী ঋতম সিংহ জানান, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই খেড়া তদন্তে সহযোগিতা করতে এসেছেন। ঋতম বলেন, অসম পুলিশ ১৩ মে তাঁকে হাজির হতে বলেছিল এবং তিনি সেই নির্দেশ মেনেই এসেছেন। পুলিশ জানতে চেয়েছে, কোন্ ভিত্তিতে অভিযোগ করা হয়েছিল এবং কোন্ নথির উপর নির্ভর করা হয়েছিল। সেই নথিগুলিও এদিন জমা দেওয়া হয়েছে। ক্রাইম ব্রাঞ্চ কার্যালয়ে ঢোকার আগে পবন খেড়া বলেন, আমি আইন মেনে চলা নাগরিক। প্রথম থেকেই সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছি। বিচার ব্যবস্থা এবং আইনের প্রতি সম্মান রেখেই এখানে এসেছি।

এদিন ক্রাইম ব্রাঞ্চ কার্যালয়ের বাইরে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ রিপুন বরা। তিনি বলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই পবন খেড়া তদন্তকারী অফিসারের সামনে হাজির হয়েছেন। অন্যদিকে, এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, তদন্তে পবন খেড়া সঠিকভাবে সহযোগিতা করলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অসম পুলিশ চার্জশিট দাখিল করবে। হিমন্ত বলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী পবন খেড়া ক্রাইম ব্রাঞ্চে হাজির হয়েছেন। আমরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই চার্জশিট জমা দেব। যত দ্রুত সম্ভব এই মামলার নিষ্পত্তি করতে চাই।

ফের মণিপুরে হিংসা

ঘটনাকে 'জঘন্য সন্ত্রাসী হামলা' বলে অভিহিত করে দোষীদের দ্রুত সনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার আশ্বাস দিয়েছেন। এক বিবৃতিতে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কাংপোকপি জেলার কটলেন ও কটজিম এলাকার মধ্যবর্তী সড়কে অজ্ঞাতপরিচয় সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা সাধারণ নাগরিকদের বহনকারী গাড়ির উপর এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজন নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয় এবং আরও চারজন আহত হন। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, আহতদের চিকিৎসার সমস্ত ব্যয় রাজ্য সরকার বহন করবে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সর্বোচ্চ মানের চিকিৎসা নিশ্চিত করার নির্দেশও দেন।

তিনি বলেন, 'এই সহিংস ঘটনা শুধু ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য নয়, গোটা রাজ্যের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক। মণিপুর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থার দিকে এগোচ্ছিল। এই ধরনের ঘটনা শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করে। নিরীহ মানুষকে লক্ষ্য করে সন্ত্রাস ও নির্বিচার সহিংসতার কোনও স্থান সভ্য সমাজে নেই। সন্ত্রাসবাদের কোনও রূপেরই কোনও গ্রহণযোগ্যতা থাকতে পারে না। রাজ্যের মানুষ এই ধরনের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই অব্যাহত থাকবে।'

নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে তিনি সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে শান্তি বজায় রাখা, সংযম প্রদর্শন এবং আবেগতাড়িত প্রতিক্রিয়া থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। একইসঙ্গে সম্প্রদায়ভিত্তিক অপহরণ, জিম্মি করা এবং ভয় দেখানোর মতো কর্মকাণ্ড অবিলম্বে বন্ধ করার আবেদন জানান। তিনি বলেন, এই ধরনের কাজ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। সরকার দোষী ব্যক্তি এবং তাঁদের মদতদাতাদের সনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। মুখ্যমন্ত্রী নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।

সিবিএসই দ্বাদশেও মেয়েরাই

শতাংশ। অন্যদিকে সবচেয়ে কম পাসের হার রেকর্ড হয়েছে প্রয়াগরাজে, ৭২.৪৩ শতাংশ। বিদেশে অবস্থিত সিবিএসই স্কুলগুলির পাসের হার ৯০.৫০ শতাংশ। এছাড়া বিশেষভাবে সক্ষম (সিডব্লিউএসএন) পরীক্ষার্থীদের পাসের হার ৯০.১৬ শতাংশ।

বোর্ড জানিয়েছে, এ বছর ১,৬৩,৮০০ জন পরীক্ষার্থীকে কম্পার্টমেন্ট বিভাগে রাখা হয়েছে, যা মোট পরীক্ষার্থীর ৯.২৬ শতাংশ। এছাড়া ৯০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পেয়েছে ৯৪,০২৮ জন পরীক্ষার্থী। ৯৫ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে ১৭,১১৩ জন। স্কুলভিত্তিক ফলাফলে সবচেয়ে ভালো ফল করেছে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় (কেভি), যেখানে পাসের হার ৯৮.৫৫ শতাংশ। জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের (জেএনভি) পাসের হার ৯৮.৪৭ শতাংশ। সরকারি স্কুলগুলির পাসের হার ৮৯.৫৫ শতাংশ, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলির ৮৬.০৭ শতাংশ, একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়ের (ইএমআরএস) ৮৫.৫৫ শতাংশ এবং বেসরকারি স্কুলগুলির পাসের হার ৮৪.২২ শতাংশ। সিবিএসই জানিয়েছে, পরীক্ষার্থীদের ডিজিটাল মার্কশিট, মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট ও অন্যান্য নথি ডিজিলকারের মাধ্যমে পাওয়া যাবে। বোর্ডের সরকারি ওয়েবসাইট ও ডিজিলকার প্ল্যাটফর্মে ফল দেখা যাবে।

উল্লেখ্য, সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা চলতি বছরে ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ এপ্রিল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পরীক্ষা শেষের একমাস তিন দিনের মাথায় ঘোষণা করা হল পরীক্ষার ফলাফল। বিগত দু'বছরের মতোই এবারও ১৩ মে ঘোষণা করা হল।

রাজ্য মন্ত্রিসভার পাঁচজনই

(বিপিএফ)-র বিধায়ক চরণ বড়ো। এডিআর-র রিপোর্ট অনুযায়ী, মন্ত্রিসভার সদস্যদের নির্বাচনী হলফনামা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, পাঁচজনের প্রত্যেকের ঘোষিত মোট সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি টাকার বেশি। অর্থাৎ নতুন মন্ত্রিসভার প্রতিটি সদস্যই কোটিপতি। সবচেয়ে বেশি সম্পদের মালিক মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাঁর নির্বাচনী হলফনামা অনুযায়ী ঘোষিত মোট সম্পদের পরিমাণ ৩৫ কোটিরও বেশি। পাশাপাশি তাঁর নামে ১৬ কোটিরও বেশি টাকার দায় বা ঋণের তথ্যও উল্লেখ করা হয়েছে।

পাঁচজন মন্ত্রীর গড় সম্পদের পরিমাণ ১০ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা বলে এডিআর-র প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। এই পরিসংখ্যান নতুন মন্ত্রিসভার আর্থিক অবস্থার একটি স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, মন্ত্রিসভার সদস্য অতুল বরা তাঁর হলফনামায় নিজের বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারি মামলার কথা উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারায় এই মামলা রুজু রয়েছে। এই ধারাটি সরকারি কর্মচারী, ব্যাঙ্কার, ব্যবসায়ী বা এজেন্টের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত। শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে পাঁচজনের মধ্যে চারজন স্নাতক বা তার ঊর্ধ্বতন ডিগ্রিধারী। একজন মন্ত্রী দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনার তথ্য দিয়েছেন। নতুন মন্ত্রিসভায় একমাত্র মহিলা সদস্য হলেন অজন্তা নেওগ। তিনি এর আগেও রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ দফতরের দায়িত্ব সামলেছেন এবং প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার কারণে সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুখ হিসেবে বিবেচিত হন। এডিআর-র এই প্রতিবেদন ভোটারদের সামনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের আর্থিক, শিক্ষাগত ও আইনি পটভূমি সম্পর্কে স্বচ্ছ তথ্য তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এ ধরনের বিশ্লেষণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

দ্বিগুণেরও বেশি বাড়ল

শুল্ক বৃদ্ধির হার দ্বিগুণেরও বেশি। এর ফলে বুধবার সোনা ও রুপোর দাম আট শতাংশের কাছাকাছি বেড়েছে। সংশোধিত শুল্ক কাঠামোয় ১০ শতাংশ 'বেসিক কাস্টমস ডিউটি' এবং ৫ শতাংশ 'কৃষি পরিকাঠামো ও উন্নয়ন সেস' অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দিল্লিতে মঙ্গলবার সোনার দাম ১৫০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি ১০ গ্রামের দাম ১,৫৬,৮০০ টাকায় পৌঁছেছে। অন্যদিকে রুপোর দাম ১২০০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি কেজির দাম ১,৭৭,০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। পশ্চিম এশিয়ার চলমান সঙ্কট এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপর ক্রমবর্ধমান চাপের কারণে ভারতের আমদানি ব্যয় বেড়ে যাওয়ার উদ্বেগজনক পরিস্থিতির মধ্যেই সরকার এই পদক্ষেপ গ্রহণ করল।

চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে হায়দরাবাদে আয়োজিত একটি জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদি জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন, এই সঙ্কটকালে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের লক্ষ্যে জ্বালানি খরচ কমানো দরকার। গাড়ির বদলে গণপরিবহন ব্যবহার করতে হবে। সোনা কেনা আপাতত স্থগিত রাখা প্রয়োজন। অপ্রয়োজনীয় বিদেশ ভ্রমণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরে ভারতের সোনা আমদানি ২৪ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে রেকর্ড পরিমাণ ৭১.৯৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। যদিও আমদানি করা সোনার পরিমাণের হিসেবে তা সামান্য হ্রাস পেয়ে ৭২১.০৩ টনে দাঁড়িয়েছে।

উল্লেখ্য, রত্ন ও অলঙ্কার শিল্পকে সহায়তা প্রদান এবং সোনা চোরাচালান রোধের লক্ষ্যে সরকার ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে সোনার উপর আমদানি শুল্ক কমিয়ে ৬ শতাংশে নামিয়ে এনেছিল। তবে পশ্চিম এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি এবং টাকার ওপর ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে কেন্দ্রীয় সরকার এখন সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এর আগে ২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সময়ও ভারত একইভাবে সোনার আমদানি শুল্ক বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করেছিল। লক্ষ্য ছিল দেশের 'চলতি হিসাবের ঘাটতি' নিয়ন্ত্রণ করা। টাকার মান স্থিতিশীল রাখা।

পশ্চিমবঙ্গে উন্মুক্ত সীমান্ত

থেকে কম সীমান্ত অসমের এবং সব থেকে বেশি পশ্চিমবঙ্গের। তবে সেই রাজ্যের সরকার এতদিন বাংলাদেশের সীমানায় কাঁটাতার বসানোর জন্য জমি দিতে চায়নি। ভাবতে অবাক লাগে এমন দেশবিরোধী মনোভাব সম্পন্ন শক্তি এতদিন ক্ষমতায় ছিল। আমরা বিশ্বাস করি সীমান্তে কাঁটাতার বসানোর মতো সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র দেশাত্মবোধ থাকা দলের পক্ষেই নেওয়া সম্ভব এবং শুভেন্দু অধিকারী এটা প্রমাণ করে দিয়েছেন। তাতে শুধু সাধুবাদ জানানোই শেষ নয়, আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ কারণ পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া বসানোর কাজ সম্পন্ন হলে এর সুফল পাব আমরাও।'

নির্বাচনের আগেই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জয় শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রয়োজন নয়, দেশের নিরাপত্তার সঙ্গেও জড়িত। তাঁর বক্তব্য ছিল, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের পাঁচটি রাজ্যের সীমান্ত রয়েছে এবং এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত সবচেয়ে বড়। অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং মিজোরাম অবৈধ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে লাগাতার লড়াই চালালেও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে অনুপ্রবেশকারীরা বারবার ভারতে ঢুকে পড়ছে। তিনি বলেন, 'অসম পুলিশ গত এক বছরে অন্তত তিন হাজার অবৈধ বিদেশিকে সীমান্তের ওপারে ঠেলে দিয়েছে এবং এক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম, অর্থাৎ দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর উপস্থিতিতে পুশব্যাক, অনুসরণ করা হয় না। তবে এদের অনেকেই পরে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে আবার ভারতে ঢুকে পড়ে এবং ধীরে ধীরে অসমে ফিরে আসে। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত দুর্বল থাকায় এই সমস্যার পুনরাবৃত্তি ঘটছে এবং তাই সেখানে তাঁদের দলের জয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

তিনি আরও বলেছিলেন, অসম ১৯৫০ সালের আইনের আওতায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের সনাক্ত করে সীমান্তের ওপারে ফেরত পাঠানোর কাজ করছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে একই ধরনের রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব রয়েছে বলেই পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে। সেই কারণেই পশ্চিমবঙ্গে দেশাত্মবোধ সম্পন্ন সরকার দরকার এবং সেই বিকল্প বিজেপি বলেই দাবি করেছিলেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর শুভেন্দু অধিকারী বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া বসানোর জন্য জমি প্রদানের বিষয়টি অনুমোদন করেন এবং বুধবারও এই বিষয়টি নিয়ে তাঁর প্রশংসা করেন হিমন্ত।

কলকাতায় সিবিআই-র জালে

অভিযোগ রয়েছে। এনিয়ে ২০১৩ সালে ত্রিপুরায় দু'টি মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত চালায় সে রাজ্যের পুলিশ। পরবর্তীতে মামলাগুলো হস্তান্তর করা হয় সিবিআই-র হাতে। সিবিআই তদন্ত চালিয়ে পর্যায়ক্রমে ২০১৫ এবং ২০২৪ সালে মামলা দু'টির চার্জশিট পেশ করে। এসবের অভিযুক্ত করা হয় সঞ্জিত ও তার সঙ্গী কসমিক-র অন্যান্য কয়েকজন কর্মকর্তাকে। আইনি প্রক্রিয়া এতদূর এগোলেও সঞ্জিতের নাগাল পাওয়া যাচ্ছিল না। তবে দীর্ঘ বছর আত্মগোপন করে থাকতে সক্ষম হলেও মঙ্গলবার তিনি আটকা পড়ে যান জালে। এবার পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার জন্য কলকাতা থেকে তাকে ত্রিপুরায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। এদিকে, সঞ্জিত গ্রেফতার হওয়ার খবরে বরাক উপত্যকার যারা কসমিক-র সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাদের মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছে আতঙ্কের। বরাক উপত্যকা থেকেও কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে সঞ্জিতদের বিরুদ্ধে। স্থানীয় পুলিশের কাছে মামলার সূত্রে বিগত দিনে গ্রেফতার হয়েছেন এখানকার বাসিন্দা কসমিক-র অনেক কর্মকর্তা। যদিও সঞ্জিত থেকে যান ধরাছোঁয়ার বাইরে।

অভিযোগ, কসমিক-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বরাক উপত্যকার অনেক তাবড় তাবড় রাজনৈতিক নেতারও। তাদের কাছে নিয়মিত উপঢৌকন পৌঁছে দিতেন সঞ্জিত। এদের হস্তক্ষেপে এই এখানকার পুলিশ তার দিকে হাত বাড়ায়নি বলে অভিযোগ। যদিও এবার আর তার পক্ষে পার পাওয়া সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত জালে আটকা পড়েই গেলেন তিনি।

১০ লক্ষে নিট-র প্রশ্নপত্র কিনে

বাসিন্দা শুভমের সঙ্গে পরিচয় হয় ধনঞ্জয় নামের পুনের এক ব্যক্তির। অভিযোগ, তারা দু'জন মিলে নিট-র প্রশ্নপত্র ফাঁস করেন। ধনঞ্জয়ের থেকে ১০ লক্ষ টাকায় প্রশ্নপত্র কিনে টেলিগ্রাম অ্যাপের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ টাকায় তা বিক্রি করেন শুভম। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পরবর্তী তদন্ত প্রক্রিয়া চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। মনে করা হচ্ছে, মহারাষ্ট্র থেকেই বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র। এর মধ্যে রয়েছে হরিয়ানার গুরুগ্রাম, রাজস্থানের জয়পুর ও সিকার। এছাড়াও মোটা অঙ্কের বিনিময়ে প্রশ্নপত্র পৌঁছে যায় জম্মু ও কাশ্মীর এবং বিহারের একাংশেও।

এই ঘটনার তদন্তে নেমে তদন্তকারীরা গ্রেফতার করেছেন রাজস্থানের দুই ভাই মঙ্গিলাল ও দীনেশ বিওয়ালকেও। জানা যাচ্ছে, দুই ভাই পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে অর্থাৎ ২৬ এপ্রিল গুরুগ্রামের এক ডাক্তারের কাছ থেকে ৩০ লক্ষ টাকায় কিনেছিল নিট-র প্রশ্নপত্র। ২৯ এপ্রিল তারা এই প্রশ্নপত্র আরও বেশ কয়েকজনের কাছে বিপুল টাকায় বিক্রি করে। অভিযুক্ত এই দুই ভাই রাজস্থানের জামওয়া রামগড়ের বাসিন্দা। এদের একজন সিকারে মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। রামগড় থেকে সিকার আড়াই ঘণ্টার পথ। এই অঞ্চলই প্রশ্নফাঁসের কেন্দ্রবিন্দু বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

তদন্তকারীদের দাবি, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অভিযান চালিয়ে এ পর্যন্ত ১৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই কাণ্ডের অন্যতম 'মাস্টারমাইন্ড'ও রয়েছে সেই তালিকায়। বিষয়টি নিয়ে দেশব্যাপী বিক্ষোভ চরমে উঠেছে। সরব হয়েছে কংগ্রেস, তৃণমূল, আপের মতো একাধিক রাজনৈতিক দল। দিল্লিতে শিক্ষামন্ত্রকের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছে সিপিএম ও কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন এসএফআই ও এনএসইউআই। প্রশ্নফাঁসের কড়া নিন্দা করে বিবৃতি দিয়েছে এবিভিপিও।

জানা যাচ্ছে, এনটিএ গঠনের পর থেকে এনিয়ে মোট ১৬ বার একাধিক কারণে বিভিন্ন পরীক্ষা বাতিল করতে হয়েছে সংস্থাটিকে। পরীক্ষা বাতিল নিয়ে এদিন দিল্লিতে প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। তবে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার জানিয়েছেন, দোষীদের কাউকে ছাড়া হবে না। এনটিএ-র অবশ্য দাবি, সুরক্ষা ব্যবস্থায় ফাঁক ছিল না। নিরাপত্তাজনিত যাবতীয় প্রোটোকল মেনে জিপিএস-ট্র্যাকড গাড়িতে করেই প্রশ্নপত্র আনা হয়েছিল। ব্যবহার করা হয়েছিল 'ওয়াটারমার্ক আইডেন্টিফায়ার'ও। সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুম থেকে এআই-ভিত্তিক সিসিটিভি মনিটরিংয়ের বন্দোবস্ত ছিল পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন হয়েছে। কাজে লাগানো হয়েছে ফাইভ-জি জ্যামারও।

এমন বজ্র আঁটুনি নিরাপত্তা থাকলে কীভাবে ফাঁস হল প্রশ্নপত্র? এনটিএ জানিয়েছে, গত ৭ মে সন্ধ্যায় একজন 'হুইসল ব্লোয়ার'র মাধ্যমেই বিষয়টি প্রথম প্রকাশ্যে আসে। তিনি জানান, পরীক্ষার আগে নিট-ইউজি-র 'গেস পেপার' বহুলাংশে বিক্রি করা হয়েছে। হোয়াটসঅ্যাপেও তা ছড়িয়ে পড়ে। রসায়নবিদ্যা এবং জীববিদ্যার এমন অন্তত ১২০টি থেকে ২০০টি প্রশ্ন 'গেস পেপারে' রয়েছে, যার সঙ্গে আসল পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের হুবহু মিল রয়েছে। ৯৫-১০০ শতাংশ প্রশ্ন মিলে গিয়েছে। ৩০ হাজার থেকে ২৮ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়েছে ওই 'গেস পেপার'। এই কাণ্ডের নেপথ্যে রাজস্থান, মহারাষ্ট্র এবং উত্তরপ্রদেশের ওই অসাধু চক্রের খোঁজ মিলেছে। রাজস্থানের সিকার ও মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকেই গ্রেফতারি সব থেকে বেশি। ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে প্রশ্ন কেনার অভিযোগে নাসিকে গ্রেফতার হয়েছে স্নাতক স্তরের এক আয়ুর্বেদ পড়ুয়া।

উল্লেখ্য, গত ৩ মে নিট ইউজি-র পরীক্ষা নিয়েছিল ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)। প্রায় ২৩ লক্ষ পড়ুয়া এই পরীক্ষায় বসেন। তবে সমস্যা বাঁধে রাজস্থানে। জানা যায়, পরীক্ষার অন্তত এক মাস আগে কিছু ছাত্রছাত্রীর হাতে এসেছিল একটি সম্ভাব্য প্রশ্নপত্র। অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল বিশাল বনশল বলেন, ওই সম্ভাব্য প্রশ্নপত্রে ৪১০টি প্রশ্ন ছিল। পরীক্ষার পর দেখা যায় ১২০টি রসায়ন প্রশ্ন আসল প্রশ্নের সঙ্গে হুবহু মিলে গিয়েছে। শুধু প্রশ্ন নয়, মিলে গিয়েছে উত্তরের অপশনও। অন্য একটি সূত্রের দাবি, সম্ভাব্য প্রশ্নপত্রের ২৮১টি প্রশ্নের মধ্যে ১৩৫টি প্রশ্ন আসল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে হুবহু মিলে গিয়েছে।

গোটা ঘটনায় কেন্দ্রকে তুলোধুনো করেছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। সুর চড়িয়েছেন আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালও। ২০২৪ সালে নিট ইউজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেও ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। হাজার হাজার টাকায় প্রশ্নপত্র বিক্রির অভিযোগ ওঠে দেশের নানা প্রান্তে। সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হল কি না, প্রশ্ন তোলেন রাহুলরা। এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি জানিয়ে দেয়, ৩ মে-র পরীক্ষা বাতিল করা হচ্ছে। প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ খতিয়ে দেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রশ্নফাঁসের তদন্তভার দেওয়া হয়েছে সিবিআই-কে। পড়ুয়াদের ফের নতুন করে পরীক্ষায় বসতে হবে।

পরীক্ষা সংস্থা 'এনটিএ'

আবেদন জমা করেছে। আবেদনে বলা হয়েছে যে, হয় 'এনটিএ' বাতিল করা হোক নয়তো আপাদমস্তক পুনর্গঠন করা হোক এই সংস্থার।

আবেদনে বলা হয়েছে, 'নিট-২০২৬' ফের নেওয়া হোক সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে। গত মঙ্গলবার মেডিক্যাল প্রবেশিকা নিট বাতিলের সিদ্ধান্ত জানায় এনটিএ। এবারের পরীক্ষাতেও প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। বেরিয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্রের সঙ্গে অনেকাংশে মিলে যাচ্ছে মূল প্রশ্নপত্র। ঘটনার প্রতিবাদে দিল্লিতে একাধিক ছাত্র সংগঠন বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভ দেখিয়েছে এসএফআই। দাবি উঠেছে এই এনটিএ-কে বাতিল করতে হবে। চরম কেন্দ্রীকরণের মনোভাব নিয়ে এই সংস্থা তৈরি করেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। সিপিআই(এম) পলিটব্যুরোও এনটিএ বাতিল করার দাবি জানিয়েছে। দল বলেছে, ছাত্রছাত্রীদের যন্ত্রণা সম্পর্কে নির্বিকার একটি অংশ এবং দুষ্কৃতীদের যোগসাজশে বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে।

'এনটিএ' দায়িত্ব নেওয়ার পর একাধিকবার ফাঁস হয়েছে মেডিক্যাল প্রবেশিকা 'নিট'-র প্রশ্নপত্র। অন্যান্য সর্বভারতীয় পরীক্ষা নিয়েও তৈরি হয়েছে জটিলতা। অদক্ষ এই সংস্থা পরীক্ষা ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্যতাকে নষ্ট করেছে, বলছে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন অংশ। এদিন এফএআইএমএ-র আবেদনে বলা হয়েছে, 'নিট' পরীক্ষার জন্য দরকার সক্ষম এবং প্রযুক্তিগত বিচারে এগিয়ে থাকা এবং স্বশাসিত সংস্থার। বুধবার এফএআইএমএ-র আবেদনে বলা হয়েছে, নতুন করে পরীক্ষা হওয়া উচিত সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত কোনও বিচারপতির তত্ত্বাবধানে। সাইবার সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ এবং ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের যুক্ত করা হোক পরীক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়ায়।

দিসপুর মন্ত্রী আবাসে উদ্‌যাপিত কৃষ্ণেন্দুর ২৬তম দাম্পত্য বর্ষপূর্তি

সাময়িক প্রসঙ্গ, কটামণি, ১৩ মে : ভালোবাসা, বিশ্বাস ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার বন্ধনে আবদ্ধ ২৬ বছরের দাম্পত্য জীবনের বিশেষ মুহূর্ত আবেগঘন পরিবেশে উদযাপিত হল দিসপুরস্থিত মন্ত্রী আবাসে। পাথারকান্দি বিধানসভার জনপ্রিয় বিধায়ক তথা অসম সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল এবং তাঁর সহধর্মিণী মধুমিতা পালের ২৬তম বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে দিনভর চলে বর্ণাঢ্য আয়োজন। সকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত নেতা-কর্মী, সমর্থক, শুভানুধ্যায়ী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে মুখর হয়ে ওঠে মন্ত্রী আবাস চত্বর। ফুলের তোড়া, শুভেচ্ছাবার্তা ও উপহারে ভরে ওঠে পুরো অনুষ্ঠানস্থল। সকলের মুখে ছিল একটাই প্রার্থনা, এই সুন্দর দাম্পত্য জীবন যেন আরও দীর্ঘ, সুখী ও সমৃদ্ধ হয়। দিনভর শুভেচ্ছা জানাতে একের পর এক অতিথির আগমনে মন্ত্রী আবাস যেন পরিণত হয় এক মিলনমেলায়। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল কেক কেটে বিবাহবার্ষিকী উদ্‌যাপন। এসময় উপস্থিত সকলে করতালির মাধ্যমে কৃষ্ণেন্দু পাল ও মধুমিতা পালকে শুভেচ্ছা জানান এবং তাঁদের দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য ও সুখী জীবনের কামনা করেন। এদিন সামাজিক ও রাজনৈতিক মহলেও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে এই বিবাহবার্ষিকী উদ্‌যাপন। রাজনৈতিক মহলের মতে, মানুষের সঙ্গে কৃষ্ণেন্দু পালের আত্মিক সম্পর্ক এবং দলীয় কর্মীদের প্রতি তাঁর আন্তরিক ব্যবহারই তাঁকে আজ এত জনপ্রিয় করে তুলেছে।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা জানিয়ে কৃষ্ণেন্দু পাল বলেন, আমাদের বিবাহবার্ষিকীর এই বিশেষ দিনটিকে এতটা আনন্দময় ও স্মরণীয় করে তোলার জন্য পাথারকান্দি বিধানসভার প্রতিটি নেতা-কর্মী, সমর্থক, শুভানুধ্যায়ী এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনাদের ভালোবাসা ও আশীর্বাদই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি ও প্রেরণা। সহধর্মিণী মধুমিতা পাল বলেন, আজকের এই ভালোবাসা ও সম্মানে আমরা সত্যিই আপ্লুত।

পরিবারের সদস্যদের মতো পাশে থেকে সকলে যেভাবে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, তা আমাদের হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। সকলের আশীর্বাদই আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ।

অবৈধ লটারি রুখতে হোজাই প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপ

সাময়িক প্রসঙ্গ, হোজাই, ১৩ মে : অবৈধ লটারি চক্রের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান গ্রহণ করেছে হোজাই জেলা প্রশাসন। লামডিংয়ে 'দৌল উৎসব' উপলক্ষে প্রস্তাবিত 'লাকি ড্র' অনুষ্ঠানের অনুমতি বাতিল করা হয়েছে। ২ নং শীতলাবাড়ি সর্বজনীন শিবমন্দির পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে আবেদন করা হলেও বৈধ সরকারি অনুমতি না থাকায় প্রশাসন তা নাকচ করে দেয়।

জানা গেছে, অনুমতি পাওয়ার আগেই ব্যাপক হারে লাকি ড্র টিকিট ও ডোনেশন কুপন বিক্রি করা হয়েছিল। বিষয়টি গৌহাটি উচ্চআদালত পর্যন্ত গড়ালে আদালতের নির্দেশে প্রশাসন পুনরায় তদন্ত চালায়। তদন্তে একাধিক অনিয়ম ধরা পড়ে, যার মধ্যে অনুমতিহীন কুপন বিক্রি, উৎসবের সঙ্গে লটারির তারিখের অসামঞ্জস্য এবং প্রশাসনের অনুমতি ছাড়াই তারিখ পরিবর্তনের অভিযোগ রয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা অবনতির আশঙ্কায় লামডিং থানায় মামলা রুজু করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রশাসন জনসাধারণের কাছ থেকে সংগৃহীত টাকা দ্রুত ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

গার্লোসার মিথ্যা, বিদ্বেষমূলক মন্তব্যের তীব্র নিন্দা এনপিপি-র

সাময়িক প্রসঙ্গ, হাফলং, ১৩ মে : গত ১১ মে হাফলঙে অনুষ্ঠিত উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের প্ল্যাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠানে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসার মিথ্যা, বিদ্বেষমূলক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)। দেবোলাল গার্লোসা এনপিপি দলকে বিজেপির 'বি-টিম' বলে অভিহিত করার চেষ্টা শুধু সম্পূর্ণ মিথ্যাই নয়, বরং এটি একটি গভীর অনিরাপদ ও সংকীর্ণ রাজনৈতিক মানসিকতার প্রতিফলন; যা জনগণের স্বাধীন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে বা একটি গণতান্ত্রিক প্রতিদ্বন্দ্বীর বৈধতাকে সম্মান করতে অক্ষম। যখন একজন রাজনৈতিক নেতা একটি সরকারি জনমঞ্চ থেকে পরিণত গণতান্ত্রিক আলোচনার পরিবর্তে ষড়যন্ত্রতত্ত্ব, মনগড়া গল্প এবং সস্তা প্রচারে লিপ্ত হন, তখন তা তিনি যে দলকে আক্রমণ করছেন তার চেয়ে বরং তাঁর নিজের রাজনৈতিক উদ্বেগকেই বেশি প্রকাশ করে বলে এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেন ন্যাশনাল পিপলস পার্টির সর্বভারতীয় কার্যকরী সভাপতি জেমস পি কে সাংমা। তিনি বিবৃতিতে উল্লেখ করেন আমরা একেবারে স্পষ্টভাবে বলতে চাই জাতীয় পিপলস পার্টি কারও 'বি-টিম' নয়, কখনও ছিল না এবং কখনও হবেও না। ন্যাশনাল পিপলস পার্টি একটি জাতীয় রাজনৈতিক দল, যার নিজস্ব আদর্শ, নেতৃত্ব, সাংগঠনিক কাঠামো এবং রাজনৈতিক ম্যান্ডেট রয়েছে। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আগে এনপিপি দলকে অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের অনুমোদন, সমর্থন বা কৌশলগত নির্দেশনার প্রয়োজন হয় এমন দাবি শুধু মিথ্যাই নয়, এটি ভোটারদের বুদ্ধিমত্তাকে অপমান করা এবং আমাদের দল ও সমর্থকদের স্বাধীন রাজনৈতিক অবস্থানকে খাটো করার একটি পরিকল্পিত চেষ্টা।

২০২৬ সালের অসম বিধানসভা নির্বাচনে হাফলং জনজাতি সংরক্ষিত আসন থেকে ড্যানিয়েল লাংথাসাকে এনপিপি দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়ার সিদ্ধান্ত দলটি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এবং অভ্যন্তরীণ আলোচনার ভিত্তিতে নিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত ডিমা হাসাওয়ের মানুষের আকাঙ্ক্ষা, জনজাতি জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা এবং ষষ্ঠ তফসিলের অধীনে সাংবিধানিক সুরক্ষা আরও শক্তিশালী করার অঙ্গীকারের ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বিজেপি বা অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কোনও আলোচনা, পরামর্শ নেওয়া হয়নি এমনকি কোনও রাজনৈতিক সমঝোতা হয়নি। দেবোলাল গার্লোসা কর্তৃক মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী এনপিপির সর্বভারতীয় সভাপতি কনরাড কে সাংমাকে জড়িয়ে করা মন্তব্য সম্পূর্ণ মনগড়া। কোনও প্রমাণ ছাড়াই এ ধরনের ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা দায়িত্বজ্ঞানহীন, মানহানিকর এবং সাংবিধানিক পদে থাকা একজন ব্যক্তির পক্ষে শোভনীয় নয়। মনে হচ্ছে, ডিমা হাসাওয়ের মানুষের শাসন ব্যবস্থা, উন্নয়ন এবং জনআকাঙ্ক্ষা সম্পর্কিত প্রকৃত সমস্যাগুলির মোকাবিলা করার পরিবর্তে দেবোলাল গার্লোসা বিভ্রান্তি, ভ্রান্ত তথ্য প্রচার এবং চরিত্রহননের পরিচিত পথই বেছে নিয়েছেন। রাজনৈতিক অনিরাপত্তার রাজনীতি প্রায়শই এভাবেই প্রকাশ পায়; যখন কেউ রাজনৈতিকভাবে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে পারে না, তখন কল্পিত গল্পের মাধ্যমে তাদের বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। ডিমা হাসাওবাসী এর চেয়ে অনেক ভালো রাজনৈতিক সংস্কৃতি পাওয়ার যোগ্য। সেই কারণে, দেবোলাল গার্লোসাকে অবিলম্বে তাঁর মিথ্যা মন্তব্য প্রত্যাহার করে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নিঃশর্ত প্রকাশ্য ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানাচ্ছে এনপিপি দল। অন্যথায়, দল তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্বের ভিত্তিতে মানহানির মামলা-সহ সমস্ত উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

ডিমা হাসাওয়ের মানুষ রাজনৈতিকভাবে সচেতন, পরিপক্ক এবং বিচক্ষণ। তারা এই ধরনের মরিয়া ভ্রান্ত তথ্য ছড়ানোর প্রচেষ্টা সহজেই বুঝতে পারবেন। এনপিপি তার স্বাধীন রাজনৈতিক পরিচয় বজায় রাখতে এবং গণতন্ত্র, জনজাতি জনগোষ্ঠীর অধিকার, সাংবিধানিক সুরক্ষা ও পাহাড়ি জনগণের উন্নয়নের লক্ষ্যে অটল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করেন জেমস পি কে সাংমা।

মোহনপুর সড়ক মেরামতের নামে কোটি টাকার কেলেঙ্কারি ! সিএম ভিজিল্যান্স তদন্তের দাবি

বাহার লস্কর

হাইলাকান্দি, ১৩ মে : হাইলাকান্দি জেলায় সড়ক মেরামতের নামে ব্যাপক দুর্নীতি ও সরকারি অর্থ লুটপাটের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। জেলার মোহনপুর সড়কে মেরামত কাজে এনএইডিএফ প্রকল্পের অধীনে বরাদ্দ হওয়া প্রায় এক কোটি কুড়ি লক্ষ টাকার কাজকে ঘিরে উঠেছে একাধিক গুরুতর অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি, প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির তুলনায় অস্বাভাবিক পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দেখিয়ে নিম্নমানের কাজের মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করা হচ্ছে। এই অভিযোগে বুধবার হাইলাকান্দি টেরিটোরিয়াল রোড ডিভিশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের নিকট একটি স্মারকপত্র প্রদান করেন মোহনপুর জিপির প্রাক্তন সভাপতি নিজাম উদ্দিন বড়ভুইয়া, আব্দুল মানিক বড়ভুইয়া ও তাজ উদ্দিন লস্কর সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। স্মারকপত্রে তাঁরা সড়ক মেরামত কাজে চরম অনিয়ম, গাইডলাইন লঙ্ঘন এবং ঠিকাদার-বিভাগীয় আধিকারিকদের মধ্যে যোগসাজশের অভিযোগ তুলেছেন। অভিযোগে বলা হয়েছে, মোহনপুর সড়কের যে অংশটি সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তার প্রকৃত দৈর্ঘ্য খুব বেশি হলে পঞ্চাশ মিটার। অথচ সেই সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত অংশকে দেখিয়ে প্রায় চারশো মিটার সড়কের কাজ দেখানো হচ্ছে। স্থানীয়দের দাবি, প্রকৃতপক্ষে ২০ থেকে ৩০ লক্ষ টাকার মধ্যেই ওই ক্ষতিগ্রস্ত অংশের মেরামত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল। কিন্তু রহস্যজনকভাবে এক কোটি কুড়ি লক্ষ টাকার বিপুল বরাদ্দ দেখানো হয়েছে। এতে বড় ধরনের দুর্নীতির গন্ধ পাচ্ছেন এলাকাবাসী। স্থানীয়দের অভিযোগ, কাজের শুরু থেকেই সরকারি গাইডলাইন সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী যেখানে উন্নতমানের উপকরণ ব্যবহার করে স্থায়ী মেরামতের কথা, সেখানে মাত্র ৭০ থেকে ৮০ ট্রাক মাটি ফেলে দায়সারা কাজ করা হয়েছে। পরবর্তীতে তার উপর হালকা পিচের প্রলেপ দিয়ে কাজ শেষ বলে দেখানো হচ্ছে। এলাকাবাসীর কথায়, 'এই কাজ বর্ষার প্রথম ধাক্কাতেই ভেঙে যাবে। এতে জনগণের কোনো স্থায়ী উপকার হবে না।'

আরও অভিযোগ ওঠে, প্রকল্প এলাকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ কালভার্ট থাকা সত্ত্বেও সেটিকে প্রয়োজন অনুযায়ী উঁচু করা হয়নি। বরং পুরনো রাস্তার উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করা হচ্ছে, ফলে ভবিষ্যতে পুনরায় জল জমে সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। স্থানীয়দের মতে, পরিকল্পিতভাবেই নিম্নমানের কাজ করা হচ্ছে যাতে ভবিষ্যতে আবারও একই সড়কের নামে বরাদ্দ এনে অর্থ আত্মসাৎ করা যায়। এলাকাবাসীর ক্ষোভ আরও বাড়িয়েছে কাজের স্বচ্ছতার অভাব। তাঁদের অভিযোগ, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী কোনো সাইনবোর্ড বা প্রকল্পের তথ্যফলক লাগানো হয়নি। ফলে সাধারণ মানুষ জানতে পারছেন না প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয়, কাজের পরিমাণ বা ঠিকাদারের নাম। জনগণকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখেই গোপনে কাজ চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁদের।

স্মারকপত্রে অভিযোগকারীরা স্পষ্টভাবে দাবি করেছেন, এই পুরো প্রকল্পে ঠিকাদার ও বিভাগীয় কিছু অসাধু আধিকারিকের একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট সক্রিয় রয়েছে। কম কাজ করে বিপুল অঙ্কের বিল তোলার জন্যই মনগড়া এস্টিমেট তৈরি করা হয়েছে বলে তাঁদের দাবি। তাঁরা প্রশ্ন তোলেন; 'যেখানে মাত্র পঞ্চাশ মিটার রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেখানে চারশো মিটার কাজ দেখিয়ে কোটি টাকার বরাদ্দ কীভাবে অনুমোদিত হল?'

এলাকাবাসী এই ঘটনায় সিএম ভিজিল্যান্সের মাধ্যমে উচ্চপর্যায়ের নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, তদন্ত হলে প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসবে এবং সরকারি অর্থ লুটপাটের সঙ্গে জড়িতদের মুখোশ উন্মোচিত হবে। পাশাপাশি এমন মনগড়া এস্টিমেট প্রস্তুতকারী আধিকারিকদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তাঁরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, হাইলাকান্দি জেলায় সড়ক মেরামতের নামে দীর্ঘদিন ধরেই সরকারি অর্থের অপচয় ও দুর্নীতি চলে আসছে। অল্প কাজ দেখিয়ে বিপুল অঙ্কের বরাদ্দ তোলা এখন যেন নিয়মে পরিণত হয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষ উন্নত সড়ক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, অথচ সরকারি কোষাগার থেকে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। স্মারকপত্রে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, দ্রুত নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে বৃহত্তর গণআন্দোলনে নামবেন তাঁরা। প্রয়োজনে জেলাজুড়ে বিক্ষোভ, গণঅবস্থান ও আন্দোলনের পথেও হাঁটবেন বলে জানান স্থানীয়রা।

সহপাঠীর মারে আহত পড়ুয়া, চেপে গেলেন স্কুল কর্তৃপক্ষ, বিতর্কে কালাইনের ভারত নির্মাণ বিদ্যাপীঠ

ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তী

কালাইন, ১৩ মে : কাটিগড়ার বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হোলি ফ্লাওয়ার সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের শ্রেণিকক্ষে ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনার পাঁচদিনের মাথায় আবারও কালাইনের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভারত নির্মাণ বিদ্যাপীঠ সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বজ্ঞানহীন ভূমিকার নজির সামনে এল। অভিযোগ, স্কুলে সহপাঠীর মারে প্রায় অজ্ঞান হওয়া পড়ুয়াকে বাড়িতে পাঠানো হলেও ঘটনার স্কুলের সন্নিকটে থাকা পড়ুয়ার অভিভাবককে জানানোর প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি স্কুল কর্তৃপক্ষ।

স্কুল কর্তৃপক্ষের এমন ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন পড়ুয়ার অভিভাবক তথা কালাইন হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের শিক্ষক বিজিত বর্মণ। তিনি বলেন, স্কুলে দুই পড়ুয়ার মারপিট হতেই পারে। এতে তাঁর ছেলের দোষও থাকতে পারে বা ওই পড়ুয়ার দোষও থাকতে পারে। এনিয়ে তার কোনও অভিযোগ অনুযোগ নেই। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষের তাঁকে বিষয়টি জানানো উচিত ছিল। এটা তাদের দায়িত্ব-কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। বিজিত বর্মণ জানান, তাঁর পুত্র ভার্গব বর্মণ ভারত নির্মাণ বিদ্যাপীঠ স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। মঙ্গলবার দুপুরে ভার্গবের সঙ্গে তার এক সহপাঠীর মারপিট ঘটে। এতে ভার্গব প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তখন স্কুল কর্তৃপক্ষ ভার্গবকে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। বাড়িতে আসার পর ভার্গবের ঘাড়ে ব্যথা শুরু হয় তখন ভার্গব তার মাকে সব খুলে বলে। তারপর দুপুর পৌনে দু'টা নাগাদ ভার্গবকে কালাইন সিএইচসিতে নিয়ে যাওয়া হয়। কালাইন সিএইচসিতে নিয়ে যাওয়ার পর কোনও চিকিৎসককে পাওয়া যায়নি। প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ভার্গবকে অন্যত্র এক চিকিৎসককে দেখিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসেন। এ ব্যাপারে স্কুলের অধ্যক্ষা সুমিতা দাসকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ভার্গবের তেমন কিছু হয়নি। ভার্গব সুস্থভাবেই বাড়িতে গিয়েছে। এদিকে কালাইন সিএইচসি-র ভারপ্রাপ্ত ইনচার্জ তথা দুপুর দু'টা পর্যন্ত চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা ডাঃ চিরশ্রী দেবকে চিকিৎসক না পাওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন সকাল থেকে তিনি দায়িত্ব পালন করে আসছেন। দুপুর দেড়টা নাগাদ তিনি শৌচাগারে যান এবং তারপর কিছু খেতে বসেন। তিনি যাওয়ার সময় ফার্মাসিস্ট ইনচার্জ শান্তনু ধরকে বসিয়ে গিয়েছেন। ডাঃ চিরশ্রী দেব জানান, পড়ুয়া ভার্গবের তেমন অসুস্থতা ছিল না। তবুও শান্তনু ধর ভার্গবের প্রাথমিক চিকিৎসা করেছেন। এবং তিনি মিনিট পনেরো পর এসে রোগীকে পাননি।

ডাঃ চিরশ্রী দেবের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠছে যে পড়ুয়া ভার্গবের তেমন অসুস্থতা ছিল না এটা ঠিক কিন্তু এক্ষেত্রে যদি একজন মুমূর্ষু রোগী আসতেন তা হলে তার কি হত। উল্লেখ্য, গত ৭ মে কাটিগড়ার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হোলি ফ্লাওয়ার সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলে শ্রেণিকক্ষের ভেতরেই গলায় ন্যুডলস আটকে মারা যায় কেজি ওয়ানের ছাত্র শিশু শাকিবুল আলম। এই শিশুর মৃত্যুর জন্য দুই শিক্ষিকার দায়িত্বজ্ঞানহীনতাই দায়ী বলে জোর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে।

বর্ষার মরসুমে হেপাটাইটিস ও জলবাহিত রোগ প্রতিরোধে সতর্কতা জারি শ্রীভূমিতে

সাময়িক প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি, ১৩ মে : চলতি বর্ষার মরসুমে শ্রীভূমির জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন (এনএইচএম) এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ থেকে শ্রীভূমি জেলাজুড়ে জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত একটি সতর্কতামূলক নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এতে ভাইরাল হেপাটাইটিস (এ ও ই) সহ ডায়েরিয়া, কলেরা, টাইফয়েড ও আমাশয়ের মতো জলবাহিত রোগের সম্ভাব্য ঝুঁকি বৃদ্ধির বিষয়ে বাসিন্দাদের সচেতন থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য সমিতির পক্ষ থেকে জারি করা নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, বর্ষাকালে অতিবৃষ্টির ফলে পানীয়জলের উৎস দূষিত হওয়া এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার অবনতির কারণে সংক্রামক রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। এই প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ সব নাগরিককে নিরাপদ পানীয়জল ব্যবহার, খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখা, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা এবং পরিবেশগত স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে অনুসরণের পরামর্শ দিয়েছে।

নির্দেশিকায় জোর দিয়ে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র ফুটানো বা নির্ভরযোগ্যভাবে পরিশোধিত জল পান করতে হবে। যেখানে নিরাপদ জলের সরবরাহ অনিশ্চিত সেখানে ক্লোরিন ট্যাবলেট ব্যবহারের পাশাপাশি পরিষ্কার ও ঢাকনাযুক্ত পাত্রে জল সংরক্ষণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। খোলা বা অনিরাপদ জলের উৎস ব্যবহার থেকে বিরত থাকারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশনায় খোলা স্থানের খাবার ও বাসি খাদ্য পরিহার করার কথা বলা হয়েছে। সদ্যপ্রস্তুত গরম খাবার গ্রহণ, ফলমূল ও শাকসব্জি ভালোভাবে ধুয়ে খাওয়া এবং রান্নাঘরের সার্বিক পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নির্দেশিকায় ভাইরাল হেপাটাইটিসকে মৌসুমি একটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জন্ডিস, বমিভাব এবং গাঢ় রঙের প্রস্রাবের মতো উপসর্গ দেখা দিলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার জন্য নাগরিকদের অনুরোধ করা হয়েছে। স্ব-ওষুধ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

হেপাটাইটিস এ ও ই প্রধানত দূষিত খাদ্য ও পানীয়জলের মাধ্যমে সংক্রমিত হয় এবং বন্যা বা জলাবদ্ধতার পরিস্থিতিতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। স্বাস্থ্য বিভাগ জানিয়েছে, ডায়েরিয়া, বমি, জ্বর বা জলশূন্যতার লক্ষণ দেখা দিলে দেরি না করে পাশের সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করতে হবে। ডায়েরিয়ার ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন (ওআরএস) সেবন শুরু করা এবং শিশুদের নিয়মিত খাদ্য গ্রহণ অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে স্বাস্থ্যকর্মীর নির্দেশনা অনুযায়ী জিংক সাপ্লিমেন্ট গ্রহণের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত সতর্কতার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টিও নির্দেশিকায় গুরুত্ব পেয়েছে। কোনও এলাকায় একাধিক ব্যক্তি একইধরনের উপসর্গে আক্রান্ত হলে তা দ্রুত স্থানীয় আশা বা এএনএম কর্মীকে অবহিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে যাতে প্রাথমিক পর্যায়েই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এছাড়া শৌচালয় ব্যবহার নিশ্চিত করা, উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ পরিহার, জলাবদ্ধতা প্রতিরোধ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো মৌলিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার উপর পুনরায় জোর দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, নিরাপদ জল, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং সঠিক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণই মৌসুমি রোগ প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায় যা প্রতিটি পরিবার সহজেই বাস্তবায়ন করতে পারে।

লামডিংয়ে দৌল উৎসবের লাকি ড্র বাতিল, অনুমতি ছাড়া লটারি আয়োজনে কড়া প্রশাসন

সাময়িক প্রসঙ্গ, ডবকা, ১৩ মে : হোজাই জেলার লামডিংয়ে দৌল উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত হতে যাওয়া বৃহৎ লাকি ড্র (লটারি) অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কঠোর পদক্ষেপ নিল জেলা প্রশাসন। ২ নং শীতলাবাড়ি সর্বজনীন শিব মন্দির পরিচালনা সমিতির দাখিল করা অনুমতির আবেদন আনুষ্ঠানিকভাবে খারিজ করে প্রশাসন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, সরকারি অনুমতি ছাড়া কোনও ধরনের লটারি বা অনুরূপ কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না। জেলা দণ্ডাধীশের কার্যালয় থেকে গত ৬ মে জারি করা নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছে, সমিতিটি পূর্বানুমতি ছাড়াই বিপুল পরিমাণে লাকি ড্র টিকিট এবং ডোনেশন কুপন বিক্রি করছিল। এই অভিযোগের পর বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত শুরু করে প্রশাসন। উল্লেখ্য, বিষয়টি নিয়ে আয়োজক সমিতি গৌহাটি হাইকোর্টে আবেদন জানায়। ৬৬৬৬/২০২৫ নম্বর মামলায় গত ২৩ এপ্রিল আদালত জেলা প্রশাসনকে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী আবেদনটি পুনর্বিবেচনার নির্দেশ দেয়। আদালতের নির্দেশের পর লামডিংয়ের সহকারী জেলা কমিশনার এবং সহকারী পুলিশ সুপার যৌথ তদন্ত চালিয়ে একাধিক অসংগতি চিহ্নিত করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে জানানো হয়, আয়োজক সমিতি কোনও বৈধ সরকারি অনুমতি ছাড়াই ডোনেশন কুপন বিক্রি করছিল। এছাড়া লটারি আয়োজনের নির্ধারিত দিনটি স্থানীয় কোনও ধর্মীয় বা সামাজিক উৎসবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল না। পূর্বঘোষিত তারিখ পরিবর্তন করেও নতুন তারিখের জন্য আলাদা অনুমতি নেওয়া হয়নি। প্রশাসনের মতে, অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হলে লামডিংয়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারত। তদন্তকারী কর্মকর্তারা সমিতির কাছ থেকে কোনও বৈধ নথি বা অনুমোদনপত্রও পাননি। ইতোমধ্যে এই ঘটনায় লামডিং থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। নির্দেশে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, মন্টু দেবনাথ নামে এক ব্যক্তিকে ২০২৪ সালেও 'সর্বজনীন শীতলাবাড়ি উন্নয়ন'-এর নামে অবৈধ লটারি আয়োজনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ওই মামলায় দ্য লটারিস (রেগুলাশন) অ্যাক্ট ১৯৯৮ এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করে চার্জশিট দাখিল করা হয়। সমস্ত তথ্য, জনঅভিযোগ, আদালতের নির্দেশ এবং আইনি মতামত পর্যালোচনা করে জেলা প্রশাসন সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, ২ নং শীতলাবাড়ি সর্বজনীন শিব মন্দির পরিচালনা সমিতির প্রস্তাবিত লাকি ড্র অনুষ্ঠান বিদ্যমান আইন ও সরকারি নীতিমালার পরিপন্থী। ফলে সমিতির আবেদন সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে জনসাধারণের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আইন কঠোরভাবে প্রয়োগের নির্দেশ দিয়ে প্রশাসন সতর্ক করেছে, ভবিষ্যতে অনুমতি ছাড়া এ ধরনের কার্যকলাপ পরিচালনা করলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্যদিকে, ডবকা চার্লক এলাকায়ও দুই বছর আগে একটি অসাধু চক্র লটারির নামে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠেছিল। অভিযোগ অনুযায়ী, ওই চক্র জনগণের টাকা ফেরত না দিয়ে জমি, বাড়ি ও গাড়ি কিনে বিলাসবহুল জীবনযাপন করছে। বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন থাকলেও অভিযুক্তদের কর্মকাণ্ড নিয়ে স্থানীয় সচেতন মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

গুয়াহাটিতে গণবিবাহ অনুষ্ঠানের একটি দৃশ্য।

লোহারবন্দে ১২ ফুটের কিং কোবরা উদ্ধার

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৩ মে : কাছাড় জেলার লোহারবন্দ এলাকার এক গ্রামে প্রায় ১২ ফুট দীর্ঘ একটি বিশালাকার কিং কোবরা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার রাতে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। জনবসতিপূর্ণ এলাকায় বিষধর সাপটি দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে বনদফতর ও বন্যপ্রাণী উদ্ধারকারী দলকে খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বন্যপ্রাণী সংরক্ষণকর্মী ত্রিকাল চক্রবর্তী সহ বনরক্ষী রোহিত মালাকার, রামেশ্বর চাসা এবং বন বিভাগের কর্মকর্তা সাবির আহমেদ লস্কর। প্রায় তিন ঘণ্টার দীর্ঘ অভিযানের পর অবশেষে বিশাল কিং কোবরাটিকে নিরাপদে উদ্ধার করতে সক্ষম হন তাঁরা। উদ্ধারকারী দলের অনুমান, চলতি বর্ষাকালে খাদ্য কিংবা সঙ্গীর সন্ধানে সাপটি লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। সাধারণত কিং কোবরা মানুষ এড়িয়ে চললেও গ্রাম এলাকায় শিশু ও গবাদি পশুর কাছাকাছি সাপটির উপস্থিতি স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। সফল উদ্ধার অভিযানের পর বন দফতরের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, সাপ সম্পর্কে সচেতনতা এবং নিরাপত্তা বিধি মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি জানানো হয়, কিং কোবরা বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইন, ১৯৭২ অনুযায়ী সংরক্ষিত প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তীতে উদ্ধার হওয়া সাপটিকে নিরাপদ প্রাকৃতিক পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে বন দফতর সূত্রে জানা গেছে।

অরুণাচলে পাচারচক্র ফাঁস, উদ্ধার প্রায় ১.২০ কোটি টাকার গণ্ডারের শিং, গ্রেফতার চার

ইটানগর, ১৩ মে : অরুণাচল প্রদেশের পাপুম পারে জেলার হলঙ্গি এলাকায় বন দফতর ও বালিজান পুলিশের যৌথ অভিযানে গণ্ডারের শিং পাচারচক্রের পর্দাফাঁস হল। অভিযানে সন্দেহভাজন গণ্ডারের শিং-সহ চার জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া শিংটির আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বলে দাবি তদন্তকারীদের।

বুধবার হলঙ্গি রেঞ্জের বন আধিকারিক নবম রাকেশ বুধবার জানান, কিছু পাচারকারী গণ্ডারের সন্দেহভাজন শিং বিক্রির পরিকল্পনা করছে বলে গোপন সূত্রে খবর পাওয়া যায়। সেই তথ্যের ভিত্তিতে আধিকারিকরা ক্রেতা সেজে পাচারকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং অসম-অরুণাচল সীমান্তবর্তী হলঙ্গিতে সাক্ষাতের পরিকল্পনা করা হয়। তিনি জানান, প্রথম বৈঠক সফল হয়নি। পরে মঙ্গলবার (১২ মে) হলঙ্গি নদী এলাকায় দ্বিতীয় বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সেই সময় দুই সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে মুল পাচারকারীর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একটি সন্দেহভাজন গণ্ডারের শিং উদ্ধার করা হয়। বন দফতরের দাবি, অভিযুক্তরা শিংটি প্রায় ১.২০ কোটি টাকায় বিক্রির পরিকল্পনা করেছিল। অভিযানের পর চার অভিযুক্তকে পরবর্তী তদন্তের জন্য বালিজান পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ধৃতদের নাম হেমন্ত দাস, রোমেন কলি, হামরজিত নার্জারি ও অজয়সিং দেওমারি। সকলেই অসমের বিশ্বনাথ জেলার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। পাপুম পারে জেলার পুলিশ সুপার তারু গুসার সফল অভিযানের জন্য পুলিশ ও বন দফতরের দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'এই সন্দেহভাজন গণ্ডারের শিং ইটানগরে পৌঁছে গেলে স্থানীয় মানুষ প্রতারণার শিকার হতে পারতেন।' পুলিশ সুপার আরও জানান, হেমন্ত দাস একজন পেশাদার শিকারি ও পাচারকারী। তার বিরুদ্ধে বন্যপ্রাণ সংক্রান্ত একাধিক মামলা রয়েছে। সম্প্রতি অসমের একটি জেল থেকে বন্যপ্রাণ সংক্রান্ত মামলায় জামিনে মুক্তি পেয়েছিল সে।

কোকরাঝাড় ব্যাংক কলোনি রিক্রিয়েশন সেন্টারে তিনদিনব্যাপী রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্‌যাপন

সাময়িক প্রসঙ্গ, কোকরাঝাড়, ১৩ মে : কোকরাঝাড় ব্যাংক কলোনি রিক্রিয়েশন সেন্টারের উদ্যোগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রতি বছরের মত এবারও নানা সাংস্কৃতিক ও প্রতিযোগিতামুলক কর্মসূচির মাধ্যমে কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় গত শনিবার সকালে। সকাল ৮টায় কবিগুরুর প্রতিমূর্তিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রিক্রিয়েশন সেন্টারের প্রবীণ সদস্য রমাকান্ত পাল। এ সময় উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে সমগ্র প্রাঙ্গণ। পরে উপস্থিত সদস্য-সদস্যারা সারিবদ্ধভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। এরপর অনুষ্ঠিত হয় এক সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মহিলা সদস্যা ও নবাগত কন্যাদের পরিবেশনায় সমবেত সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। নির্দিষ্ট বক্তা হিসেবে রথীন্দ্র সিনহা কবিগুরুর জীবন, সাহিত্য ও দর্শন নিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি বক্তব্যের ফাঁকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেন। অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করেন প্রতিমা ভৌমিক, স্বপ্না সাহা ও শ্রাবন্তী দেবনাথ। একক রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন ঋতুপর্ণা সুর, স্বপ্না সাহা, অঙ্কিতা দেবনাথ, দেবাংশু দাস ও চিরঞ্জিত দাস। এছাড়া মিঠু দেবনাথ ও তপতী দেবনাথ দ্বৈত কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে রিক্রিয়েশন সেন্টারের সাংস্কৃতিক সম্পাদক বিশ্বজিৎ দে উপস্থিত সকল শিল্পী, সদস্য ও সহযোগীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। আয়োজক কমিটি জানিয়েছে, আগামী ২৩ ও ২৪ মে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তথা সমাপনী পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। ২৩ মে বিকেল ২টা ৩০ মিনিটে বিভিন্ন বিভাগের রবীন্দ্র আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে আন্তঃস্কুল রবীন্দ্র কুইজ এবং সন্ধ্যা ৭টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। ২৪ মে সকাল ৯টায় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, বিকেল ২টায় রবীন্দ্রসংগীত প্রতিযোগিতা এবং সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতিতে পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উল্লিখিত সব অনুষ্ঠানে প্রতিযোগী, দর্শক ও শ্রোতাদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি কামনা করেছে আয়োজক সমিতি।

ধর্মনগরে জাতীয় দাবি দিবস উপলক্ষে বামপন্থী পাঁচ সংগঠনের বিক্ষোভ মিছিল

এসএম জাহির আব্বাস, কটামণি, ১৩ মে: কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন যৌথ মঞ্চের আহ্বানে 'জাতীয় দাবি দিবস' পালন উপলক্ষে মঙ্গলবার উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে বামপন্থী পাঁচটি গণসংগঠনের উদ্যোগে এক বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভার আয়োজন করা হয়। শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর, নারী ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন দাবি-দাওয়াকে সামনে রেখে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী ও সমর্থকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এদিন সকাল থেকেই ধর্মনগর মহকুমা শহরের রাজনৈতিক পরিবেশ সরগরম হয়ে ওঠে। দুপুর গড়ানোর আগেই সিপিএমের ধর্মনগর মহকুমা কার্যালয় প্রাঙ্গণে জড়ো হতে থাকেন বিভিন্ন গণসংগঠনের সদস্যারা। সিআইটিইউ, সারা ভারত কৃষক সভা, গণতান্ত্রিক নারী সমিতি, ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন এবং উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের নেতা-কর্মীরা হাতে ব্যানার, পতাকা ও দাবি-সংবলিত প্ল্যাকার্ড নিয়ে সমবেত হন। দুপুর প্রায় ১২টা নাগাদ স্লোগানে মুখরিত পরিবেশের মধ্য দিয়ে বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক পরিক্রমা শুরু করে। মিছিল চলাকালীন শ্রমিক স্বার্থবিরোধী শ্রম কোড ও বিধি বাতিল, এনজিএনরেগা প্রকল্প

পুনরায় চালু, ২০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি নিশ্চিত করা, মূল্যবৃদ্ধি রোধ এবং সাম্প্রতিক শিলাবৃষ্টি ও ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে পর্যাপ্ত সরকারি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিতে জোরালো স্লোগান তোলা হয়। মিছিলটি ধর্মনগর শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে শেষপর্যন্ত ভগৎ সিং কর্নারে গিয়ে এক পথসভায় মিলিত হয়। সেখানে উপস্থিত নেতারা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নীতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দেন। পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কুর্তি-কদমতলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে সাধারণ শ্রমিক ও কৃষকরা চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া শ্রমনীতি শ্রমিকদের অধিকার হরণ করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, এনজিএনরেগা প্রকল্প কার্যকরভাবে চালু না থাকায় গ্রামীণ এলাকার গরিব মানুষের জীবিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

অন্যদিকে যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শৈলেন্দ্রচন্দ্র নাথ বলেন, দেশজুড়ে শ্রমিক-কৃষকবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলা সময়ের দাবি। পথসভায় সিআইটিইউ-র রাজ্য সহ-সভাপতি অমিতাভ দত্ত কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমনীতি ও শ্রম কোডের কড়া সমালোচনা করে বলেন, সমগ্র ভারতে শ্রমিকরা তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও ন্যায্য মজুরির দাবিতে আন্দোলন করছে। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করে সেই আন্দোলন দমনের চেষ্টা চলছে। তিনি দাবি তোলেন, শ্রমিকবিরোধী শ্রমকোড বাতিল করতে হবে, এনজিএনরেগা প্রকল্প পুনরায় চালু করতে হবে এবং ২০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে অবিলম্বে সরকারি আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে হবে।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের ধর্মনগর মহকুমা সম্পাদক রতন রায়, সারা ভারত কৃষক সভার জেলা সম্পাদক শশাঙ্ক মজুমদার, মহকুমা সম্পাদক প্রদ্যোত শর্মা, সিআইটিইউ-র ধর্মনগর মহকুমা সভাপতি নিরঞ্জন দেবনাথ, সম্পাদক জহরুল হক, উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের মহকুমা সম্পাদক প্রসন্ন ত্রিপুরা, গণতান্ত্রিক নারী সমিতির মহকুমা সম্পাদক বিজিতা নাথ, ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের মহকুমা সম্পাদক অনুকুল দাস এবং জেলা সম্পাদক দুর্গেশ রায় সহ বহু সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। সমগ্র কর্মসূচিজুড়ে ধর্মনগর শহরে প্রতিবাদী আবহ সৃষ্টি হয়। বামপন্থী সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে জানানো হয়, শ্রমিক-কৃষক-ক্ষেতমজুর সহ সাধারণ মানুষের দাবি পূরণ না হলে আগামীদিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামা হবে।

মাধ্যমিক-সহ বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন সরস্বতী বিদ্যানিকেতনে

অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্বলন করছেন অতিথিরা।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৩ মে : ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক-সহ অঙ্কুর থেকে নবম শ্রেণির কৃতী বিদ্যার্থীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করল সরস্বতী বিদ্যানিকেতন, দক্ষিণ শিলচর। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে চারটায় এ উপলক্ষে বিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠান আয়োজন করে কৃতীদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ এবং বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষায় অঙ্কুর থেকে নবম শ্রেণির প্রথম স্থানাধিকারী-সহ সর্বোচ্চ উপস্থিতি থাকা বিদ্যার্থীদের এদিন সম্মাননা প্রদান করা হয়। এতে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাভারতীর পূর্বোত্তর ক্ষেত্রের শিশুবাটিকার প্রমুখ আনন্দ সূত্রধর। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা বিকাশ পরিষদের দক্ষিণ অসম প্রান্তের সভাপতি নীহারেন্দু ধর, শিক্ষা বিকাশ পরিষদের দক্ষিণ আসাম প্রান্তের সহ-সভাপতি তথা সরস্বতী বিদ্যানিকেতন দক্ষিণ শিলচরের বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অপূর্বকুমার নাথ, সরস্বতী বিদ্যানিকেতন দক্ষিণ শিলচরের পরিচালন সমিতির সভাপতি সুধীমচন্দ্র নাথ, মার্গদর্শক নীরদচন্দ্র কর্মকার, সরস্বতী বিদ্যানিকেতন দক্ষিণ শিলচরের প্রধান আচার্যা সঙ্গীতা রায়চৌধুরী, মালুগ্রাম সরস্বতী বিদ্যানিকেতনের প্রধান আচার্যা অঙ্কিতা দেবরায় সহ সরস্বতী বিদ্যানিকেতন দক্ষিণ শিলচরের আচার্যা-আচার্যরা।

এদিন ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ মোট ১৯ জন বিদ্যার্থী এবং বার্ষিক পরীক্ষায় অঙ্কুর থেকে নবম শ্রেণির প্রথম স্থান অর্জন করা ১২ বিদ্যার্থী-সহ এই শ্রেণিগুলোতে একই বছরে সর্বোচ্চ উপস্থিতি থাকা আরও ১২ জন বিদ্যার্থীকে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা স্মারক ও উত্তরীয় পরিয়ে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পরম্পরাগত বন্দনা পরিবেশন করার পর ভারতমাতা, ওঙ্কার এবং দেবী সরস্বতীর চরণে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন বিশিষ্টজনেরা। এরপর বিদ্যালয়ের সঙ্গীত আচার্যা জয়ন্তী চৌধুরীর নেতৃত্বে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন আচার্যা মৌসুমী দেবরায়, মৌ দেব ও লাকি রায়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রত্যেক বিশিষ্টজনেরা বিদ্যার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কামনা করেন। পড়াশোনার জীবনে চলার পথ যে এক বিশাল জিয়নকাঠি, এ নিয়েও মত ব্যক্ত করেন তাঁরা। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আচার্যা মৌ দেব এবং গোটা অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আচার্যা মৌসুমী দেবরায়।

শ্রীভূমি রেডক্রস হাসপাতালে নানা কর্মসূচি, সংবর্ধনা

চিকিৎসা ব্যবস্থাকে কার্যকর করে তুলতে নার্সদের ভূমিকার প্রশংসা

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ১৩ মে : বিশ্বজুড়ে প্রতি বছর ১২ মে আন্তর্জাতিক নার্সেস ডে পালিত হয়। আধুনিক নার্সিংয়ের জননী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গলের জন্মদিন উপলক্ষে দিনটি উদযাপন করা হয়। স্বাস্থ্যসেবায় নার্সদের অসামান্য অবদানকে সম্মান জানাতেই এই বিশেষ দিন পালিত হয়। ১৮২০ সালের ১২ মে ফ্লোরেন্স শহরে জন্মগ্রহণ করেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় আহত সৈনিকদের সেবায় তাঁর অনন্য ভূমিকা বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হয়। ১৯৬৫ সাল থেকে ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব নার্সেস (আইসিএন) আন্তর্জাতিক নার্সেস ডে পালন শুরু করে। পরে ১৯৭৪ সালে সংস্থাটি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে যে, প্রতি বছর ১২ মে দিনটি বিশ্বব্যাপী উদ্‌যাপিত হবে।

সংবর্ধিত নার্সদের নিয়ে কেক কাটার একটি মুহূর্ত। মঙ্গলবার শ্রীভূমি রেডক্রস হাসপাতালে।

আধুনিক নার্সিং সেবার অগ্রদূত ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গলের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস মঙ্গলবার যথাযোগ্য মর্যাদা ও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করল ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটির শ্রীভূমি জেলা শাখা। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন রেডক্রস শাখার চেয়ারম্যান মনোজকুমার দাস। এরপর ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন রেডক্রস শাখার সম্পাদক প্রবালকান্তি দাস। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরিচালন সমিতির সদস্য-সদস্যা, রেডক্রস হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স এবং অন্যান্য কর্মীরা। আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সম্পাদক প্রবালকান্তি দাস বলেন, চিকিৎসা পরিষেবার অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলেন নার্সরা। রোগীর শারীরিক ও মানসিক পরিচর্যা থেকে শুরু করে জরুরি চিকিৎসা, মানবিক সহায়তা এবং সার্বিক স্বাস্থ্যসেবায় নার্সদের অবদান অপরিসীম। তিনি বলেন, সমাজে নার্সদের নিষ্ঠা, সহমর্মিতা ও আত্মত্যাগের মূল্যায়ন করা অত্যন্ত জরুরি। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সুপর্ণা লালা, ডাঃ দেবতোষ পাল, ডাঃ দুর্বাদল দাস, অভিজিৎ রায়, সজল দত্ত, নিখিলরঞ্জন দাস এবং বন্দনা সেনগুপ্ত।

বক্তারা রোগীদের সেবায় নার্সদের নিরলস পরিশ্রম, দায়িত্ববোধ এবং মানবিকতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁরা বলেন, হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে কার্যকর ও মানবিক করে তুলতে নার্সদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল রেডক্রস হাসপাতালে কর্মরত সব নার্সকে সংবর্ধনা প্রদান। তাদের নিষ্ঠা ও সেবামূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটির পক্ষ থেকে উত্তরীয় ও স্মারকচিহ্ন প্রদান করে সম্মান জানানো হয়। পরে কেক কাটা, শুভেচ্ছা বিনিময় এবং এক মনোরম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবসের উদ্‌যাপন সম্পন্ন হয়।

লালা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিশ্ব নার্স দিবসে অনুষ্ঠান

সাময়িক প্রসঙ্গ, লালা, ১৩ মে : আন্তর্জাতিকভাবে পালিত বিশ্ব নার্স দিবস। মঙ্গলবার লালা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। এ উপলক্ষে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এক সংক্ষিপ্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ইনচার্জ ডাঃ অমলেন্দু দাস, বিপিএম মঞ্জির আহমদ চৌধুরী, প্রাক্তন এলএইচভি ভবানী আচার্য, বেণু সিংহ, নার্সিং স্টাফ-সহ অন্যান্য কর্মচারীরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গলের জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন ভবানী আচার্য, মঞ্জির আহমদ চৌধুরী, বেণুরানি সিংহ, ডাঃ অমলেন্দু দাস প্রমুখ। বক্তারা বলেন,১৮২০ সালের ১২ মে ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে জন্মগ্রহণ করেন বিশ্ববন্দিত নার্স ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গল। তিনি একসময় ক্রিমিয়ার যুদ্ধে আহত সৈনিকদের সেবার মাধ্যমে তিনি বিশ্বজুড়ে পরিচিতি লাভ করেন। রাতের অন্ধকারে হাতে বাতি নিয়ে রোগীদের সেবা করতেন বলে তাঁকে 'দ্য ল্যাডি উইথ ল্যাম্প' বলা হতো। নার্সিং পেশাকে মানবসেবার এক মহান আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে প্রতি বছর ১২ মে বিশ্ব নার্স দিবস পালন করা হয়। বক্তারা আরও বলেন, রোগীদের সেবায় নার্সদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানবিকতা, ধৈর্য ও দায়িত্ববোধ নিয়ে তারা দিন-রাত নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। বিশ্ব নার্স দিবস উপলক্ষে বক্তারা নার্সদের শুভেচ্ছা জানান। পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবার মান আরও উন্নত করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়। তারা আরও বলেন, আধুনিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় নার্সরা শুধু রোগীর সেবাই নয় স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। তাদের আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠার স্বীকৃতি দিতেই প্রতি বছর ১২ মে বিশ্ব নার্স দিবস পালন করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিপিএম মঞ্জির আহমদ চৌধুরী। এদিন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গলের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন লালার কর্মরত নার্সরা। এছাড়া মোমবাতি হাতে নিয়ে এদিন অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন প্রবাদপ্রতিম নার্স ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গলকেও।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিপিএম মঞ্জির আহমদ চৌধুরী। পাশে ইনচার্জ ডাঃ অমলেন্দু দাস ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নার্সরা।

চড়ক পূজায় ভক্তদের ভিড় লক্ষীপুর বাগানে

চড়ক পূজাকে ঘিরে ভক্তদের ঢল। রবিবার লক্ষীপুর চা-বাগানে।

সাময়িক প্রসঙ্গ, বিন্নাকান্দিঘাট, ১৩ মে : লক্ষীপুর চা-বাগানের উপরটিলার জগাই মথুরা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে রবিবার দুপুর ২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ধর্মীয় মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। অসংখ্য ভক্তের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে এদিন। প্রচুর ভক্ত সমাগমে শান্তিপূর্ণভাবে এই পূজা সম্পন্ন হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন আয়োজক কমিটির কর্মকর্তারা। উল্লেখ্য, এই পূজা এবার প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো।

ছবাহি মক্তব ফাইনালে গুমড়া আঞ্চলিকের কৃতিত্ব, সংবর্ধনা

আব্দুস সুবহান লস্কর

কাটিগড়া, ১৩ মে : মঙ্গলবার উত্তর-পূর্ব ভারত এমারতে শরয়িয়াহ ও নদওয়াতুত তামির কর্তৃক পরিচালিত ২০২৬ সালের ছবাহি মক্তব ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এই পরীক্ষায় গুমড়া আঞ্চলিকের পশ্চিম পাইকান আদর্শ ছবাহি মক্তবের ছাত্রী মরিয়মা বেগম সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের মধ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়েছে। মোট ২০০-র মধ্যে ১৮৯ নম্বর পেয়েছে সে। এই কৃতী ছাত্রীকে বুধবার গুমড়া আঞ্চলিকের কর্মকর্তারা পশ্চিম পাইকান আদর্শ ছবাহি মক্তবে সংক্ষিপ্তভাবে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সঙ্গে ছাত্রীর শিক্ষক মওলানা রহিম উদ্দিন চৌধুরী ও পিতা আব্দুল মজিদকে সবাই সাধুবাদ জানান।

উল্লেখ্য, গুমড়া আঞ্চলিকের গাট্টারকোণা পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে এবার ৬১ জন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এর মধ্যে ৪৭ জন প্রথম বিভাগে, ১২ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং দু'জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। পাসের হার ১০০ শতাংশ। সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিকের সম্পাদক মওলানা আব্দুল কুদ্দুস লস্কর, সহ-সম্পাদক মওলানা আব্বাস আলি শিকদার, মক্তব পরিদর্শক মওলানা জাবির হোসেন বড়ভুইয়া, জাবির আহমদ, মওলানা মশকুর আহমদ, মওলানা ফজল আহমদ বড়ভুইয়া সহ অন্যান্যরা।

সংবর্ধিত ছাত্রী মরিয়মা বেগমের সঙ্গে নদওয়াতুত তামিরের গুমড়া আঞ্চলিক কমিটির কর্মকর্তা সহ অন্যান্যরা।

১১৮ নং শিলচর বিধানসভা কেন্দ্রের বুথকেন্দ্রিক ফলাফল

ক্রমিক নং	ভোটগ্রহণ কেন্দ্র	অভিজিৎ পাল (কংগ্রেস)	ডাঃ রাজদীপ রায় (বিজেপি)	ভবতোষ চক্রবর্তী (এসইউসিআই)	গৌতম দাস (নির্দল)	পাপলু নাথ (নির্দল)	রানু দাস (নির্দল)	সুব্রতকুমার চন্দ (নির্দল)	মোট বৈধ ভোট	বাতিল ভোট	নোটা	সর্বমোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৫১	প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির (৩ নং কক্ষ)	৪৮	৩৭৭	১	১	০	০	২	৪২৯	০	৭	৪৩৬
৫২	নিত্যময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় (১ নং কক্ষ)	১১৭	৫২৫	৬	২	১	২	৩	৬৫৬	০	২৫	৬৮১
৫৩	নিত্যময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় (২ নং কক্ষ)	১৩০	৫১৫	২	০	২	১	৩	৬৫৩	০	২৬	৬৭৯
৫৪	নিত্যময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় (৩ নং কক্ষ)	৮৭	৪৮৮	৪	১	০	১	২	৫৮৩	০	১০	৫৯৩
৫৫	কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় (১ নং কক্ষ)	৭৪	৮৭৬	১০	১	১	২	৫	৯৬৯	০	১১	৯৮০
৫৬	কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় (২ নং কক্ষ)	৬৫	৩৪৪	১	১	০	১	১	৪১৩	০	১২	৪২৫
৫৭	কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় (৫ নং কক্ষ)	৩৮	৪৭৫	৩	০	১	১	১	৫১৯	০	৩	৫২৪
৫৮	কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় (৩ নং কক্ষ)	১১৩	৭৭৮	৩	১	০	২	১	৮৯৮	০	১৫	৯১৩
৫৯	কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় (৪ নং কক্ষ)	৮৭	৩৯৩	১	১	০	১	০	৪৮৩	০	৮	৪৯১
৬০	কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় (৬ নং কক্ষ)	৯৯	৩৩৩	৪	৩	১	০	০	৪৪০	০	৮	৪৪৮
৬১	তারাপুর গার্লস হাইস্কুল	১০৩	৪১৪	২	১	০	০	১	৫২১	০	১৭	৫৩৮
৬২	শ্যামাচরণ দেব বিদ্যাপীঠ (১ নং কক্ষ)	৫৩	২৮৬	২	০	০	০	১	৩৪২	০	৫	৩৪৭
৬৩	শ্যামাচরণ দেব বিদ্যাপীঠ (২ নং কক্ষ)	১১৩	৫৫৫	৬	১	০	১	৩	৬৭৯	০	২৩	৭০২
৬৪	শ্যামাচরণ দেব বিদ্যাপীঠ (৩ নং কক্ষ)	১০২	৪৮৭	৩	০	২	৩	২	৫৯৯	০	১৫	৬১৪
৬৫	একে চন্দ ল কলেজ (১ নং কক্ষ)	৬২	৬০৫	২	০	২	২	৩	৬৭৬	০	১২	৬৮৮
৬৬	একে চন্দ ল কলেজ (২ নং কক্ষ)	৭৪	৭৪৯	৭	৫	৩	৪	৭	৮৪৯	০	১৮	৮৬৭
৬৭	একে চন্দ ল কলেজ (৩ নং কক্ষ)	৩৯	৪৪৯	৩	১	০	১	৪	৪৯৭	০	৫	৫০২
৬৮	১১০০ নং চৈতন্য নগর পাঠশালা (১ নং কক্ষ)	৭০	৬৫০	৭	১	২	১	১	৭৩২	০	২০	৭৫২
৬৯	১১০০ নং চৈতন্য নগর পাঠশালা (২ নং কক্ষ)	৪৬	৭৭৪	৭	০	০	০	৩	৮৩০	০	৪	৮৩৪
৭০	নর্মাল স্কুল (১ নং কক্ষ)	৫৮	৩৫৪	২	০	১	০	১	৪১৬	০	৮	৪২৪
৭১	নর্মাল স্কুল (২ নং কক্ষ)	১৪৩	৫২৯	৩	০	০	২	১	৬৭৮	০	৯	৬৮৭
৭২	শিলচর কলেজিয়েট এইচএস স্কুল (১ নং কক্ষ)	৩১	৩২০	০	১	০	০	০	৩৫২	০	৮	৩৬০
৭৩	শিলচর কলেজিয়েট এইচএস স্কুল (২ নং কক্ষ)	১৪২	৫২৫	০	০	১	০	৩	৬৭১	০	১২	৬৮৩
৭৪	ওরিয়েন্টাল হাইস্কুল	১২২	৬০২	৪	২	১	৬	২	৭৩৯	০	৫৪	৭৯৩
৭৫	ছোটেলাল শেঠ ইনস্টিটিউট (১ নং কক্ষ)	১১৭	৪৮০	০	১	০	০	২	৬০০	০	৩০	৬৩০
৭৬	ছোটেলাল শেঠ ইনস্টিটিউট (২ নং কক্ষ)	৯৭	৪৬৯	৪	০	০	৩	১	৫৭৪	০	১৮	৫৯২
৭৭	কুলদাসুন্দরী পাঠশালা (১ নং কক্ষ)	১৩৭	৩২৮	৩	১	০	০	২	৪৭১	০	১৭	৪৮৮
৭৮	কুলদাসুন্দরী পাঠশালা (২ নং কক্ষ)	৭৭	৩২২	৩	০	০	০	৪	৪০৬	০	২৬	৪৩২
৭৯	দুর্গাশঙ্কর পাঠশালা (১ নং কক্ষ)	৩৪	২৯৪	১	০	০	০	০	৩২৯	০	৭	৩৩৬
৮০	দুর্গাশঙ্কর পাঠশালা (২ নং কক্ষ)	১২২	৪৫৭	৩	০	০	০	১	৫৮৩	০	১৯	৬০২
৮১	অধরচাঁদ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল (১ নং কক্ষ)	৪৫	২৮৩	২	১	০	০	১	৩৩২	০	২০	৩৫২
৮২	অধরচাঁদ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল (৫ নং কক্ষ)	১১০	২২৩	১	২	২	০	২	৩৪০	০	৯	৩৪৯
৮৩	অধরচাঁদ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল (২ নং কক্ষ)	৯৯	৫৪০	০	২	২	২	১	৬৪৬	০	১৫	৬৬১
৮৪	অধরচাঁদ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল (৩ নং কক্ষ)	৯৭	৫৫৫	৪	২	০	০	১	৬৫৯	০	৩২	৬৯১
৮৫	অধরচাঁদ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল (৪ নং কক্ষ)	১৩২	৪৬৬	৫	১	১	২	১	৬০৮	০	৩১	৬৩৯
৮৬	গুরুচরণ কলেজ (১ নং কক্ষ)	১৩১	৬০৮	৬	৩	০	২	১	৭৫১	০	২৮	৭৭৯
৮৭	গুরুচরণ কলেজ (২ নং কক্ষ)	১৫০	৫২৬	৮	০	০	১	০	৬৮৫	০	১৩	৬৯৮
৮৮	গুরুচরণ কলেজ (৩ নং কক্ষ)	১০৬	৫৬৫	২	১	০	১	৩	৬৭৮	০	১৬	৬৯৪
৮৯	গুরুচরণ কলেজ (৪ নং কক্ষ)	৭২	৫০৯	১	০	০	১	৩	৫৮৬	০	৬	৫৯২
৯০	গুরুচরণ কলেজ (৫ নং কক্ষ)	৫১	৭০৪	৪	২	২	১	১	৭৬৫	০	৯	৭৭৪
৯১	গুরুচরণ কলেজ (৬ নং কক্ষ)	৫৯	৬৬০	৫	১	১	৩	১	৭৩০	০	১৫	৭৪৫
৯২	গুরুচরণ কলেজ (৭ নং কক্ষ)	১৩১	৫৮৩	২	০	১	৯	৬	৭৩২	০	১১	৭৪৩
৯৩	৫৮৫ নং টিকরবস্তি এলপি স্কুল (১ নং কক্ষ)	৮৩	৩৬৮	৪	০	০	০	০	৪৫৫	০	১১	৪৬৬
৯৪	৫৮৫ নং টিকরবস্তি এলপি স্কুল (২ নং কক্ষ)	৭৩	৩৬৪	৬	০	০	০	২	৪৪৫	০	১৫	৪৬০
৯৫	আসাম ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন ব্রাঞ্চ অফিস আশ্রম রোড শিলচর	৬৭	৬১৬	৫	২	১	২	৩	৬৯৬	০	১১	৭০৭
৯৬	রামানুজ বিদ্যামন্দির (২ নং কক্ষ)	৩৫	২৯১	১	০	১	০	০	৩২৮	০	১৩	৩৪১
৯৭	নিরঞ্জন পাল ইনস্টিটিউট (১ নং কক্ষ)	১৪২	৪৭৬	২	৩	১	১	০	৬৬৫	০	১৮	৬৮৩
৯৮	নিরঞ্জন পাল ইনস্টিটিউট (২ নং কক্ষ)	৮২	৩৮৭	১	০	২	১	০	৪৭৩	০	১৪	৪৮৭
৯৯	নিরঞ্জন পাল ইনস্টিটিউট (৩ নং কক্ষ)	৯৫	৩৫৭	১	০	১	১	০	৪৫৫	০	১২	৪৬৭
১০০	রামানুজ বিদ্যামন্দির (১ নং কক্ষ)	৫৯	৭৫০	৫	২	২	১	৩	৮২২	০	৮	৮৩০

ক্রমশ

২০ মে শ্রীভূমিতেও বন্ধ থাকবে ওষুধের দোকান, এআইওসিডি-র দাবির প্রতি সমর্থন

হিল্লোল দত্ত

শ্রীভূমি, ১৩ মে : সারা দেশে আগামী ২০ মে ওষুধের দোকান বন্ধ রাখার ডাক দিয়েছে অল ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন অব কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস (এআইওসিডি)। সংগঠনের অভিযোগ, অনলাইন ফার্মেসিগুলির নিয়ন্ত্রণহীন কার্যকলাপ, অতিরিক্ত ছাড় এবং প্রেসক্রিপশন যাচাইয়ের দুর্বল ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে নকল ও ভেজাল ওষুধের বাজার দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ছোট ও মাঝারি ওষুধ ব্যবসায়ীরাও। শ্রীভূমি জেলায়ও এদিন বনধ পালিত হবে বলে জানান সংগঠনের জেলা শাখার সহ-সভাপতি তারাকিশোর বণিক। তিনি বলেন, ২০ মে-র এই দেশব্যাপী ধর্মঘটের মূল উদ্দেশ্য হল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ই-ফার্মেসির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ এবং নকল ওষুধের বিরুদ্ধে আরও কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো। বলেন, ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে গত এক বছরে একাধিক নকল ওষুধ চক্রের খবর প্রকাশিত হয়েছে। ২০২৫ সালের ১৩ মে দ্য ইকোনমিক টাইমস-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে দিল্লিতে আন্তঃরাজ্য নকল জীবনরক্ষাকারী ওষুধ চক্রের পর্দাফাঁসের কথা জানানো হয়। বিপুল পরিমাণ নকল ওষুধ ও প্যাকেজিং সামগ্রী উদ্ধার করে পুলিশ। দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া-র ২০২৪ সালের ৫ অক্টোবরের প্রতিবেদনে রাজকোটে অনলাইনে ভুয়ো 'স্ট্যামিনা' ওষুধ বিক্রি করে বহু মানুষকে প্রতারণার অভিযোগ উঠে আসে। একই পত্রিকার ১৫ নভেম্বর ২০২৪-র প্রতিবেদনে মহারাষ্ট্র ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অভিযানে নকল কাশির সিরাপ ও ভেজাল ওষুধের বিরুদ্ধে ব্যাপক তল্লাশি এবং একাধিক লাইসেন্স স্থগিতের খবর প্রকাশিত হয়। ২০২৫ সালের ১২ আগস্ট মিন্ট-এ প্রকাশিত বিশেষ প্রতিবেদনে দ্রুত অনলাইন ওষুধ সরবরাহ পরিষেবায় ভুয়ো প্রেসক্রিপশন ব্যবহার এবং নিয়ন্ত্রণহীন বিক্রির ঝুঁকির কথা তুলে ধরা হয়। গত ৩০ জুলাই জাতীয় সংবাদমাধ্যমে নকল ক্যানসারের ওষুধ পাচার চক্রের খবর প্রকাশিত হওয়ার পাশাপাশি ই-ফার্মেসি কার্যকলাপের ওপর নজরদারি বাড়ানোর দাবি জানানো হয়। এছাড়া গত বছরের ১৪ মে সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদনে দিল্লিতে ১.৩ কোটি টাকার লাইসেন্সবিহীন ওষুধ উদ্ধার হওয়ার খবর প্রকাশিত হয়। ২০২৫-র ১৫ মে সংবাদ সংস্থা এক প্রতিবেদনে উত্তরপ্রদেশে এক বছরে ৩০ কোটিরও বেশি টাকার নকল ওষুধ বাজেয়াপ্ত হওয়ার তথ্য সামনে আসে। তারাকিশোর বণিক আরও বলেন, এআইওসিডি এবং বিভিন্ন রাজ্যের কেমিস্ট সংগঠনগুলির দাবি, অতিরিক্ত ছাড়ের মাধ্যমে বাজারে অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতা তৈরি করা হচ্ছে। অনলাইন প্ল্যাটফর্মে প্রেসক্রিপশন যাচাই যথেষ্ট শক্তিশালী নয়, ফলে নকল ও ভেজাল ওষুধ সহজেই বাজারে প্রবেশ করছে। এতে একদিকে যেমন জনস্বাস্থ্য বিপন্ন হচ্ছে, অন্যদিকে স্থানীয় ওষুধ ব্যবসায়ীরাও বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। ফলে সাধারণ মানুষের উদ্দেশে একটাই পরামর্শ যে, লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকান থেকে ওষুধ কেনা, বিল ও ব্যাচ নম্বর পরীক্ষা করা, অস্বাভাবিক কম দামের ওষুধ এড়িয়ে চলা এবং প্রেসক্রিপশন ছাড়া গুরুতর ওষুধ ব্যবহার না করা।

কাটলিছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নানা কর্মসূচিতে উদ্‌যাপিত আন্তর্জাতিক নার্স দিবস

কাটলিছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস পালন।

সাময়িক প্রসঙ্গ, কাটলিছড়া, ১৩ মে : রোগীর শুশ্রূষাই শুধু পেশা নয়, এটি মানবতার এক নিঃশব্দ সাধনা, এই বার্তাকেই সামনে রেখে কাটলিছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মঙ্গলবার মর্যাদা ও আন্তরিকতার আবহে উদ্‌যাপিত হল আন্তর্জাতিক নার্স দিবস। স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা, মানবসেবার অঙ্গীকার এবং ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের আদর্শকে স্মরণ করে দিনভর নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয় হাসপাতাল প্রাঙ্গণে।

অনুষ্ঠানের সূচনায় আধুনিক নার্সিং পরিষেবার পথপ্রদর্শক ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। পরে উপস্থিত নার্সরা হাতে হাতে জ্বালানো মোমবাতি নিয়ে এক আবেগঘন পরিবেশে শপথ নেন মানবসেবার আদর্শ অটুট রাখার। পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে তাঁরা স্মরণ করেন সেই মহীয়সী নারীকে, যার হাত ধরেই বিশ্বজুড়ে নার্সিং পরিষেবা পেয়েছিল নতুন দিশা। হাসপাতাল ইনচার্জ ডাঃ সুব্রত দে-র পৌরোহিত্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাইলাকান্দি জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা কমিশনার ঋষিকেশ বরুয়া, ডিপিএম মারুফ আলম, বিপিএম দীপংকর চন্দ সহ স্বাস্থ্য বিভাগের একাধিক আধিকারিক ও কর্মী।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডাঃ সুব্রত দে বলেন, একজন নার্স শুধু চিকিৎসা ব্যবস্থার অংশ নন, তাঁরা রোগীর মানসিক শক্তিরও অন্যতম ভরসাস্থল। অসুস্থ মানুষের পাশে দিনের পর দিন যেভাবে তাঁরা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে চলেছেন, তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। তিনি আরও বলেন, চিকিৎসকদের পাশাপাশি নার্সদের ত্যাগ ও দায়িত্ববোধ ছাড়া সুস্থ সমাজ গঠন কখনও সম্ভব নয়। অতিরিক্ত জেলা কমিশনার ঋষিকেশ বরুয়া তাঁর বক্তব্যে বলেন, করোনা অতিমারির সময় বিশ্ব দেখেছে নার্সদের আত্মত্যাগ ও সাহসিকতা। নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তাঁরা মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। সমাজের কাছে তাঁদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি নার্সদের মানবিকতা, ধৈর্য ও দায়িত্ববোধকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মূল শক্তি বলেও উল্লেখ করেন। এদিন আন্তর্জাতিক নার্স দিবস উপলক্ষে কেক কেটে শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। পাশাপাশি মানবিক উদ্যোগ হিসেবে হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল ও খাদ্য সামগ্রীর কিট বিতরণ করা হয়। হাসপাতালের নার্সদের উদ্যোগে আয়োজিত আয়োজিত এদিনের অনুষ্ঠানে রোগী ও তাঁদের পরিজনদের মধ্যেও খুশির আবহ দেখা যায়। সামগ্রিকভাবে দিনটি শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে মানবসেবা, সহমর্মিতা এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এক উজ্জ্বল বার্তা বহন করে বলে মত উপস্থিতদের।

মহারাষ্ট্রের সাংলিতে মন্দিরের দেওয়াল ভেঙে মৃত ৬

সাংলি, ১৩ মে : প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই মহারাষ্ট্রের সাংলিতে মন্দিরের দেওয়াল ভেঙে মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। এছাড়াও ১৩ জন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার এই ঘটনাটি ঘটে পশ্চিম মহারাষ্ট্রের সাংলি জেলার জাঠ তহসিলের মোটওয়াড়ি গ্রামের মার্গুদেবী মন্দিরে। বুধবার সকালে সাংলির পুলিশসুপার তুষার দোশি বলেন, গতকাল মার্গুবাই মন্দিরে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রবল বৃষ্টি ও ঝড়ের কারণে একটি দেওয়াল ধসে পড়ে। ৬ জন মারা গেছেন, ১৩ জন আহত হয়েছেন। প্রশাসন পরবর্তী ব্যবস্থা নিচ্ছে। আহত সবাই বর্তমানে বিপদমুক্ত। পুলিশ জানিয়েছে, দেবী মার্গুবাইকে উৎসর্গীকৃত একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মোটওয়াড়ি গ্রামে বিপুল সংখ্যক ভক্ত সমবেত হয়েছিলেন। বিকেল ৫টা নাগাদ প্রবল বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়া বইতে থাকে। ফলে ভক্তরা নিকটবর্তী একটি নির্মাণাধীন স্থানে আশ্রয় নেন। এরই মধ্যে তীব্র বাতাসে একটি বড় টিনের চালা উড়ে গিয়ে সরাসরি পাথরের দেওয়ালের উপর পড়ে। এর ফলে দেওয়ালটি তার নিচে আশ্রয় নেওয়া ভক্তদের উপর ধসে পড়ে। ঘটনাস্থলেই ৬ জন মারা যান এবং আরও ১০ থেকে ১২ জন আহত হন। আহতদের চিকিৎসার জন্য জাঠ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সাংলির কালেক্টর ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মৈনাক ঘোষ বলেন, মঙ্গলবার রাতে মোটওয়াড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলাকালীন প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইছিল। তার ফলে কয়েকটি ছাউনি উড়ে গিয়ে দেওয়ালে আঘাত করে, যার ফলে দেওয়ালটি ভেঙে পড়ে। দেওয়ালের পেছনে বসে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে ৬ জন মারা গেছেন এবং ১৩ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁদের বেসরকারি ও সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

হজযাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বদরপুরে সভা ১৭ মে

এমএইচ বাহার উদ্দিন

বদরপুরঘাট, ১৩ মে : বদরপুর হজ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে হজযাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৭ মে। ২০২৬ সালের পবিত্র হজ পালন করতে গিয়ে হজযাত্রীরা বিভিন্ন প্রতিকূলতা ও অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। বিশেষ করে আবাসন, খাবার, যাতায়াত, যোগাযোগ ও প্রয়োজনীয় পরিষেবার ক্ষেত্রে হজ কমিটির মাধ্যমে যাওয়া হজযাত্রীদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। এতে ভারতের হাজিদের যাত্রা যেমন কষ্টদায়ক হয়ে পড়েছে তেমনি পরিবার-পরিজনদের মধ্যে এটা গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হজযাত্রীদের এই সমস্যাগুলো পর্যালোচনার মাধ্যমে সমাধান করার জন্য কেন্দ্রীয় হজ কমিটির দ্বারস্থ হয়ে আবেদন জানানো এবং ভবিষ্যতে যাতে এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিতে বদরপুর হজ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে বরাক উপত্যকার তিন জেলার প্রতিনিধিদের নিয়ে এক বর্ধিত সভার আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ১৭ মে সকাল ১১টায় বদরপুর এমএস কমপ্লেক্স কনফারেন্স হলে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে। এদিনের সভার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে ২০২৬ সালের হজযাত্রীদের সমস্যার বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা, হজ কমিটি ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকপত্র প্রদান সংক্রান্ত আলোচনা, আগামীতে হাজিদের দুর্ভোগ লাঘবে সোসাইটির করণীয় নির্ধারণ ইত্যাদি। বদরপুর হজ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এদিনের গুরুত্বপূর্ণ সভায় সংস্থার সদস্য ও উপত্যকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতি এবং সুচিন্তিত মতামত কামনা করেছে। হজযাত্রীদের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আয়োজিত এদিনের সভাকে সফল করে তুলতে সবার সক্রিয় অংশগ্রহণের আর্জি জানানো হয়েছে সংস্থার পক্ষ থেকে। বদরপুর হজ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি ড. ফজলুর রহমান লস্কর ও সম্পাদক আব্দুল মুনিম এ খবর জানিয়েছেন।

বাংলাদেশি যুবক গ্রেফতার

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : বাগডোগরার বেংডুবি সেনা ছাউনি এলাকা থেকে এক সন্দেহভাজন বাংলাদেশি যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে সেনা ছাউনির কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একটি রেলের বগিতে ঢোকার চেষ্টা করার সময় সেনার কুইক রেসপন্স টিম (কিউআরটি) তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই যুবকের বয়ানে অসংগতি ধরা পড়লে তাকে বাগডোগরা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত যুবক নিজেকে কৌশিক বিশ্বাস বলে পরিচয় দিলেও তদন্তে জানা গেছে সে বাংলাদেশের নাগরিক। সেনা ছাউনির মতো সংবেদনশীল এলাকায় কড়া নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও সে কীভাবে ভেতরে প্রবেশ করল, তা খতিয়ে দেখছে সামরিক গোয়েন্দা সংস্থাগুলি।

১২২ নং আলগাপুর-কাটলিছড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বুথকেন্দ্রিক ফলাফল

ক্রমিক নং	ভোটগ্রহণ কেন্দ্র	জাকির হোসেন লস্কর	জুবাইর এনাম মজুমদার	ইকবাল বাহার মজুমদার	জামিল আহমদ চৌধুরী	নিজাম উদ্দিন চৌধুরী	ফরিজ জামান মজুমদার	মোজাক্কির হাসান লস্কর	মোস্তাক হোসেন বড়ভূইয়া	সাব্বির আহমদ চৌধুরী	সামিন আহমদ চৌধুরী	সিরাজুল ইসলাম বড়ভূইয়া	সিরাজুল ইসলাম লস্কর	সুজাম উদ্দিন লস্কর (পিতা- প্রয়াত তজমুল আলি লস্কর)	সুজাম উদ্দিন লস্কর (পিতা- মনির উদ্দিন লস্কর)	হায়দর হোসেন লস্কর	মোট বৈধ ভোট	বাতিল ভোট	নোটা	সর্বমোট
		অগপ	কংগ্রেস	নির্দল	নির্দল	নির্দল	নির্দল	নির্দল	নির্দল	নির্দল	নির্দল	নির্দল	নির্দল	নির্দল	নির্দল	নির্দল				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
৫১	৪২৬ পুরান মোহনপুর এলপি স্কুল	১১৬	৭১২	১	০	৩৪	২	০	০	০	০	২	১	১৬	৬	১৫	৯০৫		৬	৯১১
৫২	৪৪১ মোহনপুর এলপি স্কুল	৩৫২	১১৬	০	০	৯	০	০	০	১	০	০	০	১	০	০	৪৭৯		৫	৪৮৪
৫৩	প্রেমলোচন এইচএস স্কুল (কক্ষ ১)	২৭৪	৫৪৫	২	২	৩৭	০	১	০	০	০	০	০	৬	১	৫	৮৭৩		৬	৮৭৯
৫৪	প্রেমলোচন এইচএস স্কুল (কক্ষ ২)	৩৪	৬৬৩	১	৩	৭৫	১	১	০	০	৩	২	০	১৩	২	৬	৮০৪		৩	৮০৭
৫৫	২২৯ বেরাকহালারপুর এলপি স্কুল	৬৬	৬৮৯	৫	৩	৭২	১	১	১	০	০	০	১	৩৬	১	২	৮৭৮		১	৮৭৯
৫৬	১৩১ পশ্চিম মোহনপুর এলপি স্কুল	৬৬	৭৯২	৮	২	৪৮	০	২	০	২	০	০	১	১৭	৫	৭	৯৫০		১	৯৫১
৫৭	পলারপার গার্লস হাইস্কুল	২৮	৪০৫	০	১	২৩	২	১	০	২	০	০	০	২	১	১	৪৬৬		২	৪৬৮
৫৮	সাদিরখালেরপার এমই স্কুল	১৩	৫৯৪	৩	৩	১৭	৩	১	১	২	০	২	১	১৫	৩	১০	৬৬৮		৩	৬৭১
৫৯	৩৫৪ কোণাপাড়া এলপি স্কুল (কক্ষ ১)	৪৭	৪৯৬	৪	২	১৪	০	০	০	০	১	১	১	১১	০	২	৫৭৯		১	৫৮০
৬০	৩৫৪ কোণাপাড়া এলপি স্কুল (কক্ষ ২)	১৫	৫৫৬	২	০	১০	১	০	০	০	০	০	০	৪	৩	৪	৫৯৫		১	৫৯৬
৬১	বড়নগদ এমই স্কুল	২১	৩৯২	১	০	০	৬	০	০	০	০	০	০	১৭	১	৩	৪৪১		১	৪৪২
৬২	৪৮৩ মধ্য বড়নগদ এলপি স্কুল	২৫	৫৫৯	১	২	১৭	০	৩	০	১	২	১	০	৬	০	৪	৬২১			৬২১
৬৩	৭২৪ বড়নগদ খাড়ারপার এলপি স্কুল	১৬	৪৩৮	০	১	৩	৩	০	০	০	০	১	০	১৪	২	১	৪৮০		২	৪৮২
৬৪	বড়নগদ গার্লস হাইস্কুল	৩০	৫৫৯	১	০	৭	১	০	১	০	০	১	১	১১	০	৪	৬১৬		২	৬১৮
৬৫	এমআরসি হাইস্কুল	১৫০	৫৫০	১	১	২	০	০	০	০	০	০	০	৯	২	৩	৭১৮		১	৭১৯
৬৬	ভাটিরকুপা গার্লস এমই স্কুল	৯	৬৯২	১	০	১৪	০	০	০	০	০	০	১	৩	০	১	৭২১		০	৭২১
৬৭	৪৪৬ বংশীলাতন এলপি স্কুল	৭৭	৫৮৫	৩	০	১২	১	২	১	০	০	০	০	১০	০	১	৬৯২		৩	৬৯৫
৬৮	৯৪১ নং সৈদবন্দ কোণাপাড়া এলপি স্কুল	১২৯	৪০৮	২	০	১৩	০	০	০	০	০	০	২	২৪	০	২	৫৮০		০	৫৮০
৬৯	শিরিসপুর এমই স্কুল	১৬	৮২৫	৩	১	৭৬	২	২	০	০	০	০	৪	৫১	১	৩	৯৮৪		০	৯৮৪
৭০	৫ আনোয়ারপার এলপি স্কুল	৩৬	৭৯২	৬	৪	১৪	১	৩	০	০	১	১	১	২৪	৩	৭	৮৯৩		৪	৮৯৫
৭১	এমএএফএইচ হাইস্কুল (কক্ষ ১)	১৬০	৪৫৩	৪	১	৩৮	১	২	০	০	২	১	১	১৪	৩	১০	৬৯০		৪	৬৯৪
৭২	কোণাপাড়া এলপি স্কুল (কক্ষ ২)	১৩	৪৫৮	৩	১	৩৭	০	০	০	০	০	১	১	৮	২	২	৫২৬		২	৫২৮
৭৩	১০৭ শিবোত্তর এলপি স্কুল	১৭০	৪৯৭	২	২	২১	০	০	২	১	১	০	৩	৪	৬	৬	৭১৫		৫	৭২০
৭৪	শিবোত্তর এমই ইনস্টিট্যুট	১০৬	৪৯৬	৪	২	২৬	১	৩	২	০	০	০	০	৯	১	০	৬৫০		০	৬৫০
৭৫	৫৪৩ বালিকান্দি এলপি স্কুল	৫০৮	৩৮০	৮	১	১৮	০	১	১	০	১	০	১	১০	৫	১০	৯৪৪		১৬	৯৬০
৭৬	হাজি তৈয়ব আলি এলপি স্কুল	২৮	৬১১	১	১	১২	০	০	০	২	০	০	২	৩	০	৯	৬৬৯		১	৬৭০
৭৭	১১২ দর্পনারায়ণ এলপি স্কুল	৪৬	৭৮৩	৮	০	২০	১	০	০	০	৩	২	১	৩৪	৫	১২	৯১৫		৯	৯২৪
৭৮	উজানকুপা এমই স্কুল	২৬	৬৯৭	৬	০	১২	১	২	০	১	০	১	২	৯৪	৫	১১	৮৫৮		৩	৮৬১
৭৯	উজানকুপা এমই স্কুল (কক্ষ ১)	৩৬	৬১৪	২	০	১৬	১	০	০	২	১	০	০	২৭	১	৬	৭০৬		২	৭০৮
৮০	উজানকুপা এমই স্কুল (কক্ষ ২)	৯০	৫২৭	১২	১	২৪	০	০	১	১	০	০	০	১৭	৫	১০	৭৩৩		২	৭৩৫
৮১	১৯৩ বরজুরাই এলপি স্কুল (কক্ষ ১)	৪৩	৪৮০	১	০	১২	০	০	১	১	০	১	০	৩	২	৩	৫৪৭		৩	৫৫০
৮২	১৯৩ বরজুরাই এলপি স্কুল (কক্ষ ২)	৫৫	৫৭৩	৩	০	৯	০	০	০	০	০	১	০	১৪	৫	১০	৬৭০		৪	৬৭৪
৮৩	বোয়ালিপার জনকল্যাণ এলপি স্কুল	৫	৫৬৮	৫	১	১০	১	১	০	০	০	০	১	১৭	১	৮	৬১৮		২	৬২০
৮৪	ঈশ্বরচন্দ্র মহেন্দ্রচন্দ্র হাইস্কুল	১৯৬	৪০৩	০	১	১৭	০	০	০	০	০	০	২	৩৭	১	২	৬৮৬		২	৬৮৮
৮৫	বোয়ালিপার গার্লস এমই স্কুল	১৫	৪৯১	১	০	১২	০	০	০	০	০	০	০	২০	০	১০	৫৪৯		০	৫৪৯
৮৬	১৮৪ আনোয়ারপার মক্তব	১৯	৬৩০	৩	১	৩৪	২	১	১	১	১	১	১	১৫	১	০	৭১১		০	৭১১
৮৭	১০ সৈদবন্দ এলপি স্কুল	৩৯	৭২৫	৩	০	৯	১	০	০	০	০	০	০	২৪	২	৪	৮০৭		৩	৮১০
৮৮	চেংকুড়িপার এমভি স্কুল	১৪৯	৫৬৫	৩	০	৪০	২	২	২	১	২	০	৪	৮	২	৬	৭৮৬		৬	৭৯২
৮৯	১৫২ উত্তর নিতাইনগর মক্তব	১০	৭০৬	৯	০	২৪	১	০	৩	০	৩	১	৪	১২	৪	৮	৭৮৫		৪	৭৮৯
৯০	মডেল এমই স্কুল	৩	৫২৮	১	০	৭	১	১	১	০	০	০	০	৯	৪	৭	৫৬২		২	৫৬৪
৯১	পূর্ব সোনাপুর এমভি স্কুল (কক্ষ ১)	২৫	৫৮৫	৩	৪	১৫	১	১	০	০	০	২	০	৭	২	১২	৬৫৭		৮	৬৬৫
৯২	পূর্ব সোনাপুর এমভি স্কুল (কক্ষ ২)	৪৪	৬১২	৩	১	১২	০	০	০	০	১	১	১	৮	৩	১২	৬৯৮		৬	৭০৪
৯৩	বজন্তিপুর এমভি স্কুল	১২১	৩৪৫	২	১	১০	০	১	১	১	০	২	১	৮	০	৩	৪৯৬		৫	৫০১
৯৪	পূর্বপার আপগ্রেডেড এলপি স্কুল	৬৭	৩৭২	৪	০	৯	১	১	০	০	০	২	২	২১	৫	৬	৪৯০		৫	৪৯৫
৯৫	৬৪ নং বজন্তিপুর এলপি স্কুল	৬২	৭৬০	৪	১	৬	০	০	০	০	১	০	১	৫	২	১১	৮৫৩		৯	৮৬২
৯৬	৯৫০ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব অসমিয়া এলপি স্কুল	৫৮	৫৭৫	৭	৪	৪২	১	১	১	২	৪	২	৮	৫	৬	১৩	৭২৯		১১	৭৪০
৯৭	বাহাদুরপুর এমই স্কুল (কক্ষ ১)	১০২	৬৮২	১	১	১৪	১	০	১	০	০	১	০	২২	১	৬	৮৩২		৪	৮৩৬
৯৮	বাহাদুরপুর এমই স্কুল (কক্ষ ২)	৫৩	৫২৬	৭	৩	২০	০	৩	০	১	০	১	১	৬	২	৫	৬২৮		৩	৬৩১
৯৯	রতনপুর এমই স্কুল	১০৩	৫৩০	৭	১	২৪	১	৫	৩	৩	১	০	০	১৬	২	৪	৭০০		২	৭০২
১০০	৬১০ রতনপুর এলপি স্কুল	১০৯	৫১১	৬	০	২৫	০	১	০	০	০	০	১	১১	০	২	৬৬৬		৯	৬৭৫

ক্রমশ

অসমকে আরও শক্তিশালী ও উন্নত করতে কাজ করবে সরকার : কৃষ্ণেন্দু

এসএম জাহির আব্বাস

কটামণি, ১৩ মে : কইনাধরায় মুখ্যমন্ত্রীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান প্রাক্তন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল এবং কৌশিক রায় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। রাজনৈতিক সৌহার্দ্য, উন্নয়নের প্রত্যয় এবং ভবিষ্যৎ অসম গঠনের দৃঢ় অঙ্গীকারে ভরপুর ছিল পুরো পরিবেশ। শুভেচ্ছা বিনিময়ের এই মুহূর্ত শুধু একটি আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎ নয়, বরং অসমের আগামী দিনের উন্নয়ন যাত্রার প্রতি এক ঐক্যবদ্ধ সমর্থনের বহিঃপ্রকাশ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দূরদর্শী নেতৃত্ব, অক্লান্ত পরিশ্রম, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং সাধারণ মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ প্রশাসনিক মনোভাব আজ অসমকে দেশের অন্যতম দ্রুত অগ্রসরমান রাজ্যে পরিণত করেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, ডিজিটাল অবকাঠামো, শিল্প বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং যুবসমাজের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে তাঁর সরকার ইতোমধ্যেই একাধিক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বলেন, ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে অসম আজ শুধু উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু নয়, বরং সমগ্র দেশের কাছে একটি সফল প্রশাসনিক মডেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর নেতৃত্বে রাজ্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে।

অন্যদিকে, বিধায়ক কৌশিক রায়ও মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করে বলেন, অসম আজ উন্নয়নের এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। সরকারের প্রতিটি সিদ্ধান্তে সাধারণ মানুষের কল্যাণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই ধারাবাহিকতা আগামী দিনেও বজায় থাকবে বলে আমরা আশাবাদী। এদিকে তারা এও বলেন, অসমে হিমন্ত নেতৃত্বাধীন বিজেপির নবগঠিত সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকের সফল সমাপ্তি প্রশাসনিক কার্যক্রমে নতুন গতি আনবে এবং জনগণের আস্থা আরও সুদৃঢ় করবে। বিশেষ করে আগামী দিনের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এই সরকার আরও শক্তিশালী ভূমিকা পালন করবে বলেই মত ব্যক্ত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন কৌশিক রায় ও কৃষ্ণেন্দু পাল।

চারশো বছর থেকে বসবাস করছে সেমসা ডিমাসারা

আধুনিকতার যুগে সেমখর গ্রামে আজও নাই পর্যাপ্ত সুবিধা

বিপ্লব দেব

হাফলং, ১৩ মে : কি যে অপরূপ সৌন্দর্য! স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করলে এই গ্রামের প্রকৃতির সৌন্দর্যের কথা কেউ অনুমানই করতে পারবে না। মৃদু বাতাস, মাটির গন্ধ এবং প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যে মন্ত্রমুগ্ধ করে তুলবে প্রতিজন মানুষকে। প্রকৃতির লাবণ্যময়ী গ্রামটি অসমের পাহাড়ি জেলা পূর্বের উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলা এবং বর্তমানে ডিমা হাসাও জেলায় রয়েছে। আজও আধুনিকতার ছোঁয়া না লাগা এই গ্রামের নাম হচ্ছে সেমখর। নামটি শুনে হয়তো সবার কাছে এক চেনা গ্রাম অনুমান হচ্ছে নিশ্চয়। মাইবাং রেলস্টেশন থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার এবং জেলা সদর হাফলং থেকে প্রায় ৮২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সেমখর গ্রাম।

প্রায় ৪০০ বছর প্রাচীন এই গ্রাম ডিমাসা জনগোষ্ঠীর সেমসা ডিমাসারা বসবাস করেন। অতীতে এই সেমখর গ্রাম একটিই ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে এই সেমখর গ্রাম বর্তমানে ছয়টি গ্রামে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কাছাড়ি রাজার রাজত্বকাল থেকেই এই গ্রাম অতি

এরপর এগারোর পাতায়

আর্ট অব লিভিঙের ৪৫ বছর পূর্তি, বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা বেঙ্গালুরুর আশ্রমে

উত্তম কুমার সাহা

কেক কাটছেন শ্রীশ্রী রবিশঙ্কর। রয়েছেন সুধাংশু মিত্তাল ও কৈলাশ বিজয়বর্গীয়।

বেঙ্গালুরু, ১৩ মে : আধ্যাত্মিক সাধনা কি সমাজসেবায়, শ্রীশ্রী রবিশঙ্কর আজ বিশ্বখ্যাত। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আর্ট অব লিভিং চাপমুক্ত, হিংসামুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। রবিশঙ্কর ও তাঁর আর্ট অব লিভিং মানুষকে শুধু ঈশ্বরমুখি নয়, আত্মসচেতনও করে তুলেছেন। তাই শ্রীশ্রীর ৭০তম জন্মদিন এবং আর্ট অব লিভিঙের ৪৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তো বটেই, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ সমবেত হয়েছেন বেঙ্গালুরুর আশ্রমে। দু'দিন ধরে চলছে গুরুদক্ষিণা। তাঁকে শ্রদ্ধাভরা শুভেচ্ছা জানাতে সকাল থেকে ভক্ত-অনুরাগীরা এসে জড়ো হচ্ছেন। হাতে ফলমূল, নানা ধরনের উপহার।

এরপর এগারোর পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর শপথ অনুষ্ঠানে গিয়ে আর বাড়ি ফেরা হলো না শিক্ষকের

সাময়িক প্রসঙ্গ, লক্ষীপুর, ১৩ মে : হিমন্ত বিশ্ব শর্মার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে গিয়ে প্রাণহীন দেহ নিয়ে বাড়ি ফিরলেন লক্ষীপুরের এক প্রধান শিক্ষক তথা বিজেপির সমর্থক। মঙ্গলবার ফেরার পথে ট্রেনে মারা যান ৭৭০ নং ছোটমামদা এলপি স্কুলের প্রধান শিক্ষক রামকেওল কুর্মি। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি বিজেপির কট্টর সমর্থক ছিলেন। তাঁর বাড়ি লক্ষীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ছোটোমামদা জিপি-তে।

জানা যায়, শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের সাক্ষী হতে সোমবার দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে ট্রেনে গুয়াহাটি গিয়েছিলেন তিনি। সবার সঙ্গে তিনিও শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। সন্ধ্যায় তাঁর হঠাৎ রক্তচাপ বেড়ে যায়। সঙ্গীরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। এদিনই রাতে শিলচর ফেরার ট্রেনে উঠেন তাঁরা। এসি কামরায় বেশি রাত পর্যন্ত গল্পগুজব করে শুয়ে পড়েন সবাই।

বুধবার সকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ কামরার এক সঙ্গী হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে দেখেন রামকেওল কুর্মি সিটের নিচে পড়ে রয়েছেন। জায়গাটি খুব সম্ভব জাটিঙ্গার কাছাকাছি হবে বলে মনে করেন অন্য যাত্রীরা। তিনি সবাইকে ডাকাডাকি করে তোলেন। পরীক্ষা করে দেখেন তার দেহে আর

এরপর এগারোর পাতায়

ট্রাইব্যুনালের রায়ে আংশিক হস্তক্ষেপ হাইকোর্টের

মায়া দাস 'বিদেশি'ই রইলেন, স্বস্তি পেলেন ছেলে-মেয়েরা

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৩ মে : প্রায় সাত বছরের আইনি লড়াইয়ের পর অবশেষে গৌহাটি হাইকোর্টে স্বস্তি মিলল আংশিকভাবে। ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল-এর রায়ে 'বিদেশি' ঘোষিত হয়েছিলেন কাছাড় জেলার কাটিগড়া বিধানসভা এলাকার লক্ষীপুর থানাধীন রাজেশ্বরপুর প্রথম খণ্ড গ্রামের বাসিন্দা মায়া দাস। সেই রায়ের বিরুদ্ধে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। আদালত শেষ পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালের মূল রায় বহাল রাখলেও, তাঁর ছেলে মেয়েদের 'বিদেশি' ঘোষণা করার অংশটি বাতিল করে দিয়েছে।

মামলাটি ছিল কাছাড় জেলার বিদেশি ট্রাইব্যুনাল নং ৪, শিলচরের এফ টি কেস নং ১০৫/২০১৫ সংক্রান্ত। ২০১৯ সালের ২৪ মে ট্রাইব্যুনাল মায়া দাসকে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর ভারতে আসা বিদেশি বলে ঘোষণা করে। একইসঙ্গে তাঁর দুই ছেলে দিজু দাস, পিন্টু দাস এবং তিন মেয়ে মুক্তা দাস, সুক্তা দাস ও বিজয়া দাসকেও বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

এই রায়ের বিরুদ্ধেই গৌহাটি হাই কোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করেন মায়া দাস। মামলার শুনানি হয় বিচারপতি সঞ্জয় কুমার মেধি এবং বিচারপতি শামীমা জাহানের ডিভিশন বেঞ্চে। আবেদনকারীর পক্ষে সওয়াল করেন আইনজীবী টি শেখ। অন্যদিকে, সরকার পক্ষের হয়ে উপস্থিত ছিলেন হোম ডিপার্টমেন্ট ও এনআরসি-র স্ট্যান্ডিং কাউন্সেল জে পায়েং, অসম সরকারের পক্ষে আরবি বরা, নির্বাচন কমিশনের পক্ষে এআই

এরপর এগারোর পাতায়

কাজে এল না 'হজ সুবিধা' স্মার্ট ওয়াচ, প্রশ্নের মুখে প্রচারিত প্রযুক্তি পরিষেবা

সাময়িক প্রসঙ্গ, মক্কা, ১৩ মে : ২০২৬ সালের ভারতীয় হজযাত্রীদের জন্য ভারত সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ভারতীয় হজ কমিটি ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে চালু করেছিল 'হজ সুবিধা স্মার্ট ওয়াচ' বা স্মার্ট রিস্টব্যান্ড। সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল, এই আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ডিভাইস হজযাত্রীদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ এবং জরুরি সহায়তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বিভিন্ন সময়ে ঘোষণা করেছিলেন, ২০২৬ সালের হাজিরা স্মার্ট ওয়াচের মাধ্যমে একাধিক অত্যাধুনিক সুবিধা পাবেন। সেই অনুযায়ী হজের আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকেই দেশজুড়ে স্মার্ট ওয়াচ নিয়ে শুরু হয় ব্যাপক প্রচার। দেশের বিভিন্ন এমবারকেশন

এরপর এগারোর পাতায়

আজ গান্ধীভবনে মেধার আবৃত্তির অনুষ্ঠান

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৩ মে : উনিশে মে শহিদ দিবস পালনকে সামনে রেখে 'হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ, চেতনায় উনিশ' শীর্ষক মাসব্যাপী কর্মসূচির আওতায় সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চ শিলচরের অনুষ্ঠানে কলকাতা থেকে আবৃত্তি পরিবেশন করতে আসছেন এই প্রজন্মের খ্যাতনামা বাচিকশিল্পী মেধা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার রাজীবভবনে সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় শুরু হবে মেধার আবৃত্তির অনুষ্ঠান।

প্রসঙ্গত, উনিশে মে একষট্টির ভাষাশহিদদের স্মৃতিতে ওই দিবস পালনের অঙ্গ হিসেবে মাসব্যাপী বিস্তৃত কর্মসূচির আওতায় রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত স্মরণ ছাড়াও নানাধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা, বক্তৃতা ইত্যাদি আয়োজন করে আসছে সম্মিলিত মঞ্চ। এতে এপার-ওপারের খ্যাতনামা শিল্পীদের এই কর্মযজ্ঞে

এরপর এগারোর পাতায়

আয়নাখাল মডেল ওমেনস কলেজের নির্মাণকাজ পরিদর্শন মিলনের

কলেজের নবনির্মিত ভবনের কাজ পরিদর্শন করছেন বিধায়ক মিলন দাস।

সাময়িক প্রসঙ্গ, কাটলিছড়া, ১৩ মে : আয়নাখাল মডেল ওমেনস কলেজের নবনির্মিত ভবনের নির্মাণকাজ পরিদর্শন করেন বিধায়ক মিলন দাস। বুধবার নির্মাণকাজ ঘুরে দেখার পর কলেজের অধ্যক্ষ হিমব্রত চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হন তিনি। বৈঠকে কলেজের সার্বিক উন্নয়ন, শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

এরপর এগারোর পাতায়

শিলচরে যুবককে উলঙ্গ করে মারধরের ভিডিও ভাইরাল, ধৃত ১

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৩ মে : যুবককে উলঙ্গ করে মারধর ও কান ধরে উঠবস করিয়ে মোবাইলে ভিডিও রেকর্ডিং করা হলো সেই দৃশ্য। ঘটনা এখানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, এরপর সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ঘটনা শিলচরের, এই ঘটনায় পুলিশ গ্রেফতার করেছে একজনকে। ধৃত সাক্রাম লস্কর (২৩) বেরেঙ্গা এলাকার বাসিন্দা।

অভিযোগকারী যুবক শহরের মধুরবন্দ এলাকার বাসিন্দা। ঘটনা নিয়ে সদর থানায় দায়ের করা এজাহারে ওই যুবক অভিযুক্ত করেছেন সাক্রাম সহ তার ভাই সফররাজ লস্কর, মধুরবন্দ দশম খণ্ড চিরুয়া এলাকার বাসিন্দা তনবীর মজুমদার এবং তাদের সঙ্গী প্রমোদ যাদবকে। এজাহারে প্রমোদের নাম থাকলেও তার ঠিকানা জানেন না বলে উল্লেখ করেছেন অভিযোগকারী।

তার বয়ান অনুযায়ী, ঘটনা গত ১৩ এপ্রিলের। ওইদিন বিকেলে সাক্রামরা তাকে ফোন করে শহরের মেহেরপুর এলাকায় সানসিটি হাউসিং কমপ্লেক্সের কাছে যেতে বলে। সাক্রামরা পরিচিত হওয়ার সুবাদে অন্য কিছু না ভেবে তিনি সেখানে চলে যান। সেখানে যাওয়ার পর তাকে খোলা মাঠে নিয়ে সাক্রাম, সফররাজ, তনবীর ও প্রমোদরা বলতে শুরু করে, তিনি নাকি তাদের মধ্যে একজনের আপত্তিজনক ফটো ভাইরাল করে দিয়েছেন। একথা বলে তাকে মারপিট করা হয়। এরপর তার পরনের কাপড় খুলে উলঙ্গ করে আরও মারধর করা সহ কান ধরে উঠবস করিয়ে পুরো দৃশ্য মোবাইলে ভিডিও রেকর্ডিং করা হয়। সাক্রামরা এখানেই না থেমে তার পকেটে থাকা নগদ ১৫ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি স্ক্যানার মারফত আরও ৪ হাজার টাকা দিতে বাধ্য করে। এতসব ঘটনা ঘটিয়ে সাক্রামরা তাকে হুমকি দেয়, এনিয়ে আইনের

এরপর এগারোর পাতায়

কাটিগড়ায় যানজট নিরসনে প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপ অবৈধ দখল ও পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু

রশিদ আহমদ তাপাদার

স্থানীয় জনগণের সঙ্গে কথা বলছেন সার্কল অফিসার যাত্রাকান্ত কর্মকার।

তারিণীপুর, ১৩ মে : দীর্ঘদিন ধরে তীব্র যানজট, অবৈধ পার্কিং ও রাস্তার দু'পাশ দখল হয়ে পড়ায় নিত্যদিন দুর্ভোগে পড়ছিলেন কাটিগড়ার সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে কালাইন বাজার ও কাটিগড়া চৌরঙ্গী বাজার এলাকায় যান চলাচল প্রায়ই ব্যাহত হচ্ছিল। অবশেষে এই সমস্যা সমাধানে কঠোর অবস্থান নিল প্রশাসন। কাটিগড়া রাজস্ব চক্রের সার্কল অফিসার যাত্রাকান্ত কর্মকার গত ১১ মে এক বিশেষ প্রশাসনিক নির্দেশ জারি করে যানজটপূর্ণ এলাকাগুলোতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নির্দেশনায় স্পষ্টভাবে জানানো হয়, জাতীয় সড়ক ও পিডব্লিউডি রাস্তার পাশে আর কোনও অস্থায়ী দোকান বা অবৈধ দখল বরদাস্ত করা হবে না। একইসঙ্গে বাজার এলাকায় অনিয়ন্ত্রিত পার্কিং

এরপর এগারোর পাতায়

আমেরিকার কোম্পানির নামে 'ফেস বায়োমেট্রিকস' ধৃত দু'জনের স্থানীয় সহযোগীদের খোঁজে পুলিশ

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৩ মে : অনুমোদন না নিয়ে শিলচরে আমেরিকার 'মাইক্রোসফট' কোম্পানির নাম নিয়ে স্থানীয় লোকেদের 'বায়োমেট্রিকস ফেসিয়াল রিকগনিশন' করার অভিযোগে ধৃত দুই মিজো যুবক ভানলালরিনসানা (৩৩) ও রেমন্ড বাতা চজা (৩৪)-কে প্রেরণ করা হলো জেল হাজতে। মঙ্গলবার পুলিশ দু'জনকে আদালতে পেশ করার পর আদালতের নির্দেশে তাদের প্রেরণ করা হয়েছে জেল হাজতে। বর্তমানে দু'জনের স্থানীয় সহযোগীদের খোঁজ চলছে।

জানা গেছে, সোমবার শহরের সোনাই রোডে এই দুই মিজো যুবক এক বিবাহ ভবন ভাড়া নিয়ে

জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার চক্রান্ত!

'বায়োমেট্রিক ফেসিয়াল রিকগনিশন' করার সময় স্থানীয় লোকজনকে লোন দেবার টোপ দিয়ে ডেকে এনেছিল স্থানীয় কয়েকজন। পুলিশ বর্তমানে এদের খোঁজ চালাচ্ছে। পুলিশের এক সূত্র জানান, ঘটনাটা এতটাই গুরুতর যে এর সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নও জড়িত থাকতে পারে। তাই ব্যাপারটা খুবই গুরুত্ব সহকারে যাচাই করে দেখা হচ্ছে।

দুই মিজো যুবক কেন শিলচরকেই টার্গেট করলো তদন্তে পুলিশ এই ব্যাপারটাই বিশেষভাবে খতিয়ে দেখছে। এভাবে স্থানীয় প্রশাসনকে কিছু না জানিয়ে কেন তারা এখানকার

এরপর এগারোর পাতায়

৩১ মের মধ্যে প্রামাণ্য নথি জমা দেওয়ার আহ্বান

প্রকাশ হচ্ছে আসাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

বৈঠকে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রাজীবমোহন পন্থ সহ বিশিষ্টজনেরা। বুধবার।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৩ মে : বরাক উপত্যকায় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রামাণ্য ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার উদ্যোগ নিল আসাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ইতোমধ্যেই এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অধ্যাপক অশোককুমার সেনের নেতৃত্বে উপত্যকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা মণ্ডলীও গঠন করে দেওয়া হয়েছে। বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সেমিনার হলে সেই মণ্ডলীর প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক অশোক কুমার সেনের পৌরোহিত্যে আয়োজিত এই বৈঠকে উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্যরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক রাজীব মোহন পন্থ, নিবন্ধক ড. প্রদোষ কিরণ নাথ, বিত্ত আধিকারিক ড. শুভদীপ ধর সহ অন্যরা।

বৈঠকে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখতে গিয়ে নিবন্ধক ড. নাথ বলেন, আসাম বিশ্ববিদ্যালয় শুধু একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, বরং বরাক উপত্যকার মানুষের দীর্ঘ আন্দোলন, আত্মত্যাগ ও গণআকাঙ্ক্ষার বাস্তব প্রতিফলন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এব্যাপারে তথ্যভিত্তিক ও সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশ করার যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা শুধু সময়ের দাবি নয়, নতুন প্রজন্মের কাছে প্রকৃত সত্য তুলে ধরারও এক প্রয়াস।

উপাচার্য অধ্যাপক পন্থ বলেন, দীর্ঘ চার বছর ধরে তিনি এই উপত্যকায় বাস করছেন। এখানকার কৃষ্টি-সংস্কৃতি যেমন অত্যন্ত ঋদ্ধ, তেমনই অনেক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে যা বহির্বরাকের অনেকের কাছেই অজানা। এ প্রসঙ্গে তিনি আসাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা আন্দোলন সহ মালেগড়, চরগোলা এক্সডাস ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহীত উদ্যোগের কথাও জানান। তিনি আসাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস নিয়ে একটি আলোচনাচক্র আয়োজনের ওপরও গুরুত্ব দেন।

এদিনের বৈঠকে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন আকসার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা বিশিষ্ট আইনজীবী প্রদীপ দত্তরায়, বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা দৈনিক *সাময়িক প্রসঙ্গ*-র সম্পাদক তৈমুর রাজা চৌধুরী, হাইলাকান্দি এসএস কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ হিলাল উদ্দিন লস্কর, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কর্মকর্তা তথা গবেষক সঞ্জীব দেব লস্কর, উইমেন্স কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. দেবশ্রী দত্ত, নেহরু কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ আবিদ রাজা মজুমদার, বিশিষ্ট আইনজীবী নাজিয়া ইয়াসমিন মজুমদার, বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা লেখক বিকাশ চক্রবর্তী, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক বিশ্বতোষ চৌধুরী, অধ্যাপক ননীকুমার সিংহ, অধ্যাপক বরুণজ্যোতি চৌধুরী, আনটিয়ার প্রাক্তন সভাপতি সাগ্নিক চৌধুরী, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক তথা উপ-নিবন্ধক ড. আবুল হাসান

এরপর এগারোর পাতায়

বরাক ভ্যালি ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের রজতজয়ন্তী বর্ষের সূচনা

শোভাযাত্রার মুহূর্ত।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৩ মে : বরাক ভ্যালি ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের রজত জয়ন্তী উদযাপনের বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানমালার শুভারম্ভ হয় বুধবার। শহরের বেশ কিছু সংস্থা ও সংগঠনের সদস্যদের অংশগ্রহণে আয়োজিত হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। প্রতিকূল আবহাওয়াকে অগ্রাহ্য করে এক দৃপ্ত শোভাযাত্রা জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রবেশপথের সামনে থেকে শুরু হয়। কিন্তু বৃষ্টির তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় গোলদিঘি মল পর্যন্ত গিয়ে শোভাযাত্রা শেষ করে দেওয়া হয়।

সেখানে বক্তব্য রাখেন হায়দরাবাদ থ্যালাসেমিয়া অ্যান্ড সিক্ল সেল সোসাইটির সভাপতি ডাঃ চন্দ্রকান্ত আগরওয়াল। তিনি ফোরামের গত ২৫ বছরের কাজকর্মের প্রশংসার পাশাপাশি আরও বেশি সংখ্যায় যুবক যুবতীদের নিয়মিত রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ড. মনোজকুমার পাল, সাধারণ সম্পাদক আশু পাল, রক্তদান আন্দোলনের সহযোগী সংস্থা স্মাইল-এর কর্ণধার সুরজিত সোম, ইয়ুথ এগেন্সট সোশ্যাল এভিলস্-র

এরপর এগারোর পাতায়

দশের পাতার পর

আধুনিকতার যুগে সেমখর গ্রামে

পুরনো গ্রাম হিসেবে বিবেচিত। অন্য গ্রামগুলি থেকে কিছু পৃথক এই সেমখর গ্রাম। পূর্বে এই গ্রামের মানুষ বাইরের থেকে কোনও মানুষকে গ্রামে প্রবেশ করতে দিত না। এমনকি গ্রামের মানুষ বাইরের থেকে কোনও সামগ্রীও গ্রামে নিয়ে আসত না। বহিঃজগত থেকে একেবারে পৃথক ছিল এই সেমখর গ্রামের বাসিন্দারা। সম্ভবত তার জন্য আজও আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি এই গ্রামে বলে মন্তব্য করেন প্রাক্তন বিধায়ক সমরজিৎ হাফলংবার। তিনি বলেন, 'আধুনিকতার এই যোগে সেমখর গ্রামে আজও নাই পর্যাপ্ত সুবিধা। নাই বিদ্যুৎ পরিষেবা, নাই চিকিৎসা সেবার জন্য হাসপাতাল। অতীতের মত আজও এই সেমখর গ্রামের বাসিন্দারা পুরনো রীতি-নীতিকে নিয়েই জীবন নির্বাহ করে আসছে।' সমরজিৎ আরও বলেন, 'এই গ্রামের মানুষ অতি সহজ-সরল। আধুনিক সমাজের সঙ্গে একেবারে পৃথক। বাইরের মানুষের সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে অসুবিধা হয় বা অধিকাংশই কথা বলতে চান না।' অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওর সেমখর গ্রাম হচ্ছে ডিমাসা জনগোষ্ঠীর সেমসা ডিমাসাদের এক প্রাচীন বসতিস্থল। যার নাম 'সেম' (লবন) এবং 'ডেখোর' (কুঁয়া) থেকে এসেছে। ডিমাসা ভাষায় 'সেম' মানে লবন এবং 'ডেখোর' মানে কুঁয়া। ডিমাসা রাজার রাজত্ব কালে লবনের কুঁয়া পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব ছিল সেমসা ডিমাসাদের। যার দরুন এই গ্রামকে 'মোঙ্গ্রা গ্রাম' বলে পরিচিত। সেমখর গ্রামের বাসিন্দারা নিজেদের পূজা করে। তার অর্থ পবিত্র বাগান। পাহাড়ি এই লোকরা জুম চাষ করে। কেবল জুম চাষ নয়, এই পাহাড়ি লোকরা কিছু শিল্পকর্ম করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে আসছে।

প্রাক্তন বিধায়ক সমরজিৎ হাফলংবার উল্লেখ করেন, 'শতবর্ষ জুড়ে সেমখর গ্রাম বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে বর্তমানে কিছু পুরনো পরম্পরা আজও অটুট রয়েছে। কিন্তু আধুনিকতার যোগে আজকের সময়ে কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছেন সেমসা জনগোষ্ঠীর প্রাচীন বসতিস্থলের সহজ-সরল মানুষ।' তিনি আরও বলেন, আধুনিক চ্যালেঞ্জ থাকার পর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত হই 'সেমখর' প্রদর্শিত গ্রামটিতে এখনও উপযুক্ত পথ, বিদ্যুৎ এবং বিশুদ্ধ পানীয়জলের মত মৌলিক সুবিধার অভাব। উন্নয়নের পরশ এই গ্রাম থেকে বহু দূরে রয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য অসমের ডিমা হাসাও জেলায় অবস্থিত এই সেমখর গ্রামের জনসংখ্যা ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে প্রায় ৪৩১ জন। সেমখর গ্রামে প্রায় ১১০টা পরিবার রয়েছে। এই গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাসিন্দা অনুসূচিত জনজাতি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সেমসা ডিমাসা জনগোষ্ঠী। চিন্তার বিষয়টি হচ্ছে এই গ্রামের সাক্ষরতা। তথ্য অনুসারে এই গ্রামে সাক্ষরতার হার প্রায় ৭ শতাংশ। হাফলং থেকে প্রায় ৮২ কিলোমিটার দূরে থাকা সেমখর গ্রামে আসা যাওয়া করার জন্য পরিবহন ব্যবস্থা একেবারেই সীমিত। স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে শুরু করে বাজার হাট এবং বিভিন্ন কাজের জন্য নিকটতম শহর মাইবাংডে আসতে হয় সেমখর গ্রামের বাসিন্দাদের।

কাজে এল না 'হজ সুবিধা' স্মার্ট

পয়েন্টে বড় বড় ডিজিটাল ডিসপ্লে বসিয়ে ২৪ ঘণ্টা ধরে প্রচার করা হয় ডিভাইসটির সম্ভাব্য সুবিধাগুলো। হাজিদের শেখানো হয় কীভাবে এটি ব্যবহার করতে হবে এবং কী কী সুবিধা পাওয়া যাবে। এতে অনেক হজযাত্রীর মধ্যেই আগ্রহ ও আশাবাদ তৈরি হয়েছিল। সরকারি প্রচার অনুযায়ী স্মার্ট ওয়াচে যেসব সুবিধা থাকার কথা ছিল, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জিপিএস লোকেশন ট্র্যাকিং, কোনও হাজি পথ হারিয়ে ফেললে তার অবস্থান শনাক্ত করা এবং প্রশাসন বা কন্ট্রোল রুম থেকে ট্র্যাক করার সুবিধা। এসওএস বা ইমারজেন্সি সার্ভিস, অসুস্থতা বা জরুরি পরিস্থিতিতে একটি বোতাম চাপলেই সহায়তা পাওয়ার ব্যবস্থা।

হেল্থ মনিটরিং, হার্টবিট, রক্তচাপসহ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের সুবিধা। প্রেয়ার টাইম এবং ক্যাবলা কম্পাস, নামাজের সময় ও কিবলার দিক নির্দেশনা। পেডোমিটার স্টেপ কাউন্টার, হাঁটার দূরত্ব ও পদক্ষেপ গণনার সুবিধা। হজ সুবিধা ইন্টিগ্রেশন বা হজ সুবিধা অ্যাপ-এর সঙ্গে সংযুক্ত থেকে হাজিদের তথ্য ও সহায়তা ব্যবস্থাপনা সহজ করার পরিকল্পনা। লড সিম, ই-সিম কানেক্টিভিটি, সৌদি আরবে ব্যবহারের জন্য বিশেষ ডেটা সংযোগ সুবিধা। কিন্তু বাস্তবে বহু হজযাত্রীর অভিযোগ, প্রচারিত সুবিধাগুলোর অধিকাংশই কার্যকরভাবে কাজ করছে না। অনেক হাজির দাবি, স্মার্ট ওয়াচ পুরো চার্জ দেওয়ার পর মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ব্যাটারি সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যাচ্ছে। ফলে সময় অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। প্রযুক্তি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হজযাত্রীরা শুরুতেই বুঝতে পারেন যে ডিভাইসটির কার্যক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। অন্যদিকে যারা স্মার্ট প্রযুক্তিতে অভ্যস্ত নন, তারাও ধরতে পারেন যে প্রচারিত সুবিধার সঙ্গে বাস্তব ব্যবহারের বিস্তর ফারাক রয়েছে।

অনেক হাজির হতাশা প্রকাশ করে বলেন, যে উদ্দেশ্যে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে এই স্মার্ট ওয়াচ তুলে দেওয়া হয়েছিল, বাস্তবে তা পূরণ হয়নি। কেউ এটি শুধুমাত্র হাতের অলংকার হিসেবে ব্যবহার করছেন, আবার অনেকে সম্পূর্ণভাবে খুলে রেখে দিয়েছেন। হজযাত্রীদের একাংশের প্রশ্ন, কোটি কোটি টাকা ব্যয় ও ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে চালু করা এই প্রকল্প বাস্তবে কতটা কার্যকর হয়েছে, তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

বরাক ভ্যালি ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স

সভাপতি সঞ্জীব রায়, বরাক ব্লাড ব্যাঙ্কের কর্ণধার প্রদীপ বণিক, নাগরিক স্বার্থরক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য দীপঙ্কর চন্দ, ফোরামের হাইলাকান্দি জেলা কমিটির পক্ষে সঞ্জীব দে, বড়খলা চা শ্রমিক উন্নয়ন সংস্থার পক্ষ থেকে জয়প্রকাশ তেওয়ারি, কাছাড় জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সব্যসাচী রুদ্রগুপ্ত প্রমুখ। অনুষ্ঠানের পাশাপাশি শোভাযাত্রায় যোগদান করে শিলচর মহিলা কলেজের এনএসএস ইউনিট, অল মেডিকাল সেলস প্রিমোটিভ অ্যাসোসিয়েশন, এসো বলি, বিভিন্ন লিও-লায়ন্স ক্লাব, রোটারি ক্লাব, মর্নিং ক্লাব সহ আরও কিছু সংস্থার সদস্যরা। ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন ফোরামের কাছাড় জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সব্যসাচী রুদ্রগুপ্ত।

বিকেল ৩টায় রাজীব ভবনের দ্বিতলে কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয় থ্যালাসেমিয়া রোগের উপর একটি সচেতনতামূলক সেমিনার। নির্ধারিত বক্তা ডাঃ চন্দ্রকান্ত আগরওয়াল সকালবেলার শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করলেও অনিবার্য শারীরিক এবং পারিবারিক কারণবশত তাকে বুধবার দুপুরের উড়ানে হায়দরাবাদ ফিরে যেতে হয়। পূর্ব নির্ধারিত অনুষ্ঠান অনুযায়ী থ্যালাসেমিয়া রোগের উপর বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সিতাংশু দাম। ফোরামের কাছাড় জেলা কমিটির সভাপতি দেবব্রত পাল সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। আমন্ত্রিত বক্তা ডাঃ কুমারকান্তি দাস তাঁর সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান বক্তব্যতে বিয়ের পূর্বে প্রতি নব দম্পতির রক্ত পরীক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ডাঃ সিতাংশু দাম থ্যালাসেমিয়া রোগের বিস্তারিত আলোচনায় এই রোগের লক্ষণ, তার নিরাময়, তার কারণ ইত্যাদির উপর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে শ্রোতাদের সমৃদ্ধ করেন। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মহাবীর জৈন এই বিষয়ে তার নবলব্ধ জ্ঞানে উৎফুল্লতা প্রকাশ করে এই রোগের ব্যাপারে ব্যাপক সচেতনতা বাড়ানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আশু পাল অতি সরল ভাষায় থ্যালাসেমিয়া রোগীকে কি ভাবে রক্ত পরীক্ষা করে এই রোগের প্রতিকার করা সম্ভব, তার পথ নির্দেশিকা সভায় তুলে ধরেন। পরবর্তী প্রজন্মকে এই মারণ রোগ থেকে বাঁচাতে তিনি বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষার উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের অন্তিম লগ্নে বক্তা সুভাষ চৌধুরী একটি স্লাইড প্রদর্শন করে হৃদরোগের ভয়াবহতা এবং তার থেকে মুক্তি লাভের উপায় নিয়ে তার মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরেন।

মুখ্যমন্ত্রীর শপথ অনুষ্ঠানে গিয়ে

প্রাণ নেই। হইচই পড়ে যায় রেলের কামরায়। শিলচর স্টেশনে পৌঁছানোর পর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর তাঁর ছোটমামদার বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। খবর পেয়ে ছুটে যান গ্রামের মানুষ। বাড়িতে উপস্থিত সবাই অন্তিম শ্রদ্ধা নিবেদন করে ছোটমামদা শ্মশানে অন্তিম সংস্কার করেন। উল্লেখ্য, শিক্ষক রামকেওল কুর্মি নিঃসন্তান ছিলেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী সহ দুই ভাই এবং দুই বিবাহিত বোন। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে ছোটমামদা এলাকা সহ পরিচিত মহলে।

শিলচরে যুবককে উলঙ্গ করে

দ্বারস্থ হলে তার উলঙ্গ ভিডিও ভাইরাল করা সহ সাক্রাম ও সফররাজের বাবার মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্রে আটকে রাখবে। এমন হুমকির দরুন ভয় পেয়ে তিনি কিছুদিন চুপ করে থাকেন। কিন্তু দিন কয়েক আগে দেখা যায় সেই ভিডিও ভাইরাল করে দেওয়া হয়েছে। তখন তার আত্মীয়-স্বজনরা ভিডিও দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি সব কিছু খুলে বলেন। এরপর তিনি গত ১১ মে দায়ের করেন এজাহার। যুবকটি সঙ্গে দাবি করেন, সাক্রামরা তার বিরুদ্ধে অশ্লীল ফটো ভাইরাল করার অভিযোগ এনে তাকে মারধর করলেও, বাস্তবে তিনি এমন কিছুই করেননি। এ নিয়ে তার কিছুই জানা নেই। সম্পূর্ণ মনগড়া এক অভিযোগ এনে উল্টে তার অশ্লীল ভিডিও বানিয়ে তা ভাইরাল করে দেওয়ায় বর্তমানে তার পক্ষে সমাজে চলাফেরা করাই মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১১ মে যুবকটি এজাহার দায়ের করার পর পুলিশ মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত চালায়। এরপর বুধবার গ্রেফতার করা হয় সাক্রামকে। পুলিশ জানিয়েছে অন্য অভিযুক্তরা বর্তমানে পলাতক, তাদের খোঁজ চলছে।

আমেরিকার কোম্পানির নামে

লোকজনের 'বায়োমেট্রিকস ফেসিয়াল রিকগনিশন' করছিল তা ভাবিয়ে তুলেছে পুলিশকে। পুলিশের এক সূত্র জানান, দুই মিজো যুবকের সঙ্গে ভারতে অশান্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে সক্রিয় বিদেশি চক্রের সংযোগের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তারা। এমনকি ধৃত দুইজন তাদের মিজোরামের যে ঠিকানা দিয়েছে তা কতখানি সঠিক, এনিয়েও খোঁজখবর চালানো হচ্ছে। প্রসঙ্গত দুই মিজো যুবক সোমবার সোনাই রোডের বিবাহ ভবন ভাড়া নিয়ে স্থানীয়দের 'বায়োমেট্রিক্স ফেসিয়াল রিকগনিশন' করার সময় যাদের ডেকে আনা হয়েছিল তাদের কাছ থেকে কোন 'ফি' না নিয়ে উল্টে দেওয়া হচ্ছিল দু'শত টাকা করে। এতো বদান্যতা থেকেই সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে বড়ো ধরনের ষড়যন্ত্রের।

মায়া দাস 'বিদেশি'ই রইলেন,

আলি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে পিএস লহকর।

আদালতে আবেদনকারীর পক্ষে দাবি করা হয়, মায়া দাস নিজের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণে একাধিক নথি জমা দিয়েছেন। তার মধ্যে ছিল ১৯৬৫ সালের ভোটার তালিকা, যেখানে তাঁর কথিত পিতা নিবারণ চন্দ্র দাসের নাম রয়েছে। এছাড়া জমা দেওয়া হয় এনআরসি তথ্য, জমির খতিয়ান, ১৯৯৭ সালের ভোটার তালিকা, ভোটার পরিচয়পত্র, বিয়ের শংসাপত্র এবং সন্তানদের বার্থ সার্টিফিকেট। লক্ষীপুর গাঁও পঞ্চায়েত থেকেও একটি শংসাপত্র দেওয়া হয়েছিল, যাতে মায়া দাসকে নিবারণ চন্দ্র দাসের কন্যা এবং দিলু দাসের স্ত্রী বলে উল্লেখ করা হয়।

আবেদনকারীর আইনজীবীর দাবি ছিল, এই সমস্ত নথি এবং সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনালের পক্ষে তাঁকে বিদেশি ঘোষণা করা উচিত হয়নি। বিশেষ করে, সরকার পক্ষ কোনও পাল্টা সাক্ষ্য পেশ করেনি বলেও আদালতে উল্লেখ করা হয়। তবে সরকার পক্ষের বক্তব্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আদালতে জানানো হয়, বিদেশি আইন, ১৯৪৬ অনুযায়ী নিজের নাগরিকত্ব প্রমাণের দায় সম্পূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপরেই বর্তায়। সেই দায় মায়া দাস পূরণ করতে পারেননি। সরকার পক্ষের যুক্তি ছিল, মায়া দাস তাঁর পিতার সঙ্গে নিজের সম্পর্কের নির্ভরযোগ্য ও আইনসম্মত প্রমাণ আদালতে দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। হাই কোর্টও শেষ পর্যন্ত সেই যুক্তিকেই মান্যতা দেয়। আদালত পর্যবেক্ষণে জানায়, মায়া দাস যে নথিগুলি জমা দিয়েছেন, সেগুলির অধিকাংশই ছিল জেরক্স কপি। তাঁর নিজের নাম থাকা নথির সঙ্গে ১৯৬৫ সালের ভোটার তালিকায় থাকা নিবারণ চন্দ্র দাসের কোনও স্পষ্ট যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। স্কুলের শংসাপত্রও যথাযথ নিয়মে প্রমাণিত হয়নি। পঞ্চায়েতের দেওয়া শংসাপত্র নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করে আদালত। বিচারপতিরা বলেন, গাঁও পঞ্চায়েতের শংসাপত্র নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। এটি কেবল কোনও মহিলার বিবাহসূত্রে অন্য গ্রামে স্থানান্তরের তথ্যকে সমর্থন করতে পারে। সেই শংসাপত্রের তথ্যও স্বাধীনভাবে যাচাই হওয়া প্রয়োজন। সুপ্রিম কোর্টের 'রূপজান বেগম বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া' মামলার রায়ের উল্লেখ করে আদালত জানায়, এমন শংসাপত্রের গ্রহণযোগ্যতা সীমিত। তবে মামলার এক গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করেছে হাই কোর্ট। আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে পৃথকভাবে রেফারেন্স না থাকলে তাঁকে বিদেশি ঘোষণা করা যায় না। শুধুমাত্র পরিবারের একজন সদস্য বিদেশি ঘোষিত হয়েছেন বলে অন্য সদস্যদেরও বিদেশি বলা আইনসঙ্গত নয়। সেই কারণে মায়া দাসের ছেলে মেয়েদের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালের পর্যবেক্ষণ খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। রায়ে আরও বলা হয়েছে, মায়া দাস চাইলে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের আওতায় আবেদন করতে পারবেন এবং সেই আবেদন আইন অনুযায়ী বিবেচনা করতে হবে। ফলে, মামলার মূল আবেদন খারিজ হলেও মায়া দাসের সন্তানদের জন্য আপাতত স্বস্তির দরজা খুলে দিল গৌহাটি হাই কোর্টের এই রায়।

আর্ট অব লিভিঙের ৪৫ বছর পূর্তি

অধিকাংশের পক্ষেই গুরুদেবের হাতে সেসব তুলে দেওয়া সম্ভব হয়নি। এমনটাই যে হবে, তা তাঁরা জানেনও। তবু শান্তি, তাঁকে দূর থেকে দেখতে পেয়েছেন, তাঁদের আনা সামগ্রী স্বেচ্ছাসেবকরা গ্রহণ করেছেন, গুরুদেবের কাছে পৌঁছে দেবেন, সে সব আশ্রমের কাজে ব্যবহৃত হবে। কাল দর্শনার্থীদের তালিকায় ছিলেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাডকারি, বিশিষ্ট অভিনেতা রজনীকান্তও। আজ আসেন মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী কৈলাশ বিজয়বর্গীয়। কাল গাডকারি ও রজনীকান্ত দু'জনকে নিয়ে সৎসঙ্গের মঞ্চে বসেন শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর। দুই আর্চ বিশপও যান তাঁকে জন্মদিনের প্রাক- সন্ধ্যায় শুভেচ্ছা জানাতে। তাঁদেরও মঞ্চে বসানো হয়। শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মহেন্দ্র রাজাপক্ষের শুভেচ্ছা বার্তা নিয়ে এসেছেন তাঁরই এক দলীয় সাংসদ। রবিশঙ্করের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিলেন বিদেশের ওই জনপ্রতিনিধি। ভারতীয় ডাক বিভাগ আর্ট অব লিভিঙের ৪৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ কভার প্রকাশ করে। পোস্টাল ডিরেক্টর (বেঙ্গালুরু) গীতা রঞ্জন গুরুদেব সহ বিশিষ্ট জনদের হাতে তা তুলে দেন। এরপরেই বড় উপহার ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গাডকারি। বলেন, আশ্রমের সামনে একটি ফ্লাইওভার নির্মাণ করতে চায় তাঁর মন্ত্রক । গুরুদেবকে অনুরোধ জানান তখনই এর ভূমিপূজন সম্পন্ন করতে। একে 'জন্মদিনের গুরুদক্ষিণা' বলে উল্লেখ করেন তিনি। সৎসঙ্গে শ্রীশ্রী রবিশঙ্কর বলেন, ধর্মপালন করতে হয় বিশ্বাসের সঙ্গে। যে কাজই আমরা করি না কেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকাটা প্রয়োজন। তাহলেই সবকিছুকে সুন্দর দেখায়। আজ জন্মদিনের বিশেষ যজ্ঞানুষ্ঠানে কৈলাশ বিজয়বর্গীয় সারাক্ষণ শ্রীশ্রীর পায়ের কাছেই বসে থাকলেন। যজ্ঞশেষে তিনি ভক্তদের উপহার গ্রহণ করেন। কিন্তু কয়জনের উপহার নিজের হাতে নেওয়া সম্ভব! সারাদিন যে জনস্রোত বয়ে চলেছে।

কীসের আকর্ষণে মানুষ এভাবে ছুটে আসছেন, সৎসঙ্গে জবাব দিয়েছেন রজনীকান্ত। তিনি শোনান, 'একবার আশ্রমে এসে ১৫ দিন থেকেছিলাম। গুরুর দিকে ঘরবন্দিই থাকতেন। কিন্তু তাঁর মন চাইত, চারদিকে সবুজ ঘেরা পরিবেশ, ছোটবড় হ্রদ, গোশালায় শতশত গরু, রয়েছে হাতি-ঘোড়া সেসব ঘুরে দেখতে। কিন্তু তিনি ঘুরতে বের হলে যে আশ্রমিক পরিবেশ বিঘ্নিত হবে! কেউ ফটো তুলতে চাইবেন, কেউ খুঁজবেন অটোগ্রাফ। কথাটা শুনেই শ্রীশ্রী বললেন, তুমি যেখানে খুশি যাও, আশ্রমের ভেতরে কেউ তোমার দিকে তাকাবেও না। রজনীকান্ত বললেন, আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম, গুরুদেবের কথা মেনে বেরিয়ে পড়লাম, কিন্তু ছবি তোলা বা অটোগ্রাফ তো দূরের কথা, একজন মানুষও আমার দিকে তাকায়নি বা কথা বলেনি। আমি হাত নাড়ছিলাম, কেউ দেখেনি। এই অভিজ্ঞতা সেদিন আমার অহংকার ভেঙে দিয়েছিল। তাঁর কথায়, আধ্যাত্মিক শক্তির সামনে তারকাখ্যাতি কিছুই নয়। আজ জন্মদিনে আশ্রম জুড়ে শ্রীশ্রীর আধ্যাত্মিক শক্তির এমন বহু কাহিনি শোনা গেল। সদ্য এমবিএর চূড়ান্ত পরীক্ষা দিয়েছেন নিষ্ঠা পোখলে, বললেন, কৈশোরে আমি ওইসব বিশ্বাস করতাম না। মা জোর করেই আশ্রমে নিয়ে যেতেন। সেখানে গল্প শুনতাম, গুরুদেব না জেনেই অনেকের নাম বলে দিতে পারেন। একদিন আমি গুরুদেবের এক অনুষ্ঠানে মনে মনে চ্যালেঞ্জ জানাই, আজ আমার নাম বলুন তো দেখি। সেদিন আমার চোখ খুলে গেল। গুরুদেব তিনবার আমার নাম নিলেন। এমন আরও কত ঘটনা কতজন শোনালেন!

প্রকাশ হচ্ছে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়

চৌধুরী, বিশিষ্ট কবি শতদল আচার্য প্রমুখ।

বৈঠকে বক্তারা বলেন, বরাক উপত্যকায় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুধুমাত্র একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ার দাবি ছিল না, বরং এটি ছিল অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়ের আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ। তাঁরা এই উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদও জানান। এই আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়, সামাজিক প্রেক্ষাপট, তৎকালীন ছাত্র-যুব সমাজের ভূমিকা এবং কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তাঁরা। সেইসঙ্গে আসাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস নিয়ে প্রয়াত অধ্যাপক সুবীর কর ও সাংবাদিক বিকাশ চক্রবর্তীর পাণ্ডুলিপি থেকে তথ্য সংগ্রহ করার ওপরও জোর দেন। আলোচনায় উঠে আসে বরাক উপত্যকাবাসীর শিক্ষাবঞ্চনা, উচ্চশিক্ষার সীমাবদ্ধতা ও কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তৎকালীন জনমত ও আন্দোলনের নানা দিক। বক্তারা জানান, এই ইতিহাস শুধু স্মৃতিচারণ নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছেও তা গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে থাকবে।

এদিনের বৈঠকে উপদেষ্টা মণ্ডলী ছাড়াও একটি সম্পাদনা মণ্ডলী গঠন করা হয়। সেইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার কাছে আর্জি জানানো হয় যে, আসাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংক্রান্ত প্রামাণ্য নথি যদি কারও কাছে সংগৃহীত থাকে, তাহলে আগামী ৩১ মের মধ্যে উপদেষ্টা মণ্ডলীর সভাপতি অধ্যাপক অশোককুমার সেন কিংবা সম্পাদনা মণ্ডলীর মুখ্য সম্পাদকদ্বয় অধ্যাপক বিশ্বতোষ চৌধুরী ও অধ্যাপক বরুণজ্যোতি চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে। এসব সংগৃহীত প্রামাণ্য নথি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বইয়ে উল্লেখ করা হবে। শেষে ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা মণ্ডলীর আহ্বায়ক ড. পিনাক কান্তি রায়।

আজ গান্ধীভবনে মেধার আবৃত্তির

আমন্ত্রণ জানায় মঞ্চ। এবারও এর অন্যথা হয়নি। ইতোমধ্যে গত সোমবার বঙ্গভবনে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন যশস্বী শিল্পী অ্যারিনা মুখোপাধ্যায় ও শীর্ষ রায়। এবার মঞ্চের অনুষ্ঠানে আসছেন বিশিষ্ট লোকগানের শিল্পী অভিজিৎ বসু। বঙ্গভবনে তাঁর অনুষ্ঠান হবে আগামী ২০ মে সন্ধ্যা ৫টা ৩৫ মিনিটে। আর এ বছরও মঞ্চ আহূত 'উনিশের মহা পথচলা' হবে আগামী ১৭ মে। এতে মাতৃভাষাপ্রেমী প্রত্যেককে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে মঞ্চ।

কাটিগড়ায় যানজট নিরসনে প্রশাসনের

বন্ধ করে নির্দিষ্ট স্থানে যানবাহন রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে বুধবার কাটিগড়া থানার ওসি নীলকমল বড়ুয়া, প্রশাসনিক আধিকারিক ও পুলিশ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে চেরাগী বাজার ও চৌরঙ্গী বাজার এলাকায় সরেজমিনে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন সার্কল অফিসার। এদিন অবৈধভাবে রাস্তার পাশে গড়ে ওঠা দোকান, যানবাহনের অনিয়ন্ত্রিত পার্কিং এবং যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়া বিভিন্ন স্থান চিহ্নিত করা হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কালাইন ও কাটিগড়া চৌরঙ্গী বাজার এলাকায় নির্দিষ্ট পার্কিং জোন নির্ধারণ করা হয়েছে। বাজারের ভেতরে বা রাস্তার ওপর কোনও যানবাহন পার্কিং করতে দেওয়া হবে না। নিয়ম অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের একাংশ প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন।

আয়নাখাল মডেল ওমেনস কলেজের

নিয়ে বিস্তারিত ও ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। বিধায়ক মিলন দাস বলেন, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সুদূরপ্রসারী নেতৃত্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামোগত ও প্রশাসনিক উন্নয়নের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা আগামী দিনে আরও সুদৃঢ় হবে বলে তিনি আশাবাদী।

গুজরাটের দাপুটে জয়ে প্লে-অফের অঙ্কে জটিলতা, চাপে আরসিবি

মুম্বই, ১৩ মে : আইপিএল ২০২৬-র প্লে-অফের লড়াই এখন এক রোমাঞ্চকর মোড়ে দাঁড়িয়ে। মঙ্গলবার রাতে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে ৮২ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করে টেবিলের শীর্ষে উঠে এসেছে শুভমান গিলের গুজরাট টাইটান্স। এই জয়ের ফলে টাইটান্সদের শেষ চারে ওঠার সম্ভাবনা এখন প্রায় ৯৪.৯ শতাংশ। ১২ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করে তারা কার্যত প্লে-অফের টিকিট নিশ্চিত করে ফেলেছে। তবে গুজরাটের এই উত্থান রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (আরসিবি) জন্য কিছুটা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যাদের প্লে-অফ সম্ভাবনা সামান্য হলেও হ্রাস পেয়েছে।

১৬৯ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে গুজরাটের বোলিং তোপে দিশেহারা হয়ে পড়ে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। কাগিসো রাবাদার আগুন ঝরানো বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি হায়দরাবাদের টপ অর্ডার। ৪ ওভারে মাত্র কিছু রান খরচ করে ৩ উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেন এই প্রোটিয়া পেসার। তাকে যোগ্য সঙ্গ দেন মহম্মদ সিরাজ ও জ্যাসন হোল্ডার। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে হায়দরাবাদ মাত্র ৮৬ রানেই গুটিয়ে যায়। দলের পক্ষে অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের ১৯ রানই ছিল সর্বোচ্চ, যা দলটির ব্যাটিং বিপর্যয়ের কঙ্কালসার চেহারাটা স্পষ্ট করে দিয়েছে। এই হারের ফলে হায়দরাবাদের প্লে-অফে যাওয়ার সম্ভাবনা এক ধাক্কায় ১৫ শতাংশ কমে ৬৫.৭ শতাংশে নেমে এসেছে। আগে ব্যাট করতে নেমে গুজরাটের শুরুটা খুব একটা আশাব্যঞ্জক ছিল না। তবে মিডল অর্ডারে সাই সুদর্শন ও ওয়াশিংটন সুন্দরের দায়িত্বশীল ব্যাটিং দলকে লড়াই করার মতো সংগ্রহ এনে দেয়। সুদর্শন ৪৪ বলে ৬১ রানের ধৈর্যশীল ইনিংস খেলেন এবং ওয়াশিংটন ৩৩ বলে খেলেন ঝড়ো ৫০ রানের ইনিংস। এই দুই ব্যাটারের ৬০ রানের জুটির ওপর ভর করেই গুজরাট বড় জয়ের ভিত গড়েছিল।

৫০ ওভারে এক দলই করল ৮২২ রান!

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : বর্তমান সময়টা টি-২০ ক্রিকেটের যুগ। বলে বলে ছক্কা হাঁকানোর যুগ। ২০ ওভারে ২৫০ রান তোলার যুগ। কিন্তু তা বলে মাত্র ৫০ ওভারে একটি দল ৮২২ রান তুলে দেবে! অবিশ্বাস্য হলেও এমন কাণ্ডই ঘটেছে জিম্বাবোয়ের ঘরোয়া ক্রিকেটে। ৫০ ওভারে শুধু ৮২২ রান তোলাই নয়, বিপক্ষ দলকে ৭৯৪ রানে হারিয়েছে জয়ী দল। জিম্বাবোয়ের ঘরোয়া ক্রিকেট ফার্স্ট লিগ ক্রিকেটে মজাদার ম্যাচটি হয়েছে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে স্কর্পিয়ন্স ক্রিকেট ক্লাব ৫০ ওভারে তুলে দিল ৮২২ রান। জিম্বাবোয়ে ক্রিকেটের ইতিহাসে এটিই সম্ভবত সবচেয়ে চমকপ্রদ ম্যাচ। যেখানে ৫০ ওভারের ক্রিকেটে দুই দলের মিলিত স্কোর ৮০০ পেরোয় না। সেখানে এক ইনিংসে ৮২২ রান! একই ইনিংসে ৩ জন সেঞ্চুরি করলেন। তাঁদের মধ্যে একজন করলেন ডবল সেঞ্চুরি, এমনকী একজন ট্রিপল সেঞ্চুরিও করেছেন।

মাত্র ৭৫ বলে ২০৩ রানের অবিশ্বাস্য ইনিংস খেলেছেন উইনফেড মাতেনডে। তিনি ২৩টি বাউন্ডারি এবং ১৩টি ওভার বাউন্ডারি মেরেছেন। তাকুন্দা মাডেম্বো করেছেন ১৪৩ বলে ৩০২ রান। তিনি ৫০টি বাউন্ডারি এবং ৭টি চার মেরেছিলেন। তিনি আউট হননি। শেষ পর্যন্ত তাঁকে রিটায়ার্ড আউট করা হয়। সেঞ্চুরি করেছেন গ্যাব্রিয়েল জায়াও। সব মিলিয়ে ৫০ ওভারে ১৬'র বেশি রানের গড় রেখেছে স্কর্পিয়ন্স ক্রিকেট ক্লাব। এতক্ষণ পড়ার পর হয়তো মনে হচ্ছে যে মাঠে খেলা হয়েছে, সেটা ব্যাটারদের স্বর্গরাজ্য। কিন্তু পরের ইনিংসেই ভুল ভাঙল। স্কর্পিয়ন্সের প্রতিপক্ষ মেথেন লায়ন্স মাত্র ২৮ রানে ৭ উইকেট খোয়াল। সেখানেই ইনিংস ডিক্লেয়ার করে তাঁরা। ফলে ৭৯৪ রানের বিরাট ব্যবধানে জেতে স্কর্পিয়ন্স।

লিস্ট এ ক্রিকেটে এই স্কোর রেকর্ড। এর আগে লিস্ট এ ক্রিকেটে ৫০ ওভারে সর্বোচ্চ রান ছিল বিহারের। গত বিজয় হাজারেতেই অরুণাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে বৈভব সূর্যবংশীরা করেন ৫৭৪ রান। বৈভব নিজেই ১৯০ রান করে। এর আগে ২০২২ সালে এই অরুণাচলের বিরুদ্ধেই তামিলনাড়ু করেছিল ৫০৬ রান। এ ছাড়া আর কোনও দল এর আগে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৫০০ রান পেরোয়নি।

ফিফা বিশ্বকাপের একমাস আগে কোচ নিয়ে ডামাডোল দেড় লক্ষের দেশে

লন্ডন,১৩ মে : বিশ্বকাপ শুরুতে বাকি ঠিক এক মাস। আর সেসময় কোচ নিয়ে নাটক কুরাকাও ফুটবলে। শেষবেলায় এসে পদত্যাগ করলেন তাদের বর্তমান কোচ ফ্রেড রুটেন। শোনা যাচ্ছে, তাঁর পূর্বসূরি ডিক অ্যাডভোকেটের হাতেই ফের যাচ্ছে দলের ভার। প্রখ্যাত ডাচ কোচ অ্যাডভোকেটের হাত ধরেই বিশ্বকাপের মঞ্চে উঠে এসেছে কুরাকাও। ২০২৪ সালে দায়িত্ব নেওয়ার পর এই ক্যারিবিয়ান দেশটির ফুটবলে আমূল পরিবর্তন করেছেন তিনি।

গত ফেব্রুয়ারিতে বিশ্বকাপের টিকিট পায় কুরাকাও। যোগ্যতা অর্জন পর্বের দশ ম্যাচে একটিও হারেনি কোচ অ্যাডভোকেটের ছাত্ররা। তবে ফেব্রুয়ারিতে পারিবারিক কারণে দায়িত্ব ছাড়েন তিনি। সেসময় এই ডাচ কোচ বলেন, 'ফুটবলের থেকে আমার কাছে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ।' সেসময় দলের দায়িত্ব দেওয়া হয় নেদারল্যান্ডসেরই রুটেনকে। তবে তাঁর দল পরিচালনা নিয়ে অখুশি ছিলেন ফেডারেশন এবং ফুটবলারদের একাংশ। পাশাপাশি যে ডাচ বিমান সংস্থা কুরাকাওয়ের স্পনসর, তারাও চাইছিল দায়িত্বে ফিরুন অ্যাডভোকেট। পরিস্থিতি বুঝে পদত্যাগ করেছেন রুটেন। তাঁর বার্তা, 'সময় কমে আসছে। কুরাকাওকে এখন সামনের দিকে তাকাতে হবে। যা হয়েছে, তা নিয়ে আমি খুশি বলতে পারছি না। তবে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।' বিশ্বকাপে জার্মানি, আইভরি কোস্ট, ইকুয়েডরের সঙ্গে রয়েছে কুরাকাও। সূত্রের খবর, অ্যাডভোকেটের দায়িত্ব ছাড়ার কারণ ছিল মেয়ের অসুস্থতা। যে কারণে বিদেশে থাকতে চাইছিলেন না তিনি। তবে মেয়ে এখন অনেকটাই সুস্থ হওয়ায় ফের বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা নেই তাঁর। শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপে কুরাকাওয়ের ডাগআউটে দাঁড়ালে রেকর্ড গড়বেন এই ডাচ কোচ। প্রতিযোগিতায় বয়স্কতম কোচ হবেন ৭৮ বছর বয়সি অ্যাডভোকেট। বর্তমানে সেই রেকর্ড রয়েছে অটো রেহাগেলের।

উল্লেখ্য, কুরাকাও প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলবে। যাদের জনসংখ্যা মাত্র দেড় লক্ষ। মোট আয়তন ৪৪৪ বর্গ কিলোমিটার। অর্থাৎ বৃহত্তর কলকাতার থেকে কয়েক গুণে ছোট। বিশ্বকাপে খেলা সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম দেশ। শুধু এটাই নজির নয়, আরও একটি নজির জুড়বে তাদের নামে। সেটা হল, কুরাকাও হল এমন একটি দেশ, যাদের কোনও প্লেয়ারই সেই দেশে জন্মগ্রহণ করেনি। অর্থাৎ সব প্লেয়ারই বিদেশি বংশোদ্ভূত। ফুটবল বিশ্বকাপে সেটাও নতুন ঘটনা।

ফুটবল বিশ্বকাপ খেলতে শর্তসাপেক্ষে রাজি ইরান!

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : জটিলতা কাটতে না কাটতেই আসন্ন বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের ব্যাপারে শর্ত রাখল ইরান ফুটবল ফেডারেশন। তারা রবিবার জানিয়েছে, ইরান অবশ্যই ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলবে। কিন্তু তাদের ফুটবলার, সকল সদস্য এবং কর্মকর্তাদের যথাযোগ্য সম্মান দিতে হবে। এছাড়াও তারা আরও বেশ কিছু শর্ত সামনে রেখেছে। শর্তগুলির মধ্যে অন্যতম হল, ইরানের সামরিক বাহিনীর শাখা ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)-এর যে সমস্ত সদস্য ইরানের জাতীয় ফুটবল দলের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন, তাঁদের ভিসা মঞ্জুর করতে হবে। ইরানের ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট মেহদি তাজ বলেছেন, 'জাতীয় দলের প্রতিটি ফুটবলার, টেকনিক্যাল স্টাফ, বিশেষ করে যাঁরা আইআরজিসির সদস্য, তাঁদের ভিসা নিশ্চিত করতে হবে। কোনওরকম সমস্যার মধ্যে যেন তাঁরা না পড়েন। একইসঙ্গে তাঁদের সঙ্গে ব্যবহারও মধুর করতে হবে।'

ইরানের এই শর্তের পিছনে রয়েছে কয়েকদিন আগে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা। গত মাসে কানাডায় ফিফা কংগ্রেসে ইরানের ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্টকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তাঁর সঙ্গে আইআরজিসির সম্পর্ক রয়েছে, এই অভিযোগে তাঁকে ভিসা দেওয়া হয়নি। ইরানের এই শর্তের পিছনে রয়েছে কয়েকদিন আগে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা। গত মাসে কানাডায় ফিফা কংগ্রেসে ইরানের ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্টকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তাঁর সঙ্গে আইআরজিসির সম্পর্ক রয়েছে, এই অভিযোগে তাঁকে ভিসা দেওয়া হয়নি। কানাডা কিছুদিন আগেই আইআরজিসি-কে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করেছে। ফলে মেহদি তাজের সম্পর্কের কথা জানার পরই তাঁকে ভিসা দিতে বেঁকে বসে কানাডা। এমনিতে, ইরানের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইজরায়েলের যৌথ সামরিক অভিযানে মধ্যপ্রাচ্যে এখন যুদ্ধ পরিস্থিতি। এই অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে শুরুতে ইরানের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে তৈরি হয়েছিল। অবশেষে কয়েকদিন আগে ফিফা সভাপতি জিয়ানি ইনফান্তিনো বলেছেন, ইরান বিশ্বকাপে খেলবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে শুরুতে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু তিনিও শেষপর্যন্ত ইরানকে স্বাগত জানিয়েছেন। তবে এখনও ইরানের নাগরিকদের মার্কিন ভিসা পাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

ডব্লুটিসি, বাংলাদেশের কাছে হেরে বিপাকে পাকিস্তান

ঢাকা, ১৩ মে : একদিকে পাকিস্তানকে হারিয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে খাতা খুলল বাংলাদেশ আর অন্যদিকে এই ম্যাচ হেরে চাপে পড়ল পাকিস্তান। পাকিস্তানকে হারিয়ে দারুণ সাফল্য পেল বাংলাদেশ দল। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ হিসেবে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত জয় তুলে নিল বাংলাদেশ। বড় ব্যবধানে জয় বাংলাদেশের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে তুলবে। সোমবার ১২ মে পাকিস্তানকে ১০৪ রানে হারিয়ে দেয় বাংলাদেশ। পাকিস্তানের এই হারের পরে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠা আরও কঠিন হল।

এই জয় বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের বোলার নাহিদ রানার দুরন্ত স্পেলের জোরে বাংলাদেশ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১০৪ রানে জয় ছিনিয়ে নেয়। ২০২৪ সালের আগে বাংলাদেশ কোনও টেস্টে হারাতে পারেনি পাকিস্তানকে। কিন্তু এই নিয়ে পরপর তিনবার জয় পেল বাংলাদেশ। এই ম্যাচে নাহিদ রানা ৪০ রান দিয়ে তুলে নেন ৫ উইকেট। ২৬৮ রান তাড়া করতে নেমে পাকিস্তানের ইনিংস গুটিয়ে যায় ১৬৩ রানে। ফাইনাল সেশনের আগে পাকিস্তানের হাতে ছিল ৭ উইকেট আর জয়ের জন্য দরকার ছিল ১৫২ রান কিন্তু সেই রানও তুলতে ব্যর্থ হন পাকিস্তান ব্যাটাররা। চাপের মুখে দলের হয়ে লড়াই করে ৬৬ রান করেন আব্দুল্লাহ ফাজাল। চতুর্থ উইকেটে সলমন আঘার সঙ্গে জুটি বেঁধে ৪৮ রানের পার্টনারশিপ গড়েন। সেই সময় পিচের গতি প্রকৃতি দেখে মনে হচ্ছিল ম্যাচ ড্র-এর দিকে এগোতে পারে। কিন্তু সেখান থেকেই গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেয় বাংলাদেশ। এই দুই ব্যাটার ফিরে যাওয়ার পর আর ম্যাচে ফেরা হল না পাক শিবিরের। অবশেষে ১৬৩ রানে শেষ হয়ে যায় পাকিস্তানের ইনিংস। প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করার পর দ্বিতীয় ইনিংসেও ৮৭ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেন শান্ত। দুই ইনিংসেই তিনি দলকে ব্যাট হাতে নেতৃত্ব দেন। ম্যাচ সেরাও ঘোষণা করা হয় তাঁকে। পাকিস্তানের এই হারের দিনেও নজর কেড়েছেন নোমান আলি। ৩৪ বছরে অভিষেক হওয়ার পর থেকে একের পর এক রেকর্ড ভাঙছেন তিনি। টেস্ট ক্রিকেটে দ্বিতীয় বয়স্ক ক্রিকেটার হিসেবে হ্যাটট্রিক করার রেকর্ড এখন তাঁর দখলে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার তিনি আরেকটি রেকর্ড গড়লেন। বিশ্বের বয়স্ক ক্রিকেটার হিসেবে ১০০ উইকেটের মাইফলক ছোঁলেন তিনি। এই পাক স্পিনার এই নজির গড়েন যখন তখন তাঁর বয়স ৩৯ বছর ২১৭ দিন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচ হেরে কিছুটা ধাক্কা খেল পাকিস্তান। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় আরও কিছুটা পিছিয়ে গেল পাক শিবির। এই মুহূর্তে তাদের পয়েন্ট ১২। তারা রয়েছে সাত নম্বরে। অন্যদিকে, এই ম্যাচ জিতে কিছুটা এগিয়ে গেল টাইগাররা। বাংলাদেশের পয়েন্ট এখন ১৬। তারা রয়েছে ছয় নম্বরে।

প্লে-অফের দৌড়ে টিকে থাকতে মুম্বইর বিরুদ্ধে আজ জিততে হবে পঞ্জাবকে

ধরমশালা, ১৩ মে : আইপিএল ২০২৬ অপ্রতিরোধ্য রূপে শুরু করেছিল পঞ্জাব কিংস। ছয়টি জয় এবং একটি ম্যাচ বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হওয়ায় তারা প্রথম সাতটি ম্যাচে অপরাজিত ছিল, যা যে কোনও আইপিএল মরসুমে যে কোনও দলের সেরা সূচনা। কিন্তু তারপর থেকে তাদের পতন শুরু হয়, টানা চারটি ম্যাচ হেরেছে। তারা বর্তমানে স্পর্শকাতর এক পরিস্থিতির সামনে।

বৃহস্পতিবার ধরমশালায় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স (এমআই)-র বিরুদ্ধে একটি জয় তাদের অন্তত এক ধাপ উপরে তুলে ৩ নম্বরে নিয়ে আসবে, কিন্তু একটি পরাজয় তাদের চেন্নাই সুপার কিংস এবং রাজস্থান রয়্যালসের দ্বারা টপকে যাওয়ার ঝুঁকিতে ফেলবে, যারা মাত্র এক পয়েন্ট পিছনে থেকে যথাক্রমে ৫ এবং ৬ নম্বরে রয়েছে।

মরসুমে স্বপ্নের মতো শুরুর সময়, পিবিকেএস-র ব্যাটিংই তাদের জয়ের মূল চালিকাশক্তি ছিল। কিন্তু তাদের কিছু প্রধান ব্যাটসম্যানের ফর্মের অবনতি, বোলিং সমস্যা এবং বাজে ফিল্ডিংয়ের কারণে তারা টানা পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছে। যে কোনও টি-টোয়েন্টি দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ২০০-র বেশি রান তাড়া করে জেতার ঈর্ষণীয় রেকর্ড পিবিকেএস-র দখলে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ২০০-র বেশি রানের লক্ষ্য রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ার অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ডটিও তাদের দখলে। এই মরসুমে তারা সবচেয়ে বেশি সুযোগ নষ্ট করেছে এবং এই ভুলগুলোর কারণে তাদের যে ৪১৩ রান খরচ হয়েছে, তা অন্য যে কোনও দলের নষ্ট করা সুযোগের মোট খরচের চেয়ে বেশি।

শেষের ওভারে তাদের বোলিংও একটি উদ্বেগের বিষয়। টানা চারটি পরাজয়ে পঞ্জাব ডেথ ওভারে ১৪ ইকোনমি রেট দিয়েছে, যেখানে আটজন বোলার ওভারপ্রতি ১০ বা তার বেশি রান দিয়েছেন। তারা দলে অনেক পরিবর্তন এনেছে, কিন্তু বোলিং সমস্যার সমাধান এখনও খুঁজে পায়নি। ১১টি ম্যাচ খেলে মাত্র ছয় পয়েন্ট নিয়ে এমআই ইতোমধ্যেই নকআউট পর্বের দৌড় থেকে ছিটকে গেছে এবং তাদের হারানোর কিছু নেই। অন্যদিকে, পঞ্জাব কিংসের হারানোর আছে অনেক কিছু।

পঞ্জাব কিংস (সম্ভাব্য): প্রভসিমরান সিং, প্রিয়াংশ আর্য, শ্রেয়াস আয়ার (ক্যাপ্টেন), কুপার কনোলি, মার্কাস স্টয়নিস, শশাঙ্ক সিং, এস শেডগে, মার্কো জানসেন, বেন দ্বারশুইস, জন যুশদীপ সিং ঠাকুর।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স (সম্ভাব্য): রায়ান রিকেলটন (উইকেটরক্ষক), রোহিত শর্মা, নমন ধীর, সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), তিলক ভার্মা, উইল জ্যাকস, রাজ বাওয়া, করবিন বস, দীপক চাহার, এএম গজনফর, রাহুল শর্মা।

আইপিএলে আজ
পঞ্জাব কিংস
বনাম
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স
স্থান : ধরমশালা
সময় : ৭-৩০টা

বোলারদের দুর্দিন নিয়ে চিন্তায় দ্রাবিড়, তবুও আশাবাদী প্রাক্তন কোচ

মুম্বই, ১৩ মে : বর্তমান টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ব্যাটারদের রমরমা দেখার পর বোলারদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। আলোচনা চলছে, টি-টোয়েন্টিতে আড়াইশো রানও আজ আর নিরাপদ নয়। বোলারার তা হলে কী করবেন? ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার রাহুল দ্রাবিড়ও বোলারদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায়। তাঁর মনে হচ্ছে, ব্যাটারদের দাপটকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে, বোলারদের বিস্তর খাটাখাটুনি করতে হবে। ২০২৪ সালে ভারতের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বজয়ের সময় কোচ ছিলেন দ্রাবিড়। মঙ্গলবার এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'গত দু'তিন বছরে ব্যাটিংয়ের যে মান উন্নতি হয়েছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলে বোলারদের পরিশ্রম করতে হবে।' আমার মতে, মাঠের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাটারদের ছয় মারার ক্ষমতা প্রভূত উন্নতি করেছে। বোলারদের কাজ হলো নিজেদের স্কিলে শান দিয়ে যাওয়া প্রতিনিয়ত। নিজেদের মেজেঘষে আরও উন্নত করার চেষ্টা করা। আমি নিশ্চিত, কয়েকজন বোলার ঠিকই শেষ পর্যন্ত পারবে নিজেদের কাজটা দক্ষভাবে করতে। ওরা পারবে, ব্যাটারদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে।' আইপিএলে খেলা ছাড়াও দু'টো দলের কোচিং করেছেন দ্রাবিড়। রাজস্থান রয়্যালস এবং দিল্লি ক্যাপিটালস। যিনি মনে করেন, বোলারদের চেয়ে আধুনিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের সঙ্গে অনেক ভালভাবে মানিয়ে নিয়েছেন ব্যাটাররা। বলছিলেন, 'ব্যালান্সের কথা যদি বলেন, তা হলে বলব এখনকার দিনের টি-টোয়েন্টির সঙ্গে বোলারদের তাঁর মনে হচ্ছে, ব্যাটারদের দাপটকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে, বোলারদের বিস্তর খাটতে হবে।'

তবে টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের একচ্ছত্র দাপট চললেও, টেস্ট ক্রিকেটে তা নয়। সেখানে বোলাররা শাসন করেন। যে কারণে অধুনা টেস্ট ক্রিকেটে ড্রয়ের সংখ্যা কমে এসেছে। দ্রাবিড় বলছেন, 'এখনকার দিনে প্রায় প্রত্যেক টেস্টেই রেজাল্ট হয়। তাই টেস্ট শাসন করছে বোলাররাই। দেখার, টি-টোয়েন্টিতে তারা একই জিনিস আগামী কয়েক বছরে করতে পারে কিনা?'

জাতীয় দলে ফেরার ইঁদুর দৌড় থেকে দূরে ভুবনেশ্বর

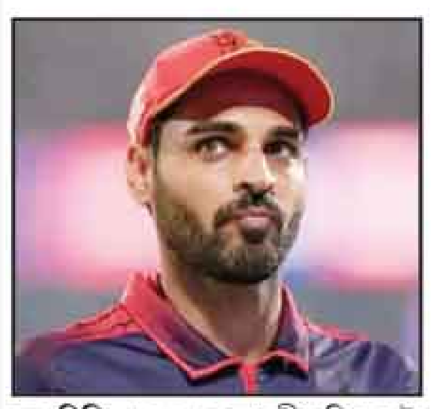

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : ভারতীয় ক্রিকেটে আইপিএলের পারফরম্যান্স মানেই জাতীয় দলে ফেরার জোরালো দাবি। চলতি ২০২৬ আইপিএলে ১১ ম্যাচে ২১ উইকেট নিয়ে সেই আলোচনার কেন্দ্রে এখন ভুবনেশ্বর কুমার। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে চার উইকেট নেওয়ার পর রবিচন্দ্রন অশ্বিন বা ইয়ান বিশপদের মতো তারকারা তাঁকে নীল জার্সিতে ফেরানোর দাবি তুললেও, খোদ ভুবি যেন এই পুরো ডামাডোল থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন ৩৬ বছর বয়সে এসে কামব্যাকের নেশায় না ছুটে বরং নিজের খেলার প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করাই এখন তাঁর প্রধান লক্ষ্য।

ক্যারিয়ারের এই পর্যায়ে এসে ভুবনেশ্বর কুমার খুব স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন যে, তিনি আর কামব্যাকের কথা ভাবছেন না। তাঁর মতে, অতীতে যখনই তিনি দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য স্থির করেছেন, সেটি খুব একটা কার্যকর হয়নি। এখনকার সময়ে যেখানে ক্রিকেটাররা পরের সিরিজ বা বিশ্বকাপ নিয়ে বুঁদ থাকেন, সেখানে ভুবনেশ্বরের এই নির্মোহ অবস্থান বেশ বিরল। গতি কিছুটা কমলেও নতুন বলে সুইং এবং ডেথ ওভারে নিয়ন্ত্রণের যে জাদু তিনি দেখাচ্ছেন, তা কেবল অভিজ্ঞতার কারণেই সম্ভব হচ্ছে। মূলত কোনও কিছু প্রমাণ করার তাগিদ নেই বলেই তিনি মাঠে অনেক বেশি সাবলীল। নির্বাচকদের সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ হলো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। ২০২৮ অলিম্পিক বা পরবর্তী টি-২০ বিশ্বকাপের সময় ভুবনেশ্বরের বয়স হবে ৩৮। দীর্ঘদিনের চোটের ইতিহাস এবং বয়স— এই দুই কারণে নির্বাচকরা নতুনদের সুযোগ দিতে আগ্রহী। যদিও বর্তমান পেস আক্রমণে যশপ্রীত বুমরা ছাড়া অভিজ্ঞতার অভাব স্পষ্ট। তা সত্ত্বেও ভুবনেশ্বর নিজে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের চাপ থেকে দূরে থাকাকেই ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন। তাঁর মতে, জাতীয় দলের ব্যস্ততা না থাকায় এখন তিনি শরীরের যত্ন নেওয়া এবং ক্রিকেটের বাইরে সময় কাটানোর পর্যাপ্ত সুযোগ পাচ্ছেন, যা তাঁর পারফরম্যান্সে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছে। শেষ পর্যন্ত কামব্যাক হোক বা না হোক, মাঠের লড়াইয়ে নিজেকে ফিরে পাওয়াই এখন এই অভিজ্ঞ পেসারের আসল প্রাপ্তি।

চিরনিদ্রায় মোহনবাগান রত্ন টুটু বসু, শোকস্তব্ধ ভারতীয় ফুটবল

কলকাতা, ১৩ মে : মঙ্গলবার কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন মোহনবাগান রত্ন স্বপন সাধন (টুটু) বসু। সোমবার দুপুরে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছিল। চিকিৎসকদের আপ্রাণ চেষ্টা ব্যর্থ করে চিরবিদায় নিলেন আধুনিক মোহনবাগানের এই রূপকার।

নাতি অরিঞ্জয় বসু শোকবার্তায় লিখেছেন, 'গভীর শোকের সঙ্গে জানাচ্ছি যে টুটু বসু আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তিনি ছিলেন সেরা বাবা ও ঠাকুরদা, এক অসাধারণ প্রশাসক এবং সবার জন্য এক শক্তিশালী স্তম্ভ। আমাদের জীবনের সত্যিকারের এক বটবৃক্ষ।'

মোহনবাগান ক্লাব আর টুটু বসু— দুই নাম কার্যত সমার্থক ছিল তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে। ১৯৯১ সালে কিংবদন্তি ধীরেন দে-র উত্তরসূরি হিসেবে সচিবের দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি। সেই সময়ে ক্লাবের সামনে ছিল পাহাড়প্রমাণ চ্যালেঞ্জ। কিন্তু টুটু বসুর দূরদর্শিতাই মোহনবাগানকে একবিংশ শতাব্দীতে এক পেশাদার ক্লাবে রূপান্তরিত করে।

অঞ্জন মিত্রের সঙ্গে তাঁর 'জুটি' ময়দানে রূপকথার মতো ছিল। ব্যালট পেপারে স্বচ্ছ ভোটদান পদ্ধতি থেকে শুরু করে ক্লাবের পরিকাঠামো উন্নয়ন, সবক্ষেত্রেই ছিল তাঁর হাতের ছোঁয়া। মোহনবাগানকে বড় বিনিয়োগের রাস্তায় নিয়ে যাওয়া এবং আরপিএসজি গ্রুপের সঙ্গে সংযুক্তিকরণের অন্যতম প্রধান কারিগর ছিলেন তিনিই।

২০১৮ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছেন তিনি। বর্তমানে কোনও আনুষ্ঠানিক পদে না থাকলেও, মোহনবাগান-অন্তপ্রাণ সমর্থকদের কাছে তিনিই ছিলেন ক্লাবের 'গার্ডিয়ান'। বিদেশি ফুটবলার সই করানো হোক বা ক্লাবের আর্থিক মন্দা, সবুজ-মেরুন তাঁবুতে যখনই অন্ধকার ঘনিয়েছে, ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন টুটু বসু।

তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে কলকাতা ময়দানে। শুধু মোহনবাগান নয়, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল এবং মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কর্তারাও এই প্রবীণ প্রশাসকের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। ময়দানের অনেক কর্তার মতেই, 'একজন বড় হৃদয়ের মানুষকে হারাল কলকাতা তথা ভারতীয় ফুটবল।'

আফগানিস্তান টেস্টে বুমরা ও সামিকে নিয়ে আলোচনায় বোর্ড

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : আইপিএল এখনও শেষ হয়নি। কিন্তু এর মধ্যেই আন্তর্জাতিক মরসুমের প্রস্তুতি শুরু করে দিল বিসিসিআই। আগামী কয়েক মাসের রোডম্যাপ বানাতে অজিত আগরকরের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটির সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসতে চলেছে বোর্ড। সেখানে যশপ্রীত বুমরা ও মহম্মদ সামিকে নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত হতে পারে বলে খবর। ভারতের পরবর্তী আন্তর্জাতিক অ্যাসাইনমেন্ট আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্ট। চলতি আইপিএল শেষ হওয়ার আগে দল ঘোষণা হতে পারে। 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'র রিপোর্ট অনুযায়ী, আগামী ৭-১০ দিনের মধ্যেই নির্বাচক কমিটির আলোচনায় বসার জোর সম্ভাবনা।

বোর্ডের আসল ফোকাস পেস বোলারদের পুল তৈরি করা। বিশেষ করে আগামী ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্র মাথায় রেখেই পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, যাঁরা নির্বাচকদের নজরে আছেন, তাঁদের বাকি আইপিএলে কাজের চাপ বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন বুমরাকে নিয়ে। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ নয়। তবু বোর্ড নাকি পূর্ণশক্তির দল নামানোর পক্ষে। সে কারণে বুমরাকে খেলানোর ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হচ্ছে। বিসিসিআই-র এক সূত্র জানিয়েছে, 'নির্বাচকরা শুধু আফগানিস্তান বলে টেস্ট স্কোয়াডে কোনও আপস করতে চাইছেন না। তাঁরা সেরা দলটাই নামাতে চান। সহজে টেস্ট ক্যাপ বিলি করার মানসিকতা নেই।'

এতকিছুর মধ্যে মহম্মদ সামির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। গত বছরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলেননি তিনি। চোট এবং ফিটনেস সমস্যা কাটিয়ে উঠলেও, সামিকে আবারও উপেক্ষা করা হতে পারে বলে ইঙ্গিত। বোর্ড শুধু সিনিয়রদের নিয়েই ভাবছে না। নতুন পেসারদের দিকেও রয়েছে নজর। ভারতীয় 'এ' দলের সঙ্গে থাকা অংশুল কাম্বোজ এবং গুরনুর ব্রার ইতিমধ্যে নির্বাচকদের পরিকল্পনায়। এছাড়া জম্মু-কাশ্মীরের পেসার আকিব নবির নাম উঠে এসেছে। এবারের রনজি ট্রফিতে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স দেখিয়ে নজর কেড়েছেন তিনি।

বোর্ডের এক কর্তার কথায়, 'মহম্মদ সিরাজের ওয়ার্কলোড নেওয়ার ক্ষমতা অনেক বেশি। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ ২৪ এপ্রিলের পর আইপিএলে খেলেনি। নীতীশ কুমার রেড্ডিকেও সিম বোলিং অপশন হিসেবে ভাবা হচ্ছে। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টে বিসিসিআই সব ডাটা মনিটর করে।' আগামী ন'মাসে ভারতের সামনে রয়েছে মোট ন'টি টেস্ট। রিপোর্টে অনুযায়ী, পেসারদের ব্যবহার নিয়ে এবার অনেক বেশি সতর্ক বিসিসিআই। বিশেষ করে বুমরাহকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ টিম ম্যানেজমেন্ট। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

বি ডিভিশনে জয়ী ভেটেরান এফসি ও সন অব ইন্ডিয়া

স্টুডেন্ট এফসি-র রক্ষণ ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছেন সুধাংশু তেলি। বুধবার ইন্ডিয়া ক্লাব মাঠে।

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৩ মে : শিলচর ডিএসএ আয়োজিত ঈশিতারঞ্জন চক্রবর্তী স্মৃতি প্রাইজমানি বি ডিভিশন ফুটবলে বুধবার দু'টি ম্যাচে জিতল শিলচর ভেটেরান এফসি ও সন অব ইন্ডিয়া।

ভেটেরান এফসি ৪-১ গোলে হারিয়েছে স্টুডেন্ট এসি-কে। ভেটেরানের হয়ে দু'গোল করেছেন অর্জুন চাষা (৩০, ৬৯ মিঃ)। বাকি দু'গোল করেছেন জলেশ্বর মির্ধা (৫০) মিনিট ও সুধাংশু তেলি (৫৭ মিঃ)।

অপর ম্যাচে শিবম কর্মকারের জোড়া গোলের সাহায্যে সন অব ইন্ডিয়া ৪-১ গোলের ব্যবধানে উড়িয়ে দেয় বিজয়ী সংঘকে। শিবম ছাড়া বাকি দু'গোল করেছেন কিষান বাকতি ও অরিহান কুর্মি। বিজয়ী সংঘ-র পক্ষে একমাত্র গোলটি দেন দীনেশ বাউরি। ক্রীড়াসূচি অনুযায়ী বৃহস্পতিবার ইয়াং কর্নার ক্লাবের বিপক্ষে খেলবে পিডব্লুডি মেকানিক্যাল ক্লাব।

সোনাইয়ে খোঁজের পরেশ-জ্যোৎস্না স্মৃতি ফুটবল শুরু ১৭ মে

সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, ১৩ মে : খোঁজের পরিচালনায় তৃতীয় পরেশচন্দ্র দত্ত ও জ্যোৎস্না দত্ত স্মৃতি প্রাইজমানি অনূর্ধ্ব-১৯ ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে আগামী ১৭ মে।

গ্রামীণ এলাকার ফুটবল প্রতিভাদের উৎসাহিত ও সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা। প্রতিযোগিতায় মোট ১৬টি দল অংশগ্রহণ করবে এবং প্রতিদিন বিকেল ৩টা থেকে খেলা শুরু হবে। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে প্রতিযোগিতার যাবতীয় তথ্য তুলে ধরেন আয়োজক কর্মকর্তারা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে খোঁজের সচিব সজল লস্কর জানান, খেলা হবে সোনাইয়ের নিত্যগোপাল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের মাঠে। চ্যাম্পিয়ন দলকে ট্রফির সঙ্গে দেওয়া হবে নগদ ১০ হাজার এবং রানার্স দল পাবে ৫ হাজার টাকা। সজল জানান, প্রাইজমানির পাশাপাশি ট্রফি, শংসাপত্রও দেওয়া হবে। এছাড়া প্রতিদিন একজন করে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়কে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।

সাংবাদিক বৈঠকে আয়োজকরা জানান, প্রতিবারের মতো এবারও প্রতিযোগিতায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সোনাই ফুটবল অ্যাকাডেমি। সজল লস্কর জানান, এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে এগিয়ে এসেছেন পিসি দত্ত, মিলনরানি পাল ও প্রফুল্লকুমার পাল। সাংবাদিক বৈঠকে আয়োজকদের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন খোঁজের সচিব সজল লস্কর, সভাপতি ডাঃ এম মাসুম, সহ-সাধারণ সম্পাদক রেজওয়ান খান, সোনাই ফুটবল অ্যাকাডেমির সভাপতি বদর উদ্দিন মজুমদার, সদস্য ডাঃ হেলিম রেজা ও অন্যান্যরা।

আইপিএলে এখন প্লে-অফে যাওয়ার লড়াই

মুম্বই, ১৩ মে : চেন্নাই সুপার কিংস এবং কলকাতা নাইট রাইডার্সের মতো দলগুলো শেষ মুহূর্তের ঘুরে দাঁড়ানোয়, আইপিএলের লিগ পর্ব শেষ হতে আর মাত্র দশ দিন বাকি থাকতেই প্লে-অফের চার জায়গার লড়াইয়ে ৮ দল। টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই মনে করা হয়েছিল যে, বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এবং ধারাবাহিক পারফর্মার গুজরাট টাইটান্স প্লে-অফে জায়গা করে নেবে। প্রতিযোগিতার শুরুতে কিছুটা মন্থর গতিতে এগোলেও, সানরাইজার্স হায়দরাবাদও শীর্ষ দলগুলোর দৌড়ে সামিল হয়েছে।

গতবারের চ্যাম্পিয়ন রজত পাতিদারের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এবারও ভীষণভাবে খেতাবের দৌড়ে। ১৩ মে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে হারালেই প্লে-অফ কার্যত নিশ্চিত। শেষ চারের টিকিট কাটতে আরসিবি-র আর একটি জয় দরকার। এক্ষেত্রে ১৬ পয়েন্টের তুলনায় ১৮ পয়েন্টকেই অধিক নিরাপদ সংখ্যা হিসেবে গণ্য করা হয়। গত মরসুমে একমাত্র মুম্বই ইন্ডিয়ান্সই ১৬ পয়েন্ট নিয়ে প্লে-অফে জায়গা করে নিয়েছিল।

পঞ্জাব কিংস : হতশ্রী বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ের কারণে পঞ্জাব কিংসকে টানা চার ম্যাচ হেরেছে। তবে আইপিএলের প্রথমার্ধে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সুবাদে শ্রেয়স আয়াররা পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ চারে। ব্যাটারদের দুর্দান্ত ফর্মের সুবাদে প্রীতি জিন্টাদের নেট রান রেট বেশ ভাল। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, আরসিবি এবং এসআরএইচের বিপক্ষে বাকি থাকা তিন ম্যাচের মধ্যে দু'টিতে জয় পেলেই শেষ চারে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট হওয়ার কথা। ১১ ম্যাচে মোট ১৩ পয়েন্ট পঞ্জাবের ঝুলিতে। যার মধ্যে এক পয়েন্ট এসেছে কেকেআরে বিরুদ্ধে ইডেনে বৃষ্টিবিঘ্নিত ও পরিত্যক্ত ম্যাচ থেকে। ধরমশালায় মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচটি তাদের জিততেই হবে। অন্যথায় শেষ দু'টি ম্যাচে নামার আগে তাদের ওপর প্রবল চাপ থাকবে।

গুজরাট টাইটান্স : ২০২২ সালে আইপিএল অভিষেকের পর থেকেই গুজরাট টাইটান্স মাত্র একবারই প্লে-অফে জায়গা করে নিতে ব্যর্থ হয়েছে। বোলারদের দুর্দান্ত ছন্দ এবং টপ অর্ডারের তিন ব্যাটারের সুবাদে, শুভমন গিলের নেতৃত্বাধীন দল পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থেকে প্লে-অফের পথে অনেকটাই এগিয়ে। ১২ ম্যাচের মধ্যে ৮ জয়ের সুবাদে ঝুলিতে আছে ১৬ পয়েন্ট। আরসিবি-র মতোই গুজরাটও কার্যত প্লে-অফের টিকিট কেটে ফেলেছে। শুভমনরা লিগের শেষ দু'টি ম্যাচ কেকেআর এবং সিএসকে-র বিরুদ্ধে খেলবেন। একটি জিতলেই প্রথম চার।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ : শেষ ৮ ম্যাচের মধ্যে ৬টিই জয় তুলে নিয়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। এসআরএইচ এমন আরেকটি দল, যারা ঠিক সময়েই যেন নিজেদের সেরা ছন্দে পৌঁছেছে। দলের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং লাইন-আপ নিজেদের দায়িত্ব দুর্দান্ত পালন করেছে। প্যাট কামিন্সের নেতৃত্বে বোলাররাও তাঁদের দারুণ কাজ করছে। ১৪ পয়েন্ট নিয়ে বর্তমানে পয়েন্ট তালিকায় তিনে। তাদের হাতে এখনও দু'টি ম্যাচ আছে। প্রতিপক্ষ সিএসকে ও আরসিবি। প্লে-অফে জায়গা করে নিতে হলে কামিন্সদের অন্তত আরও ২ পয়েন্ট প্রয়োজন। সম্ভব হলে চারটিই ভাল। আর এক্ষেত্রে তাদের অনুকূলে থাকা ০.০৩১ নেট রানরেটও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ১২ ম্যাচের মধ্যে তাদের পঞ্চম পরাজয় এসেছে গত মঙ্গলবার রাতে গুজরাটের বিরুদ্ধে।

চেন্নাই সুপার কিংস : প্রথম তিন ম্যাচে হারের পর সিএসকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের শেষ ৮ ম্যাচের মধ্যে ৬টিতেই জয় তুলে এনেছে। ১৫ মে লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে দুই পয়েন্ট পেতেই মরিয়া হবেন রুতুরাজরা। এরপর লিগ পর্বের শেষ দুই ম্যাচে তারা যথাক্রমে এসআরএইচ এবং জিটি-র মুখোমুখি হবে। কেবল ১৮ পয়েন্ট পেলেই সঞ্জুরা প্লে-অফে জায়গা নিশ্চিত করতে পারবেন। আগামী ১০ দিনের মধ্যে প্লে-অফের দৌড়ে থাকা দলগুলো একে-অপরের মুখোমুখি হবে। ফলে সিএসকে-র জন্য তাদের বাকি সব ম্যাচে জয় পাওয়া অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কলকাতা নাইট রাইডার্স : অজিঙ্ক রাহানের কেকেআর লিগের প্রথমার্ধে অত্যন্ত বাজে পারফরম্যান্স করেছে। টানা ছয় ম্যাচে হারের পর শেষ চার ম্যাচে জয় তুলে প্রতিযোগিতায় টিকে আছে। অন্য দলগুলোর তুলনায় তাদের হাতে এখনও একটি ম্যাচ বেশি রয়েছে এবং তারা সর্বোচ্চ ১৭ পয়েন্ট পেতে পারবে। যা প্লে-অফে জায়গা করে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট হতে পারে। কেকেআর তাদের শেষ তিন ম্যাচই নিজেদের ঘরের মাঠেই খেলবে। এটা বিরাট পাওনা। বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে।

রাজস্থান রয়্যালস : বৈভব সূর্যবংশী এবং ধ্রুব জুরেলের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য সত্ত্বেও শুরুর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। মরসুমের শুরুতেই টানা চার জয় ছিল। কিন্তু এরপরই তারা পথ হারিয়ে ফেলে এবং নিজেদের শেষ ৭ ম্যাচের মধ্যে ৫টিই হারে। পঞ্জাব কিংসের মতোই রাজস্থানের বোলিং বিভাগও চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১১ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে রয়্যালসদেরও এখন বাকি তিন ম্যাচের মধ্যে অন্তত দু'টিতে জিততে হবে এবং আশা করতে হবে যেন অন্যান্য ম্যাচের ফলাফল তাদের অনুকূলে যায়। বাকি ম্যাচগুলোতে তারা দিল্লি ক্যাপিটালস, লখনউ সুপার জায়ান্টস এবং মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মুখোমুখি হবে।

দিল্লি ক্যাপিটালস : দিল্লির প্লে-অফে পৌঁছনোর আশা এখন সরু সুতোয় ঝুলছে। যদিও অক্ষর প্যাটেলের নেতৃত্বাধীন দল ইতোমধ্যেই আগামী মরসুমের পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে। পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে জয় পেলেও, প্লে-অফে জায়গা করে নিতে হলে তাদের সামনে এখনও অনেক কঠিন পথ পাড়ি দেওয়া বাকি। ১২ ম্যাচ থেকে ১০ পয়েন্ট নিয়ে তারা বর্তমানে পয়েন্ট তালিকায় সাতে এবং সর্বোচ্চ ১৪ পয়েন্টে যেতে পারে।

আইপিএল থেকে ছিটকে গেলেন চেন্নাইয়ের বাঙালি ক্রিকেটার

বেঙ্গালুরু, ১৩ মে : আইপিএলে মাত্র একটিই ম্যাচ খেলেছিলেন। দারুণ একটি ক্যাচও ধরেছিলেন। তবে চলতি প্রতিযোগিতায় আর খেলতে পারবেন না রামকৃষ্ণ ঘোষ। বাঙালি ক্রিকেটার চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছেন। তাঁর পরিবর্ত ক্রিকেটারের নাম ঘোষণা করে দিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। গত সপ্তাহে গোড়ালিতে চোট পেয়েছিলেন রামকৃষ্ণ। আগের ম্যাচে খেলতে পারেননি। এই মরসুমে আর খেলতেও পারবেন না। তাঁর জায়গায় ম্যাকনিল হ্যাডলি নোরোনহাকে নেওয়া হয়েছে। বোর্ডের অনুমতি পেলেই তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে সই করানো হবে। ২৪ বছরের নোরোনহা গত বছর ম্যাঙ্গালুরু ড্রাগন্সের হয়ে কর্নাটকের মহারাজ ট্রফি জিতেছিলেন। ১৩টি ম্যাচে তিনি ২৫৩ রান করেছিলেন প্রায় ১৫০ স্ট্রাইক রেটে। ১৯টি ছয় মেরেছিলেন। গত মরসুমে ১০টি উইকেট নিয়েছিলেন। ফাইনালে ছিল ২টি উইকেট আইপিএলে চেন্নাইয়ের ছিটকে যাওয়া ক্রিকেটারের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। মরসুম শুরুর আগেই ছিটকে গিয়েছিলেন নেথান এলিস।

রিপন কুমার নাথ কর্তৃক সেলিমা পাবলিকেশন্‌স (প্রাঃ) লিমিটেড, মালুগ্রাম, ঘনিয়ালা, শিলচর : ৭৮৮ ০০২ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক : তৈমুর রাজা চৌধুরী, ফোন : ০৩৮৪২-৭৯৬২৬৮। e-mail : sprasanga@gmail.com, samayikprasanga@rediffmail.com
গুয়াহাটি কার্যালয় : হাউস নং-১২এ, কবরস্থান পথ, দারান্ধা, পাঞ্জাবাড়ি রোড, ছয় মাইল, গুয়াহাটি-৭৮১০২২
Postal Regn. No. SC-04/2019-21 RNI Regn. No. RN 34006/80